

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড

ব্রজকথা	পৃঃ—১
চিত্রকথা	১০
রঙ্গ ও ব্যঙ্গ	
ভারতভারতী	৬২
কাব্যকণা	৯৮
স্মৃতিকথা	১০৫
সামাজিক	১২০

দ্বিতীয় খণ্ড

পল্লীচিত্র	১
গার্লস্কা চিত্র	১৬
পৌরাণিক	৩১
তত্ত্বস্বক	৩৯
প্রেমাত্মক	৫১
নিসর্গ-চিত্র	৬১
রূপকাত্মক	৭১
সঙ্গীত	৭৮
ভাষাশাস্ত্র	৯৮
মনেট	১১৫

পরিচায়িকা

আহরণীতে কালিদাসবাবুর বিবিধশ্রেণীর রচনা হইতে কয়েকটি করিয়া কবিতা নিদর্শনস্বরূপ আহৃত হইল। নানাকারণে কেবলমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিকেই একত্র চয়ন করার সুবিধা হইল না। বলা বাহুল্য, উৎকৃষ্ট রচনার সংখ্যাই যাহাতে বেশি হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। কালিদাস বাবুর রচিত অধিকাংশ কবিতা গ্রন্থের আকার লাভ করে নাই। সেজন্য অগ্রাধিত কবিতাবলী হইতেই অধিকসংখ্যক নিদর্শন সংগ্রহ করা হইয়াছে। ‘ব্রজকথা’-পথ্যায়ের কবিতা কয়টি পূর্ণপুট ও ব্রজবেণু হইতে সংগৃহীত। ‘চিত্রকথা’ পথ্যায়ের ৮টি কবিতার মধ্যে মাত্র একটি ব্রজবেণু হইতে গৃহীত। ‘রঙ্গ ও বাঙ্গ’ পথ্যায়ের ১২টি কবিতার মধ্যে ৫টি রসকদম্ব হইতে গৃহীত, বাকী ৭টি অগ্রাধিত ছিল। রসকদম্ব এই শ্রেণীর কবিতার প্রায় একশত পৃষ্ঠার একখানি স্বনামপ্রসিদ্ধ পুস্তক। ‘ভারত-ভারতী’ পথ্যায়ের ৩৫ পৃষ্ঠাব্যাপী কবিতাগুলির মধ্যে একমাত্র ‘তুলসী’ গ্রন্থ হইতে গৃহীত। এই কবিতাগুলিতে কবি ভারতের অধ্যাত্মসাধনাকে নানারূপে রূপদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কালিদাসবাবুর যদি কোন বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য থাকে তবে এই গুলিতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। ‘কাব্যকণা’-পথ্যায়ের ক্ষুদ্র কবিতাগুলি কবির বঙ্গরী নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে আহৃত। বঙ্গরীর এখন তৃতীয় সংস্করণ চালিতেছে। স্মৃতিকথা পথ্যায়ের ‘চিত্তবিশোধে’ চিত্তচিত্তা নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত। বাকীগুলি কোন গ্রন্থে নাই। সামাজিক পথ্যায়ের কোন রচনা কোন গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই। এইগুলির সম্বন্ধে মন্তব্য পাদটীকার স্তম্ভে।

‘পল্লীচিত্র’ পথ্যায়ের কবিতাগুলির সবই ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ হইতে আহৃত। এই শ্রেণীর অজস্র কবিতা পূর্ণপুট, ক্ষুদ্রকুঁড়া ও লাজাঞ্জলিতে আছে। এক সময় পল্লীর কবি বলিয়াই কালিদাসবাবুর খ্যাতি ছিল। ‘গার্হস্থ্য-চিত্র’ পথ্যায়ের একটি বাদ সবই গ্রন্থ হইতে গৃহীত। এ শ্রেণীর রচনা ক্ষুদ্রকুঁড়া ও লাজাঞ্জলিতে প্রচুর। বাংলার গার্হস্থ্য জীবনের কবি বলিয়াও কালিদাসবাবুর প্রতিষ্ঠা আছে।

‘পৌরাণিক’ পথ্যায়ের কবিতাগুলিও গ্রন্থাহৃত। কালিদাসবাবু পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে এক একটি বিশজনীন তত্ত্ব বা ভাবের প্রতীকস্বরূপ দেখিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর কবিতা পূর্ণপুটেই বেশি আছে। ‘তত্ত্বমূলক’ পথ্যায়ের ছোট কবিতা দুইটি

লাজাঞ্জলি হইতে গৃহীত। বাকীগুলি অগ্রথিতই ছিল। বড়গুলি হয়ত ঠিক গীতিকবিতাই নয়। কেবল নিদর্শন হিসাবেই এগুলি সংকলিত হইল।

‘প্রেমাস্বক’ পর্যায়ে প্রেমতত্ত্বমূলক রচনাও আসিয়া পড়িয়াছে। বাহার কালিদাস বাবুর ঝাঁটা প্রেমকবিতা পড়িতে চাহেন—তাঁহার ক্ষুদ্রকুঁড়া ও পর্ণপুট পড়িবেন। এ পর্যায়ের কবিতাগুলির অধিকাংশ ক্ষুদ্রকুঁড়া হইতেই সংগৃহীত। কালিদাস বাবুর ঋতুমঙ্গলখানি নিম্নগীতেরই পুস্তক। ঋতুচক্রের ক্রম অনুসরণ একটা কাব্যপদ্ধতিমাত্র। এই ক্রম অনুসরণ করিয়া নৈমগিক মাধুরীকে রূপরসে সম্বোগই কবির উদ্দেশ্য। নিম্নগীতের কবিতাগুলি ঋতুমঙ্গল হইতেই আহৃত। রূপকাস্বক পর্যায়ের সম্বন্ধে মন্তব্য পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

গানগুলির অধিকাংশই গ্রহাঙ্কিত। কালিদাস বাবুর রচিত গানের সংখ্যা অনেক, কিন্তু অধিকাংশই গানের আকারে কবিতাই। সুরতাল-যোগে সেগুলি উল্লীত হয় নাই। যে গানগুলিতে সুরতাল-যোগ সহজ তাহাদেরই কয়েকটি মাত্র সংগৃহীত হইল।

‘ভাষান্তরী’ পর্যায়ের কবিতাগুলির অধিকাংশ অগ্রথিত ছিল। সংস্কৃত-সাহিত্য হইতে অনূদিত কবিতা ঋতুমঙ্গলেই বেশি আছে। পারস্য কবি ও ইউরোপীয় কবিদের বাছাবাছ কবিতার অনুবাদ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ছড়ান আছে—অধিকাংশ এখনো অগ্রথিত। কালিদাস বাবুর অনুবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেন। এমন কি অনেকগুলিকে তিনি অনুবাদ বলিয়াই চালান, কিন্তু সেগুলি মূল-কবিতার ভাব লইয়া নূতন সৃষ্টি, ভাষানুবাদ না বলিয়া ভাষানুবাদ বলিলে বোধ হয় ঠিক হয়। টদাহরণ স্বরূপ,—আহরণীর ‘পাড়ার মেয়ে’ ও ‘রামের প্রতি নীতার’ নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। ‘চিত্রে গীতগোবিন্দ’—কালিদাস বাবুর একখানি স্বনামখ্যাত অনুবাদ পুস্তক। উহা হইতে কোন কবিতা আহরণীতে লওয়া হয় নাই।

আহরণীতে ৮টি মাত্র সনেট লওয়া হইল। এটি কোন গ্রন্থেই নাই। কবির ক্ষুদ্রকুঁড়াতেই সনেটের প্রাচুর্য—উহা হইতে ২টি এবং লাজাঞ্জলি হইতে ১টি লওয়া হইল।

কবির ঐতিহাসিক কবিতাগুলি দীর্ঘ এবং বৈদিক কবিতাগুলি ছুপ্পাচ্য, সেজন্য গ্রন্থে স্থান দেওয়া হইল না।

প্রচ্ছদপটের দুইরঙা চিত্রটি রসচক্র-সংসদের অগ্রতম সদস্য ত্রিবিম্বপতি চৌধুরীর একরঙা চিত্রখানি কবির বন্ধু শ্রীমতীশ চন্দ্র সিংহের অঙ্কিত।

রসচক্র-সাহিত্য-সংসদের সভাপণ।

উৎসর্গ

কবিবন্ধু

ডাঃ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে

শ্রীকরকমলেষু

আহরণী

শ্রীকালিদাস রায়



মূল্য দুই টাকা

রসচক্র-সাহিত্য-সংসদের

সভাগণ কর্তৃক সম্পাদিত

ও

২০৩১২, বাগচি এণ্ড সন্স হইতে

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচি, এম-এ

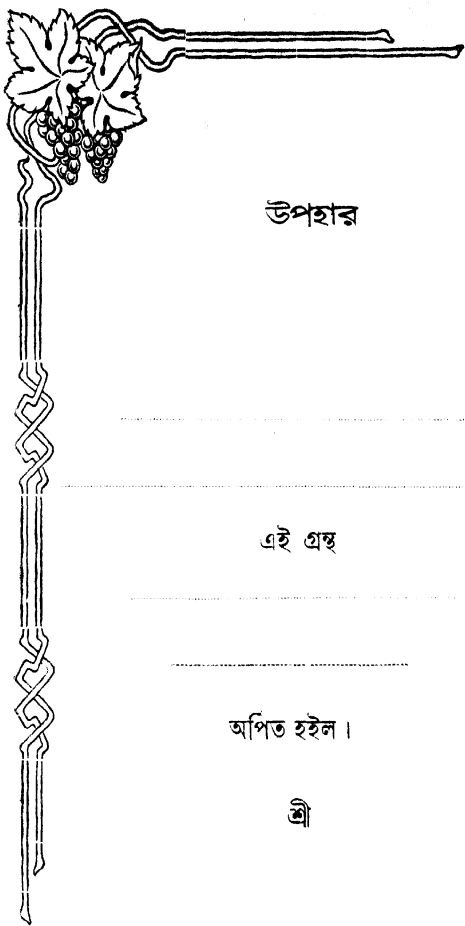
কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ—১৩৩৭—আখিন

প্রিণ্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাণী প্রেস

৩৩-এ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা।



উপহার

এই গ্রন্থ

অপিত হইল।

শ্রী

রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ হইতে

প্রণীত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত পুস্তকাবলী ।

শ্রীকানিদাস রায়

পর্ণপুট ১ম (৪র্থ সংস্করণ)	১২, ১১০
পর্ণপুট ২য় (২য় সংস্করণ)	১১০
বল্লরী (৩য় সংস্করণ)	১১০, ১১০/০
ব্রজবেণু (২য় সংস্করণ)	১২
ঋতুমঙ্গল (২য় সংস্করণ)	১০, ১২
রসকদম্ব (কামিক গান)	১১০, ১১০/০
ক্ষুদকুঁড়া (পল্লী-গাথা)	১১০
লাজাঞ্জলি (গাইস্থা-চিত্র)	১১০/০
বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ	১০

শ্রীবিম্বপতি চৌধুরী এম-এ

ঘৃণি* (উপন্যাস)	১১০
স্বপ্নশেষ (ঐ)	১১০

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

জমাথরচ (কথাসাহিত্য)	১১০
মুক্তাঝারি (ঐ)	১১০

প্রাপ্তিস্থান—১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ।

আহরণী

শ্রীকালিদাস রায়



মূল্য দুই টাকা

রসচক্র-সাহিত্য-সংসদের

সভাগণ কর্তৃক সম্পাদিত

ও

২০৩১২, বাগচি এণ্ড সন্স হইতে

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচি, এম-এ

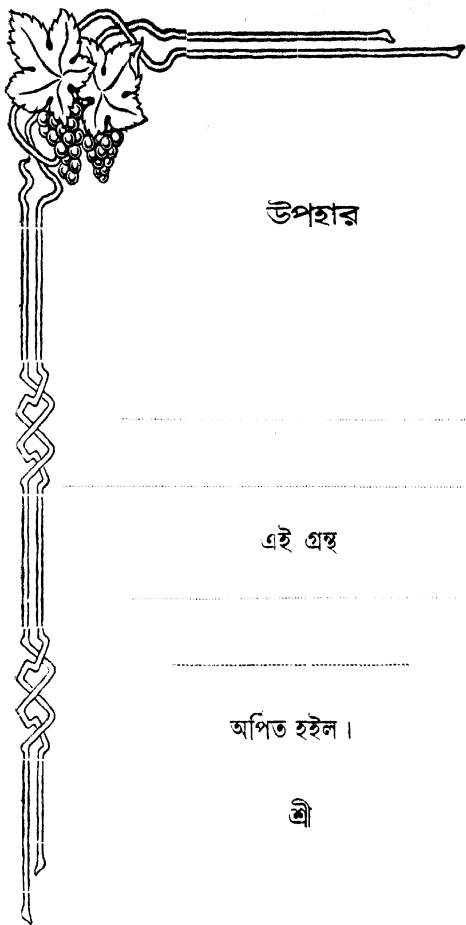
কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ—১৩৩৭—আখিন

প্রিণ্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাণী প্রেস

৩৩-এ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা।



উপহার

এই গ্রন্থ

অপিত হইল।

শ্রী

রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ হইতে

প্রণীত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত পুস্তকাবলী ।

শ্রীকানিদাস রায়

পর্ণপুট ১ম (৪র্থ সংস্করণ)	১২, ১১০
পর্ণপুট ২য় (২য় সংস্করণ)	১১০
বল্লরী (৩য় সংস্করণ)	১১০, ১১০/০
ব্রজবেণু (২য় সংস্করণ)	১২
ঋতুমঙ্গল (২য় সংস্করণ)	১০, ১২
রসকদম্ব (কামিক গান)	১১০, ১১০/০
ক্ষুদকুঁড়া (পল্লী-গাথা)	১১০
লাজাঞ্জলি (গাইস্থা-চিত্র)	১১০/০
বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ	১০

শ্রীবিম্বপতি চৌধুরী এম-এ

ঘৃণি* (উপন্যাস)	১১০
স্বপ্নশেষ (ঐ)	১১০

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

জমাথরচ (কথাসাহিত্য)	১১০
মুক্তাবারি (ঐ)	১১০

প্রাপ্তিস্থান—১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ।

আহরণী

ব্রজকথা

মথুরার দ্বারে

চরণে মিনতি প্রহরি তোমার ব'সোনা অমন বেঁকে,
মোরা তোমাদের রাজারে হেরিতে এসেছি গোকুল থেকে ।
ছেঁড়াধড়া-পরা পথধূলি ভরা শরীরে ঘামের রেখা ;
তাই বলে কিরে যেতে হবে ফিরে পাব না কানুর দেখা ?
তুণিত জান না, প্রহরি, তোমার রাজাটি মোদের কে !
এই ধূলিমাথা বুকে মাথা রেখে মান্বব হয়েছে সে ।
আমরা কাড়াল, অরোধ গোয়াল, সে আজ অনেক বড় ।
ও চরণে ধরি তোরণ-প্রহরী, তাড়ায়ো না, দয়া কর' ।

আমাদের কানু তা-র কাছে যেতে তো-র পায়ে সাধাসাধি !
চোখে আসে জল মুখে আসে হাসি তাইত হাসি কি কাঁদি !
দাড়াইয়া ঠায় দ্বারে ধূলা পায় কানু শুনে তাই যদি,
কত ব্যথা মরি পাবে সে, প্রহরি, আঁখিনীরে ব'বে নদী ।

আহরণী

রাজার দণ্ড ধরেছে কানাই ছেড়েছে মোহন বাঁশী,
সেই হ'তে তার বুঝি মুখ ভার, নাই খেলাধুলা হাসি ।
আহা সে কত না পেয়েছে যাতনা কেঁদেছে মোদেরে ছাড়ি ।
অমন করিয়া দিওনাক ঠেলি, দ্রুত করোনা দ্বারি ।

কালীদহ হ'তে এনেছি তুলিয়া তার তরে শতদল,
যে বনে বেড়াত চরাত গোধন, সে বনের পাকা ফল ;
শাওলীর ছুধে মথিয়া নবনী, ধবলীর ছুধে ক্ষীর ;
এনেছি মালতী ফুলে মালা গাঁথি, বমুনীর কালো নীর ।
এনেছি পাঁচনী, শিথিচূড়া, ননী, কোঁচান রঙীন ধড়া,
বাশবন চুঁড়ি এনেছি বাগুরী বতনে ছিঁদ্র করা,
গোটা গোকুলের আখিজলে ভেজা এসেছি আশিস নিয়ে ।
ভাঙ্গা হৃদিভার রাঙ্গা আঁখি আর,—একবার বল দিয়ে ।

বলিস্ তাহার রোপিত লতাটি আজি কুলে আলো করা,
ঘেরি নীপতল আনিয়াছে জল যনুনা ছুকুল ভরা,
বা ছিল মুকুল এখন তা ফল, চারা বাধিয়াছে ঝাড় ।
আদরের বুধু হয়েছে ডাগর শিঙ উঠিয়াছে তার ।
কোথা র'বে তার রাজসভা, দ্বারি, র'বে না সে গৃহকোণে
বুকে এসে ছুটে পড়িবে সে লুটে একবার যদি শোনে !
নয়ন রাঙায়ে দিওনা তাড়ায়ে প্রহরী নিষ্ঠুর হিয়া,
দিব ক্ষীর, সর, বনফুল তোরে, একবার বল গিয়া ।

লুকোচুরি

তোর সনে ভাই লুকোচুরি-খেলা চলিতেছে মোর চিরকাল,
ধ'রে ফেলি তোরে যেমনই লুকাস্ শ্রামলাল ।
লুকাস্ যেথায় সে ঠাই হবষে মস্‌গুল,
গরবে গোপন করিতে সদাই করে ভুল,
আধারে লুকালে পায় পায় ফুটে তারাহুল
ভিড়ে লুকাইলে বেজে উঠে খোল করতাল ।
তোরে ধরা ভাই বড় সুবিধাই, তবু চলে খেলা চিরকাল ।

গগনে যখন লুকাস্ তখন দেখি যে স্বচ্ছ মেঘে মেঘে,
হয় বন শ্রাম তোর তলুটির রঙ লেগে ।
চিনি-চিনি ব'লে যদি দেবী হয়, তবে তায়
হাসিয়া ফেলিস্ রে চপল, ভুই চপলায় ।
মেঘের আড়ালে শিখি-চুড়া ঢাকা নাহি যায়,
ইন্দ্রধনুতে নাঝে মাঝে তাই উঠে জেগে ।
ধরা প'ড়ে গিয়ে চাঁচাস্ আবার বজ্রে গরজি রেগে-মেগে ।

কাননে যখন লুকাস্ তখন সহজেই তোরে থুঁজে পাই ;
বন্দাবন যে স্মরিয়া সেদিকে আগে যাই ।

আহরণী

বনমালী, তুই নূপুর না খুলি যাস্ ছুটে,
ঝিল্লীর তানে বল্লীর প্রাণে বেজে উঠে,
অধর চরণ পরশে বাঁধুলী উঠে ফুটে—
কৌচক-বনেও ‘কু’ দিয়ে লুকাস্, রে কানাই।
ভারি তুই চোর, চপল কিশোর, বারবারই মোরা জিতে যাই।

হৃদের সলিলে ডুবিয়া ভাবিলি এইবার বুঝি যাব’ হারি।
জলে ডুব দেওয়া নূতন তোর কি দহচারী ?
দেবী হ’লে তুই উকি দিস্ আধ’ আঁখি মেলি
ফোট’-ফোট’ নীল কুমুদ-কলিতে ধ’রে ফেলি।
রাঙা পাণি দুটি বশ তো মানে না, করে কেলি,
জাগে যে মুণালে কমল-কলিকা সারি সারি,
ঢেউএর নাচন, নটবর তোর গোপন নটন-অলংকারী।

শেষে ঘরে ঘরে হৃদয়ে হৃদয়ে লুকাতে লাগিলি ননীচোরা,
গৃহকোণগুলি খুঁজিতে কি বাদ দিব মোরা ?
প্রিয়র প্রণয়ে প্রতিবিম্বিত তোর স্মৃতি
সখার সখ্যে শুনি তোর দূর বেণু-গীতি,
চিনি যে শিশুর চাকু চাপল্যো নিতি-নিতি,
নিষেধ মানে না গোপন কথাটি কয় ওরা।
কায়া-তো লুকাস্, ছায়াটি লুকাতে পারিস্ না যে রে ননীচোরা।

বৃন্দাবন অন্ধকার

নন্দপুরচক্রে বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার,
চলে না চল মলয়ানিল বহিয়া কুলগন্ধভার ।
জলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ ফুটে না বনে কুন্দনীপ,
ছুটে না কলকণ্ঠ-সুধা পাপিয়া-পিক-চন্দনার ।
বৃন্দাবন অন্ধকার ।

ছোয় না ভূগ গোষ্ঠের ধেমু, ব্রজের বনে বাজে না বেণু,
করে না শ্রাম রাধিকা লয়ে সারিকা শুক দ্বন্দ্ব আর ।
পিয়ালকুল-পরাগ মাখি' আয়ত-তরলারিত-জাঁখি,
হরিণী আজি লেহন করে চরণ সুধাস্রন্দ কার ?
বৃন্দাবন অন্ধকার ।

শিখারি আর মেলিয়া পাখা করে না আলো তনালশাখা
কমলকলি ফুটে না, অলি লুটে না মকরন্দ তার ।
রুচে না কারো নবনীসর, হেলায় লুটে অবনী'পর
করে না দাঁধমহু বধু নাচায়ে চারু চন্দ্রহার ।
বৃন্দাবন অন্ধকার ।

কেনিল কেলি সলিলে নাহি তটিনী অংগ ছুটে না গাহি
পাটনী কাঁদি তরণী বাধি, করেছে থেয়াবন্ধ তার ।
নৃপুর-হার-হারানো ছলে গোপীরা সাঁঝে যমুনাজলে
করে না দেবী আজিকে হেরি হাসিটা শ্রামচন্দ্রমার ।
বৃন্দাবন অন্ধকার ।

আহরণী

বাতাসে স্বসি' বেতসীবন হতাশে মরে হতাশ মন'
রচে না কোলে ঝুলন দোলে মিলন-প্রেমানন্দহার ।
সখারা শোকবিবশ বেশে মূর্ছি পড়ে দিবসশেষে,
গাঁথে না মালা, ভরিয়া ডালা তুলে না ফুল বন্দনার ।
বৃন্দাবন অন্ধকার ।

গোপললনা নায়কহীন শোকশায়কে শায়িতা দীনা,
নয়ননীরে বাজায় বাথা-পাথার ভাঙ-নন্দনার ।
চিংকুমুদী চুলিছে মুদি' থেমেছে গীত কণ্ঠ রুদি'
গোকুল মৃৎপিণ্ড হলো, চলে না হৃৎস্পন্দ আর ।
বৃন্দাবন অন্ধকার ।

উভয়সঙ্কট

সখি এ কেনন ধারা ?
যে জন কাঁদায় সে বিনে গোকুল অকুল পাথারে হারা ।
যে বাঁশী জলায় অস্তুরে
গৃহকাজ হ'তে মন হরে,
গৃহ আঙিনায় মনোবেদনায় যা' শুনিয়া হই সারা,
একদিন যদি সে বাঁশরী নাহি বাজে,
আরো যেন প্রাণ করে আনচান মন নাহি লাগে কাজে ।

যমুনার পথে ঘাটে
কত লাঞ্ছনা করে সেই জনা, সে জানে যে পথে হাঁটে ।
তবু যদি আসাযাওয়া-পথে,
না দেখি তাহারে কোন মতে,
লাঞ্জে শঙ্কায়—বিড়ম্বনায়—পথটি যদি না কাটে,
গৃহে ফিরে যেতে চাই আশে পাশে পিছে,
যমুনায় বাওয়া বার্থ সে দিন জল বহা হয় মিছে ।

দধি সর ক্ষীর ননী
তাহার জ্বালায় রয় না শিকায়, এমনি সে নীলমণি ।
কোন' দিন নাহি হরে যদি,
প'ড়ে থাকে তবে ক্ষীর দধি,
শিশুগণে কেউ দেয় না বাঁটিয়া তার বিষম গণি ।
দিনের অন্ন সেদিন কারো না রুচে,
প্রভাতের সেই মনের বেদনা সারা দিনে নাহি ঘুচে ।

হোলীর দিনেও ভয়,
তাহার নিলাজ রঙের খেলায় ইজ্জত নাহি রয় ।
তবুগো সেদিন কোন্ নারী
ফেলি রঙভরা পিচকারী,
গৃহকোণে রহি গুমরি গুমরি একাকিনী ব্যথা নয় ?
কারো গায়ে যদি ফাগ নাহি ছুড়ে কালা,
সারা বরষেও যায়নাক তার সে অবহেলার জ্বালা ।

দুই কুম্ভ

“অসি ও কিরীট ধরি’

মহীর শাসন করেছে কুম্ভ সিংহাসনের’ পরি।”

“মহী কা’রে বলো ? অহির শাসন করেছে তা’ আছে মনে।

সিংহাসনেত নহে, তবে বটে কালীয়ে’র ফণাসনে,
দেখিতে ভুলেছ অসি নহে সেটা, বাশী বটে প্রাণচোরা,
কিরীট বলিবে বলোগে’ তোমরা, শিখিচুড়া কই মোরা।”

“রক্ত-প্রবাহ নান্নে

শিশুপাল সহ বুকিলেন তিনি বীরকেশবীর সাজে।”

“সেটা একরূপ যুদ্ধ বই কি ?—রক্ত নয়ত, রঙ !
হোলীর দিনে সে পিচ্কারী খেলা ? বুদ্ধেরি মত চণ্ড !
শিশুপাল নহে পশুপাল বলো—গোপালগণের সহ
বীর-কেশবের ফাগ-কুঙ্কুম—কেলি-রণ তাহে কহ।”

“কুরুক্ষেত্র’ পরি

ধর্মেরে জয়ী করিতে রথের রশ্মি ধরেন হরি।”

“রথের রশ্মি কোথা পোলে ? তবে তরীর কর্ণ বটে,
নশ্বের লাগি বাহিলেন তরী যমুনার তটে তটে।
কুরুক্ষেত্র,—সে কেমন কথা ? মথুরার পার-বাটে,
পার হ’য়ে যেত গোপ-গোপী যত দুধ বেচিবারে হাটে।”

“বিজয়-রক্ত-কেতু

“রথের উপর গাহিলেন গীতা ভূভার-হরণ হেতু।”

রথ নয় সে ত ঝুলন-দোলায়, গীতা নয় সে ত,—গীত।

পতাকার কথা বলিতেছ বাহা, রক্ত নহেত,—পীত।

‘ভূ-ভার-হরণ’ ? আজ্জুবী কথা পেলে তুমি কোন্ খানে ?

গোপীজন-মনোহরণের লাগি’ গাহিলেন বেণু-তানে।”

চিরবন্দী

চিরবন্দী তুমি,

তক্তচিত্ত-কায়াগারে এবে তব নব ব্রজভূমি !

ধরা দিলে একদিন অতর্কিতে পড়ি রস-রূপে,

বন্দী হ’লে বৃন্দাবনে ‘ননীচোরা’ ‘মন’চোরা’-রূপে।

রাখালেরা বাহুডোরে, গোপগণ উদ্ভরীয়-বাসে,

না বশোদা উদ্বৃথলে, গোপীগণ বেণীনাগ-পাশে,

বাধিল কালিন্দীকুঞ্জ, নীপবন,—মাধবী-লতায়।

বন্দী আজো ছন্দে, গন্ধে, নানা বন্ধে, যথায় তথায়।

কপট লম্পট শঠ ! সেই হ’তে নাহি অব্যাহতি,

এত যুগ দণ্ডভোগে আজো তব হলো না স্মৃতি,

অাজিও পলাতে চাও ছলে বলে কৌশল-প্রসাদে,

বাড়ে দণ্ড নব অপরাধে।

সিন্ধুকুলে

নন্দহুলালে খুঁজিতে, সিন্ধু, তোমার বৃন্দাবনে,
এসেছি, বন্ধু দেখাও আমার সুন্দর শ্রামধনে ।
নীলমণি-ধনে বক্ষে ধরিয়া কেমনে লুকাবে হায় ?
তার তনু আভা লেগে তব প্রাণ ভ'রেছে যে নীলিমায় ।
শ্রাম-বিরহের অশ্রু ঝরিয়া মিলে তায় কোটি ধারা,
নীলকালিনী ! সিন্ধুর রূপ ধরিয়াছ সীমাহারা ।

লোকে কয়, —গোঁজ' ব্রজবান্ধবে নগরের মন্দিরে,
সেথা গিয়ে তারে না পেয়ে সিন্ধু এসেছি তোমার তীরে ।
সেথায় হেরিছ বিশাল সৌধ পাষাণ-প্রাচীরে ঘেরা,
রাজকীয় ভোগ বহিতেছে তথা শতশত বাহকেরা ।
বাজে চন্দ্রভি উল্লা সেথায়, পত-পত উড়ে ধ্বজা,
সে-রাজপ্রাসাদে জুটেছে রাজার হাজার হাজার প্রজা ।
রাজ-বৈভবে গুরু গৌরবে সেথা হায় কোথা মোর
প্রাণের গোপাল ব্রজের রাখাল নীলমণি ননীচোর ?
তোমার সদনে এসেছি বন্ধু সন্ধান জানো তুমি ।
অশ্রুপাথর-প্রাবিত গোকুল, তুমি শোক-ব্রজভূমি ।
জানি জানি আমি ; উর্দ্ধি-পাণিতে 'না না' বলা অকারণে,
নিমাই গিয়াছে চুঁড়িতে সে ধন তোমাৰি তমাল-বনে ।
মিছে লুকায়ে না, দেখায়ে না ভয় উত্তাল কল্লোলে,
শ্রামসুন্দর কোথা আছে মোর দাও হে সিন্ধু ব'লে ।

চিত্রকথা

তীর্থের পথে

দূর বেহারের একটি সহরে চৌদ্দ বছর গতে
হেবিলাম তারে বারানসী হ'তে ফিরিয়া আসার পথে ।
পাঁচটি ছেলের জননী হয়েছে স্বচ্ছল সংসারে,
দীর গম্ভীরা আজি মন্তরা মাতৃ-গরিমা ভারে ।
রাণীর মতন করিছে শাসন সতত হাঙ্গামুখী
অতি দুর্বল ছেলেদের শত সহিছে বায়না বুঁকী
দ্বৈগ্ন স্বামীটি কথায় কথায় করে ধমকের ভয়,
শুভঙ্করী সে স্ত্রীবুদ্ধিটির কাছে লভি পরাজয় ।
প্রতিবেশিগণ নানা ভাবে পায় তার কাছে উপকার,
অতিথি ভিখারী বাত্রীর লাগি খোলা আছে তার দ্বার ।
দাসদাসীদের করিছে শাসন, হিসাব লিখিছে ব'সে,
সকলে বাস্তব সদা তটস্থ তার কৃত্রিম রোবে ।
আমিত অবাঁক ! আমাদের সেই দুষ্ট, চপল সোণা,
কেমন ক'রে সে এতবড় হ'য়ে করিছে গিন্নীপণা ।
দেহে মনে সাজে গলার আওয়াজে বদলেছে বিল্কুল,
মাঝখানে একজন্ম তফাৎ,—মেলেনাক এক চুল ।
দেখি চেয়ে চেয়ে বয়স কমায়ে ভাবি তারে ছোট ক'রে,
স্মৃতির সোণারে বড় ক'রে ভাবি—মেলেনাক জোড়ে জোড়ে ।

আহরণী

মনে পড়ে সেই নব কৈশোরে ঘাটে মাঠে মাতামাতি
কাজলা দীঘির পাথারে সাঁতার—বটতলে খেলাপাতী ।
শৈশবে সেই পূজার দালানে আগাডুম—বাঘাডুম,—
আম-বাগানের ঠাণ্ডা ছপুর,—জাম কুড়ানোর ধুম,
পায়রা উড়ানো,—ঘুড়ি কাড়াকাড়ি—কথায় কথায় আড়ি,
রাগ অভিমানে চোখ ভরা বানে ভাব ই যেত আরো বাড়ি ।

মনে জাগে আজি একে একে ক্রমে বাকী সখীগুলি মোর,
সোণার মতন তাদের সবার নয়ত কপাল-জোর ।
পনেরো বছরে শাখা শাড়ী ছেড়ে ফিরে এলো কেউ গায়,
ছুটি ছেলে বেখে ইহলোক থেকে কেউ চলে গেছে হায়,
পল্লী-বুটীরে খেটে খুটে কারো ছবেলা যোটে না ভাত,
বৃদ্ধ রুগ্ন স্বামীর শিয়রে কেউ জাগিতেছে রাত ।
বছর বছর বৃকের বাছাবে বিদায় দিতেছে কেউ,
কাহারো বৃকের পাজরা ভাঙিছে নিতা শোকের চেউ ।
কারো হাতে পাই অশ্রু চুয়ায় ভাইদ্বিতীয়ার ফোঁটা,
কেউবা জায়ের কেউ ননদীর সহিছে ধমক গোঁটা ।
তাহাদের কথা, প্রীতি-স্মৃতি-বাথা মনে জাগে পাশাপাশি,
একটিও সখী স্মৃতে আছে দেখি অশ্রুর ফাকে হাসি ।

রহিত ছ'দিন, চলে ছুই বেলা ভূরিভোজনের পালা,
খোলা মাটি নয়—পাই তার হাতে গাটা মিঠায়েরি থালা ।

তীর্থের পথে

পুতুলের ছেলে নয় ক, তাহার পাঁচ জীবন্ত ছেলে
বাড়ে পিঠে মোর চড়িবার লাগি একে আর দেয় ঠেলে ।
কেউ চড়ে কোলে, কেউ কাঁধে ঝোলে ; বেসামাল হই আমি ।
চিনি না বাদের তাদের কথাই বলে যায় অবিরামই ।
ছোট জীবনের কাহিনী শোনায়—দেখায় কত না বাজী,
নিঃশেষ ক’রে জানায় তাদের বাহাদুরী কারসাজী ।
একটি দিনেই আপন বলিয়া কেমনে চিনিল মোরে,
জানিনা ‘সোণার’ কণায় কোথায় ছিল তারা ঘুমঘোরে ।
মা বলে ওদের, ‘মামারে তাদের ঘুমুতে দিবি না নাকি ?
অমন জলালে যাবে মামা চলে, হিসেব রাখিস্ তা কি ?’

সে কথা কে শোনে ? বাড়ী হ’তে টেনে রাজপথে নিয়ে যায়,
চলে কলরবে, অবথা গরবে সাথীদের পানে চায় ।
ইস্কুল বাওয়া বন্ধ করেছে—মাষ্টারো গেল ফিরে,
নজর বন্দী সজোর বন্দী করি সদা রয় ধিরে ।
পরের চাকরী,—নাচার,—কি করি, এলো বিদায়ের বেলা,
ছেলেদের মুখ শুকাল সহসা, থেমে গেল হাসি খেলা ।
সোণার নয়নও করে ছল ছল,—আমিও পাষণ নই ।
বুদ্ধিমতী সে রাগ করা তার উচিত কেমনে কই ?
বহুদিন হ’তে রুদ্ধ ছিল ত আত্মীয়তার ধারা,
বিবাহের পর হতেই সোণাও হইয়াছে দেশছাড়া ।

আহরণী

পুণ্যের আহরণে এখনো মনের কোণে,
 ছায়ারূপে বিরাজিছে অভিমান দম্ব,
 ছাড়িয়া বিষয়-মায়া সে বুঝি ধরেছে কায়া,
 বাহিরে তাহার রূপ,—মঠ, বেদী, স্তম্ভ ।
 যার ধন সেই পায়, লোকে মোর গুণ গায়,
 তাই শুনি নিশিদিনই, ভাবি তাই সত্য ।
 ব্রজনাথ করে দান, জাগে মোর অভিমান,
 ভবরোগীটির এ যে দারুণ কুপথ্য ।”
 এই ভাবি সব ছাড়ি মন্দির নষ্ট-বাড়ী,
 চলিলেন লালাবাবু বুলি লয়ে স্কন্ধে,
 পথে পথে ব্রজধানে জয় শ্যাম রাধা নানে,
 নাধুকরী করি সদা ফিরেন আনন্দে ।
 ব্রজবাসিগণ তায় সবে পিছু পিছু ধায়,
 লাথপতি ভিখ নাগে ‘বলি রাধাকৃষ্ণ’,
 দীন ভিক্ষুক যারা ছুই পাশে কেঁদে সারা,
 ছ’বারে ভবনগুলি চাহিছে সতৃষ্ণ ।
 ভাণ্ডার খালি ক’রে আনে থালী ডালি ভ’বে
 দিতে রাজভিখারীরে,—ছুটে সবে ত্রস্ত,
 ভিখারী লয় না কিছু বদন করিয়া নীচ,—
 মুষ্টি ভিক্ষা তবে পাতে এক হস্ত ।
 মাস-ছয় গেল চ’লে গুরুর চরণ তলে
 জানালেন লালাবাবু পুন সঙ্কল্প,
 হেসে তারে গুরু ক’ন, “দেবী নাই, সুলগন
 নিকটে এসেছে বাছা,—বাকী আছে অল্প ।”

লালাবাবুর দীক্ষা

লালাবাবু ফিরে যা'ন, ভেবে খুঁজে নাহি পান,
দীক্ষার বাধা কোন্ ঐহিক হ্রদ,
কোথা কোন্ ফুটা দিয়া যায় হায় বাহিরিয়া
সঞ্চয় তাঁর,—কী সে দুখে গো-মৃত্ত ?
সারা পথ আঁখি-জলে তিতাইয়া লাল চলে,
নয়নে নাহিক নিদ—রুচে না ক' অন্ন,
শেঠেদের বাড়ীটার পাশ দিয়ে যেতে তাঁর,
জাগিল সহসা চিতে নব-চৈতন্য ।
সহসা ভাবেন থামি, “কি ধন পেলাম আমি,
কে করিল করাঘাত হৃদয়-মুদগে ?
এই শেঠেদের বাড়ী, রেশারেশি আড়া আড়ি,
চলিয়াছে কতদিন—ইহাদের সঙ্গে,
ব্রত দান থয়রাতে কতই এদের সাথে,
প্রতিযোগিতায় আমি ছিলাম রজোদৃপ্ত,
পুণ্য-পণ্য তরে দর-ডাকাডাকি ক'রে,
বশ-পিপাসারে মোর করিয়াছি তৃপ্ত ।
মনের কুহর মাঝে আজো অভিমান রাজে,
হায়, হায়, অধমের হলো না ক' শিক্ষা,
এ ব্রজের ঘর-দ্বার গেছি আমি বারবার,
পারি নাই এ দুয়ারে নাগিবারে ভিক্ষা ।”
এত ভাবি একেবারে শেঠের তোরণ-দ্বারে,
ইকিলেন লালাবাবু, “রাধে গোবিন্দ ।”
শেঠেদের ঘরে ঘরে সে ধ্বনির সাড়া পড়ে,
ছুটে আসে পরিচর-পরিজনবৃন্দ ।

আহরণী

কাঁদিল গ্রহরী দ্বারী,— কেঁদে উঠে ভাগুরী,—

দেওয়ান কাঁদিয়া চুমে পদবুলিপক্ষে,

শেঠজী ছুটিয়া আসে বাধে তাঁরে বাহপাশে,

নারীরা ফুঁপায়ে কাঁদে ফুকারিয়া শব্দে ।

ভেদি' রোদনের রোল, হরিবোল, হরিবোল,

টলমল সারা বাড়ী প্রেমের তরঙ্গে,

উদ্দাম কীর্তনে তাণ্ডব নর্তনে

প্রেমের গুরু নাম ঘোষিল মৃদঙ্গে ।

শেঠ কয় জুড়ি পাণি “আজি পরাজয় মানি,

ইহলোকে পরলোকে জিতে গেলে বৈরী,

ঝুলিখানি তব কাঁধে ভরা জয় সংবাদে,

সোনা দিয়ে পরাজয় করিয়াছি তৈরী ।”

শেঠ হাঁকে, বার বার “সারা শেঠ-ভাগুর

সাথে দাও বন্ধুর, তবে পাবো তুষ্টি ।”

লালাবাবু ক’ন “ভাই, এ জঠরে ঠাই নাই

এক কটোরারো, চাই শুধু এক মুষ্টি ।”

এক মুঠি প্রেমকণা,— ভিখারী হাজার জনা,

লালাবাবু ফিরে যান, সাথে চলে হর্ষে

সবে হরি হরি বলি, করতাল কুতূহলী,

শেঠকুল-মহিমা ফুল লাজ বর্ষে ।

ফিরে যেতে দ্বারদেশে হেরিলেন, গুরু এসে

কহিলেন, “আজি শেষ হয়েছে পরীক্ষা,

নেচে হরি হরি বলো, যমুনার ঘাটে চলো,

লগ্ন এসেছে লালা, লও আজি দীক্ষা ।”

গজপুরী গিরিসঙ্কটে

আফজলসুত ফজলের আজ জলেছে কোপ,
করিবে আজি সে শিবাজীর সব দর্প লোপ ।

না ধরি তাঁহারে আজি ফিরিবে না,
ঘিরেছে দুর্গ বিজাপুরী সেনা
গিরিশির হতে কুপিত ফজল ছাড়িছে তোপ,
পিতৃবধের প্রতিহিংসার জলেছে কোপ ।

পবন-দুর্গে মারাঠা সিংহ পড়িল ফাঁদে,
রক্ষা যে নাই মারাঠার রাজলক্ষ্মী কান্দে ।

সুড়ঙের পথে পলায় শিবাজী,
চক্রীর কেবা বুঝে কারসাজী ?
মাওয়ালীর গিরি-প্রপাত-ধারায় কে হায় বাধে ?
মারাঠা-সিংহে বিজাপুরী ফেরু ধরিবে ফাঁদে ?

সুড়ঙের মুখে সলাবৎগাঁর সেনা-শিবির,
রুধিবারে পথ এল জোহর হাবশী-বীর ।

কি কথা হইল নয়নে নয়নে
বুঝিল না কেউ থাকিল গোপনে ।
হ'ল তার সেনা নাওয়ালী-স্রোতের দুইটি তীর,
ছুটিল শিবাজী ভেদি বিজাপুরী সেনা-শিবির ।
ছুটিল শিবাজী নিশার আধারে শৈল-বনে,
হাজার খানেক বাছা-বাছা বীর তাহার সনে ।

আহরণী

ফজল যখন পেল এ খবর

তখন বিগত রাত্রি দুপর,

দশগুণ সেনা সাথে লয়ে পিছে ছুটিল বনে,

ছুটেছে শিবাজী পরিচিত পথে শৈল-বনে ।

বন পর্বত দুর্গম পথ আঁধার ঘোর

গজপুর গিরিসঙ্কটে হ'ল রাত্রি ভোর ।

হাস্ত অবশ সবার শরীর

অশ্বের মুখে ফেনিল কধির

হাকিল শিবাজী, “ফেলে দাও জিন লাগামডোর,

বেশী পথ নাই ছুটাও অশ্ব ছুটাও জোর ।”

এখনও বিশাল-দুর্গের পথ দশটি ক্রোশ,

পিছনে ছুটিছে মশালে জ্বলিছে ফজলী রোষ ।

শুনা যায় দূরে সেনাকোলাহল

দিবালোকে হ'বে সকলি বিফল,

“বিশালগড়ের এত কাছে আসি, কি আফশোষ !

এখনো হায় রে পথ সম্মুখে দশটি ক্রোশ ।

হেথা গজপুরী-সর্দার এসে কহিল—“প্রভু,

প্রাণ দিবে দাস তোমারে ধরিতে দিবে না তবু ।”

ভয় কি, এদেহে থাকিতে পরাণ

ফজলের সেনা হবে আশ্রয়ান ?

প্রভুর কার্য সাধিতে মাওয়ালি পিছ-পা কভু ?”

হাতজোড় করি কহিল তখন বাজী-প্রভু ।

গজপুরী গিরিসঙ্কটে

বুকে ধরি তায় কহিল শিবাজী,—তোমার ঋণ,

অপরিশোধ্য । শোধ হ'তে পারে শুধু সেদিন

যেদিন এ ব্রত হইবে পূর্ণ

অরাতি দর্প করিয়া চূর্ণ

এ দেশ আবার স্বীয় গোরবে হবে স্বাধীন,

চলিত বন্ধ বুকে ধরি তব শোণিত-ঋণ ।”

ছুটিল শিবাজী আবার নূতন অশ্বে উঠি,

ডঙ্কা শুনিয়া গজপুরী প্রজা আসিল ছুটি ।

বাজী-প্রভুর লঙ্কর যত

সে আর কতই ? হবে পাঁচশত !

গিরি-সঙ্কটে পরাণ সঁপিতে পড়িল জুটি ।

শপথ করিয়া গজপুরী বীর বাধিল ঝুঁটি ।

হাঁকে সর্দার, “চল বীরগণ সমরে সাজি,

ভবানী-দেবীর পুত্রের তরে মরিব আজি ।

বৈরী-দর্প করিয়া চূর্ণ

মোদের আশা যে করিবে পূর্ণ,

তাহার লাগিয়া সঁপিব জীবন,—জয় শিবাজী ।

গর্জিয়া চল গিরি-সঙ্কটে মরিতে আজি ।”

হাঁকে সর্দার, “বিজাপুরী সেনা ক্ষণেক রহ,

শিবাজীরে চাও ? আগে আমাদের জীবন লহ ।

তোমাদের পথ করিতে পিছল

রুধির ঢালিবে গজপুরী দল ।”

আহরণী

গিরি-সঙ্কটে বাধিল সমর—শঙ্কাবহ
হাঁকে সর্দার—‘বিজাপুরী সেনা ক্ষণেক রহ ।’

বৃথাই করিল ফজল মারাঠা কেল্লা ফতে,
বিজাপুরী সেনা বৃথাই বিশাল এ গিরিপথে ।

দুই-দুই জন যেমন আগায়
মরে গজপুরী বর্ষার ঘায়,
দুর্গম পথ আরো দুর্গম আহত হতে,
দশ সহস্রে রোধিল কেবল পঞ্চশতে ।

পঞ্চশতের দুইশত আছে, মরেছে বাকী
সর্দার হাতে বক্ষের ক্ষত রেখেছে ঢাকি,

নয়নে জাগিছে স্বর্গের রথ,
“এখনও ফজলে ছাড়িও না পথ,

এখনও শুনি নি তোপের শব্দ,”—কহিল হাকি,
বিশাল গড়ের দিকে কান খাড়া করিয়া রাখি’ ।

দুপুরে হইল তোপের শব্দ কর্ণগত,
সর্দার শুনি মুক্ত করিল বৃক্ষের ক্ষত ।

হাঁকিল, “আর কি, পলাও এবার,
সময় হয়েছে বিদায় নেবার ।”

দলি তার দেহ ছুটে এল বিজাপুরীরা যত ।
শিবাজী তখন বিশাল-দুর্গে বিরামরত ।

নন্দ-কল্যাণী

ছয়টি বছর অতীত হইল কুমার গিয়াছে চলি' ।
কপিলাবস্ত্র-প্রাসাদে সেই যে নিভিয়াছে দীপাবলী
আজো জ্বলে নাই, পুরী-মাঝে আজো উঠিতেছে হাহাকার,
একটি একটি করি পুরবাসী গেরুয়া করিছে সার ।
প্রাসাদ-কারায় করে ছটফট নৃপতি শুদ্ধোদন,
বীরে বীরে দৃক্শক্তি গলায়ে বুঝে তাঁর দু'নয়ন ।

“জীবনের দিন শেষ হ'য়ে আসে, ক্ষোভ নাই, সে ত ভালো
এখনো নয়নে যায় নি ঘুচিয়া তপনের ক্ষীণ আলো ।
এই আলোটুকু থাকিতে থাকিতে একবার এসো ফিরে,
শেষ-দেখা দেখে মুদি এ নয়ন রোহিণী নদীর তীরে ।”—
কেঁদে কেঁদে কয় জীর্ণ নৃপতি । মন্ত্রীরা কয়, “প্রভু,
আপনার মত এমন ভাগ্য কাহারো হয় না কভু !
সম্বোধি লাভি কুমার মোদের আজিকে বিশ্বত্রাতা,
পীড়া-জরা-ব্যথা-মরণ-সাগরে জীবে আশ্রয়-দাতা ।
বিশ্ব-ভগতে আলো করে দান শাক্য-কুলের রবি,
শাস্ত করুন চিত্ত, রাজন্ এই সান্ত্বনা লাভি' ।”

কুমারে পত্নী লিখিয়া জানায় মন্ত্রীরা বারবার,
“তোমা'রে না হেরে জনক তোমার করিতেছে হাহাকার ।
দেশে দেশে কত বিলা'লে কুমার, অমৃতমস্ত্র তুমি
কোন্ অপরাধে অপরাধী এই ব্যথিত জনম-ভূমি ?”

আহরণী

পত্নী বহিয়া চলেছে কতই দূতের উপরে দূত—
বৃথা পথ চাওয়া, কেহ ফিরে নাক। অপরূপ অদ্ভুত !

কুমার নন্দ গর্বে কহিল, “শুনে মোর হাসি যায়,
যত নির্বোধে দোতো পাঠাও ছ’কথায় ভুলে যায়।
হয় ত সেখানে ভূরি-ভোজ মিলে, শ্রম-ক্লেশ কিছু নাই,
নিঃস্ব লুকু দূতেরা তোমার ফিরিয়া আসে না তাই।
দেখি একবার আমি নিজে গিয়ে, আনিবই নিশ্চয়,
দাদারে সঙ্গে যদি নাহি আনি—নন্দই নাম নয়।
আমি আকণ্ঠ সন্তোষ লাগি উন্মুখ দিবা-যামী—
এ রাজ-কুলের সব সম্পদ ভূজিতে চাই আমি
আমারে ভুলানো নয়ক সহজ। সে মুঢ় মুড়া’ক মাথা
ভোগের শক্তি লুপ্ত যাহার—আর বার সার কাঁথা।”

অশ্ব-পৃষ্ঠে চড়িল নন্দ দৃপ্ত বীরের বেশে,
জননী বলিল, “হাঁ বৎস, আর দূত মিলিল না দেশে ?
সপ্তাহ পরে বিবাহ যে তোর, প্রস্তুত আয়োজন,
বহুকাল পরে উৎসব পুরে,—এ কি এ অলক্ষণ—
এ কি বাবা তোর দুর্শ্রুতি হলো ? কি জানি কপালে আছে।
অজ্ঞাত ভয়ে বুক কাঁপে মোর—ডান চোকে মোর নাচে।”
“মা তুমি ক্ষেপেছ ?”—কহিল নন্দ হাসিয়া উচ্চ রবে,
“দেখিলে আমার সংসার-সুখে উদাসী বিরাগী কবে ?
শৈশব হ’তে করুণা-কাতর তিনি গিয়াছেন ব’লে,
আমি নিষ্ঠুর ক্ষত্রিয় শূর সব ফেলে যাব চ’লে ?

বিবাহ, বেশ ত ! বিবাহোৎসবে দাদাও র'বেন পুরে—
তা হ'তে ভাগ্য কি আছে আমার ? শীঘ্র আসিব ঘুরে ।”

চলিল নন্দ অশ্বারোহণে গোর মার্গ ছাড়ি,
পুরপ্রান্তের উপবন হ'তে বাহিরিল তাড়াতাড়ি
তরুণী ললনা কুসুম-ভূষণা রূপে আলোকিয়া দিক ।
চাহিল নন্দ অশ্ব থামায়ে তার পানে অনিমিত্ত ।
কহিল রমণী “এক্ষণি ফের, কোথায় চলেছ নাথ ?
আজ বাদে কাল তোমার সঙ্গে বাপিব বাসর-রাত ।
শাক্যসিংহ ঐন্দ্রজালিক, কি বাহুমন্ত্র জানে
যারা যায় সেথা কেহ নাহি ফেরে র'য়ে যায় সেইখানে ।
জীবনে আমার কত সাধ, প্রভু !—তবু যেতে চাও যদি
বাও তবে নাথ, শাপিত রূপাণে এ নারী-জীবন বধি ।”
হো-হো ক'রে হেসে কহিল নন্দ, “তুমিও পাগল হ'লে,
শাস্ত্রের দুটা মামুলী বুলিতে পাহাড় যাইবে ট'লে ?
যেখানেই যা'ন শুনি তাঁর কাছে জুটিতেছে সারা দেশ,
সবাই তারা কি হতেছে ভিক্ষু মুড়ায়ে মাথার কেশ ?
নব-যৌবন, হৃদয়ে লালসা, ভোগ-সাধ মনে পুরো,
বিশেষ করিয়া তোমারে ছাড়িব ? নইক এমন মূঢ় ।
দাও চুম্বন, পাথের আমার । তোমার হাতের কুঁড়ি
শুকাবার আগে, কুমারে লইয়া আসিব অরায় ঘুরি ।”

ছুটিল অশ্ব দূর প্রান্তরে কশার আঘাত পেয়ে,
যত দূর তার দৃষ্টি চলিল তরুণী রহিল চেয়ে ।

আহরণী

গত দুই মাস,—কুমার নন্দ ধরেছে ভিক্ষু-বেশ
পরনে গেরুয়া, মুড়িয়ে ফেলেছে চিকন চাঁচর কেশ ।
উরুবিষের বিহার-কক্ষে কুশ-শয্যার' পরে
বিষম দ্বন্দ্ব সন্দেহ-দোলে শুধু হায় হায় করে ।
গভীর রাত্রে স্নরে প্রেমসীরে স্নরে বত ভোগসুখ,
নিজ বেশ পানে যত চায় তত ফেটে যায় তার বুক ।
প্রেম-শুক তার ছটফট করে পিঁজরে চঞ্চু হানি—
চীর-গেরুয়ার বন্ধনে ভোগ-লালসার কাংরানি ।
প্রভাত হইতে প্রভুর শ্রীমুখে ধর্ম্য-দেশনা শোনে,
প্রভুর আখির হতাশনে 'মার' ন'রে রয় তার মনে ।
পুন নিশীথের নির্জজন গৃহে গর্জিরা উঠে 'মার'—
বাসনা-দহন শত রসনার ক'রে উঠে হাহাকার ।

* * * * *

ছয় মাস গত । নন্দে ডাকিয়া কহিলেন তথাগত,
“কপিলাবস্ত্র ফিরে যাবে না ক ? আসে দৃত শত শত ।”
নন্দ কুহিল, “হে জীবনগুরু, বুঝি না তোমার খেলা
কোনো অপরাধ করেছি কি পায় ? কেন এত অবহেলা ?
যে ধন পেয়েছি, মহাসত্যের পেয়েছি যে সন্ধান,
তার কাছে হেয় তুচ্ছ রাজা গৃহ-সুখ-ধনমান ।
আজি মনে হয় শিশুর খেলানা নিয়ে ভুলেছিছু হায়,
পারিজাত-মধু যে পেয়েছে সে কি ক্ষতরস ফিরে চায় ?
শাক্য-নগরে ফিরে যেতে হবে তবু মোরে একবার—
মোচন করিতে এক ঋণভার—পালিতে অঙ্গীকার !”

* * * * *

নন্দ-কল্যাণী

কপিলাবস্তু নগরে নন্দ আবার এসেছে ফিরে
বটতরু-তলে পেতেছে আসন রোহিণী-নদীর তীরে ।
পুরবাসিগণ দলে দলে এসে ব'সে রয় জুড়ি' পাণি,
কহেন নন্দ-ভিক্ষু তাদেরে নবধর্মের বাণী ।

হোথা গৃহ-কোণে রহি কল্যাণী লুটায় লুটায় কাঁদে,
কচে না অন্ন, চোখে নাই ঘুম, কেশ-পাশ নাহি বাঁধে ।
হাতের কুঁড়িট গুঁড়া হয়ে গেছে শুকায়ে এখন ধূলি—
আশার বৃন্তে হৃদয়-কুঁড়িও শুকায়ে পড়েছে ঢুলি ?
একবার ভাবে 'এই কি ধর্ম ?' গিয়ে কয় নির্দরে,—
অভিমান এসে বাধা দেয় তারে গুমরে হৃদয় জুড়ে' ।

দুই মাস গেল এমনি করিয়া বাই-কি-না-বাই করি'—
হায় নুচা নারী,—পুষিবে ও তেজ আর কত দিন ধরি ?
শেষ কথা শেষে কহিতে দয়িতে বাহিরিল কল্যাণী,
সহচরীগণ ভূষিল অঙ্গ নানা বেশভূষা আনি' ।
বহুদিন পরে বাঁধিল কবরী ভূষিয়া কুসুমদামে,
নয়নে কাজল, চরণে লাক্ষা কটিতে বাঁধিল কামে ।
প্রতি অঙ্গের সুষমা ফুটায় সঞ্চারি' পরিমল,
সারা দেহ জুড়ি তপোভঙ্গের ঘটা করে কোলাহল ।
ক্ষণিক বিজলী হাশিল অঙ্গে বেদনার আঁধিয়ারে,
বিষ-শবাহত ময়ূরী চলিল মৃত্যুর অভিসারে ।
সহচরী-সাথে কল্যাণী ধীরে ভুবনমোহিনী বেশে,
নন্দের পায়ে করেন প্রণাম রোহিণীর কূলে এসে ।

আহরণী

“আম্নন ভদ্রে, কলাগ হো’ক”,—বলিয়া তাপস স্তম্ভী
পুন দশশীল-ব্যাখ্যানে মন দিলেন নয়ন মুদি’ ।
দণ্ডের পর দণ্ড বিগত,—ভিক্ষু নির্বিকার !
শুনিতে লাগিল জনতা শ্রীমুখে মৈত্রী তবসার—
কহিল রমণী—“এসেছি হে প্রভু, পাই যদি নির্জ্ঞন
ছুটি কথা শুধু ব’লে যাব আমি প্রাণের আকিঞ্চন ।”
কহিল নন্দ “ভিক্ষু-জনের গোপন প্রকট নাই,
জনতায় যাহা নহে শ্রোতব্য শুনিতে তাহা না চাই ।”
তত্ ক’রে কেঁদে উঠিল রমণী ভূতলে পড়িল লুটি ।
শৃঙ্খের ধ্যানে বীরাসনে সাধু মুদিলেন আঁখি দুটি ।
বলিল রমণী, “ওগো সন্ন্যাসী, কি হবে আমার গতি ?”—
কহিল ভিক্ষু,—“বলিবেন তাহা মাতা মহাপ্রজাবতী—
তার ভিক্ষুণী-বিহারে গেলেই জানিতে পারিবে সবি,—
কপসম্পদ-মোহ দূর হবে উপসম্পদা লভি’ ।”

* * * *

ব্রত সমাপ্ত । অঙ্গীকারের ঋণ-পরিশোধ সারি’
পরদিন প্রাতে চলিল নন্দ কপিলাবস্ত্র ছাড়ি ।
পিছে চলে কে ও মুণ্ডিত শিরে যৌবন ঝাঁপি চীরে ?
মেঘময়ী উষা অরুণের পিছে চলিয়াছে ধীরে ধীরে ।

অশ্রুতরল পুরীর কণ্ঠ জয়তরঙ্গময় ।

“ধন্য ধন্য শাক্য-বংশ, শাক্যসিংহ জয় ।”

নারীর শক্তি

সূর্যাসিংহ বজ্রভীষণ করে রোমানল বরমণ,

গুম্ফ ফুলায়ে সিংহ-নির্নাদে করে ঘন ঘন গরজন,—

“প্রতাপগড়ের অবমাননার

শূরসিং, তুমি কর প্রতিকার

শিরোহীর পানে চালাও তোমার দুর্জয় বীর সেনাগণ !”

গর্জন করে সূর্যাসিংহ—“কর রে তুর্ঘা নির্নাদন ।”

রাঠোর-বংশে কজা সঁপিতে চাহে না যে তার অভিমান,

পদাঘাতে কর চূর্ণ তূর্ণ—নাই নাই তার নাই ত্রাণ ।

বাহিয়া আনিবে শিরোহী-পতিরে

এ রাজ-পাছুকা বহাব সে শিরে,

শিরোহীর শিরে বজ্র হানিতে সত্বর কর অভিধান,

বর দান যেন করেনি গ্রহণ, করুক সে মৃত করদান ।

শূর সেনাপতি শূরসিং চলে সাথে তার শত শত যোদ,

কেতনে তাহার লালে-লাল হ’য়ে পতপত করে রাজক্ৰোধ ।

কালবৈশাখী ঝড়ের ধুলায়

লুটাতে বুঝি বা স্নেহের কুলায়

বাজায় দগড় নাকাড়া, করিল নগরদুর্গ অবরোধ ।

শত শত অসি-ফলক ঝলকি গর্জিল “চাই প্রতিশোধ ।”

মেঘের মতন ছাইল গগন ঝকঝকি’ খোলা তরবার,

হেঁচা-বৃহৎ-মস্তুর মাঝে কুধির করিল খরধার ।

আহরণী

যুক্তিতে লাগিল ভদ্র ইতর,
পুরমহিলারা গড়ের ভিতর
নিল আশ্রয় । শিরোহীর সেনা হঠে' হঠে' গেল বার বার ।
শোণিত-সাগরে দ্বীপসম পুরী—চারিদিকে উঠে হাহাকার ।

* * *

ধেমে গেছে বণ, চলে লুপ্তন, সন্ধ্যোবিজয়কৌতুকে,
কত্না মিলেনি প্রতাপগড়ের রাজকোষ ভরে যৌতুকে ।
অৰ্জুন সিং দুর্গে বন্দী
বিজয়ীর সাথে মাগিল সন্ধি,
অপিতে রাজী যুবরাজ-করে স্নেহের ছলানী সবযুকে,
নির্জিত হয়ে হৃদ্য-চরণে নার্জনা চায় দূত-মুখে ।

শূর শূরসিং অবিচল আজি অম্লরের মত নিষ্ঠুর,
সকল ভিক্ষা সব আবেদন তর্জিয়া দেয় করি দূর ।
'পুরবুদ্ধেরা পায়ে পড়ি' কঁাদি'
মুক্তির লাগি করে সাধাসাধি,
গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ আদি শিরোহীর যত বাথাতুর,
প্রাণ বিপন্ন করি কৃপা মাগে ;—অচল অটল তবু শূর ।

শিরোহীমহিষী মায়াবতী শেষে এলেন শিবিরে ঘোর রাতে,
পুরমহিলারা শত শিবিকায় সন্তানবুকে এলো সাথে ।

রাণী ক'ন “শূর, মা আমি তোমার,
ভগিনীরা তব করে দরবার,

নারীর শক্তি

বার তুমি, রাখ নারী-মর্যাদা ।” জল ঝরে তাঁর আঁখিপাতে ।

প্রণমি চরণে কহে শূরসিং, “উত্তর দিব কালি প্রাতে ।”

প্রভাতে উঠিয়া হাঁকে শূরসিং,—“গুটাও শিবির, চল’ ফিরে,

বরষাত্রায় মিত্রের বেশে আবার ভেটিব শিরোহীরে ।”

কহে যোধনল, “হায় সেনাপতি,

এ কথা কি শুনি ? একি দুর্ভাগ্য ?

মরণ-দণ্ড অনিবার্য যে ছেড়ে গেলে রাজবন্দীরে !”—

শূরসিং কয়, “জানি তা বন্ধ, ভেবেই ব’লেছি চল ফিরে ।”

*

*

*

সূর্যাসিংহ রোষে জঙ্কারে, সভাভরা ছলছল চোখ,

নিগড়বদ্ধ শূর তথা শুধু শুষ্ক নয়ন অপলক ।

রাজা কয়, “তুমি হীন নিজ্জীব,

নারীর কাঁদনে ভুলিয়াছ, ক্লীব,

মৃত্যুদণ্ড তোমারে দিলাম ।” শূর কয়, “জানি, তাই হোক ।”

দুকারিয়া কেঁদে উঠে যুবরাজ,—সভাজন সবে করে শোক ।

আবার বসেছে বিচারসভাটি, এবার মশান-চত্বরে ।

সূর্যাসিংহ ক’ন “শূরসিং, লভিয়াছ ক্ষমা যাও ঘরে ।

আর কোনদিন নারীর বচনে

বিচলিত যেন হ’য়েনা জীবনে,

মহিষী দেছেন জীবনভিক্ষা, ঘটক-বিদায়ও এর পরে

দিবেন শাস্ত্র ।”—শূরসিংহের চোখে হতাশন নিঃসরে ।

কীর্তদাস

বোণ্‌দাদ পথে করেন ভ্রমণ লোকমান পণ্ডিত,
 জীর্ণ-বসন শীর্ণশরীর কদাকার কুৎসিত ।
 নিজ পলাতক কীর্তদাসদ্রমে একজন নাগরিক,
 গৃহে লয়ে এসে তাঁহারে গ্রহণ করিল অত্যধিক,
 সপ্তাহ ধরি' বন্দী রাখিল অন্ধকূপের মাঝে,
 অবশেষে তাঁরে নিয়োজিল নিজ গৃহনির্মাণ কাজে ।
 রোদে পুড়ে, শীতে জমে', জলে ভিজে অবিরত দিনরাত,
 খাটিতে লাগিল সুদী লোকমান করিয়া শরীরপাত
 আসল নফর ফিরিল, এদিকে আসিল বছরও ঘুরে,—
 তাহারে হেরিয়া গৃহস্বামীর ভ্রাস্তি বাইল দূরে ।
 লজ্জিত হ'য়ে জোড় হাতে কয় নাগরিক সদাগর,
 “ক্ষমা কর মোরে, কে'তুমি অতিথি, কোথায় তোমার বর ?”
 লোকমান কয়, “ওগো নির্দয়, মিছে চাও আজি ক্ষমা,
 গোটা বছরের লাঞ্ছনা ঢের পিঠে হয়ে আছে জমা ।
 মম শ্রমজল হয়নি বিকল, বছরটি গেল কেটে'
 বহু জ্ঞান আমি লভিয়াছি স্বামী, তোমার দুয়ারে খেটে ।
 বুঝেছি সত্য,—কীর্তদাসই কত যত্নসাময়,
 মানুষ্যের হাতে হয় রে মানুষ কত লাঞ্ছনা সহ !
 এ জ্ঞানের ভাগ, কিছু লও তুমি, হ'য়োনাক নিশ্চয়,
 পলাতক দাসে দাও স্বাধীনতা, অন্ততঃ তাঁরে ক্ষম' ।
 গৃহে ফিরে মম কীর্তদাসগণে মুক্ত করিব আমি,
 বোণ্‌দাদে এসে যে জ্ঞান লভিলু সব হ'তে তাহা দামী ।”

অপূর্ব প্রতিহিংসা

“পুত্র তোমার হত্যাকারীরে পাইনিক আজো টুঁড়ে,
আকশোস্ তাই জ্বলিছে সদাই তামাম কলিজা জুড়ে’ ।
তার তাজা খুনে ওজু করে আজো নামাজ করিনি তাই,
আত্মা তোমার ঘুরিছে ধরায়, স্বর্গে পায়নি ঠাই ।
বাঁচিয়া থাকার কথা নয় আর তোমাতে হারায়ে, বাপ,
কেবল তোমার মুক্তির লাগি মই দুনিয়ার তাপ ।”
বলিতে বলিতে রুমালে অশ্রু মুছিলেন ইউসুফ,
হেন কালে এক ঘটনা ঘটিল অদ্ভুত, অপরূপ !

শশকের মত দ্রুত ব্যস্ত পলাতক এক ছুটে’
থর থর ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে চরণে পড়িল লুটে’
কহিল,—“জনাব, রক্ষা করুন, দুঃস্বপ্ন পিছে ধায় ।
দিন্ দয়া ক’রে আপনার ঘরে আশ্রয় অভাগায় ।”
ইউসুফ ক’ন,—“আল্লার ঘর, মোর ঘর কেন কহ ?
অজানা অতিথি, নির্ভয়ে তুমি তাঁর ইদ্গাতে রহ !”

বহুদিন পরে ঘুমাল অতিথি মথমলী বিছানায়,
হেন দামী খানা বহুকাল তার জুটেনিক রসনায় ।

“সুখস্বপ্নেরে জাগাইয়া কন শেষ রাতে ইউসুফ,
অজানা অতিথি পলাও এবার দুনিয়া এখনো চুপ ।

আহরলী

লও টাকাকড়ি ছদ্মি়নের খানা আর লও তরবারি,
আশ্খানা হ'তে ঘোড়া বেছে নিয়ে চলে যাও তাড়াতাড়ি”
নড়িতে চাহে না মুসাফির, বলে,—“বাঁচিতে চাই না আর
জীবন আমার সঁপিলাম, পীর, শ্রীচরণে আপনার ।
ইব্রাহিমের গুপ্ত ঘাতক আমি ছাড়া কেউ নয় ।
ঐ অসিখানা এ বুকে হাছুন,—ইমানের হোক জয় ।

সত্যদেবতা জাগিলেন ফন্মাসুন্দর আঁখিতলে,
মরণের ভয় করি পরাজয় হৃদয়-পদ্ম-দলে ।
বৃদ্ধের আঁখি বজ্রের মত সহসা উঠিল জলি’
বজ্রদীর্ঘ মেঘের মতনই অশ্রুতে গেল গলি’ ।
বলিল বৃদ্ধ—“এত দিনে, এলি এতকাল খুজিলাম,
নিজে এসে হাতে ধরা দিলি আজ । ঘাতক, কি তোর নাম ?
থাক,—নামে আর কি কাজ আমার—মাফ করিলাম তোরে,
সব-সেরা ঘোড়া দিলাম, এখনি পালা তার পিঠে চড়ে’ ।
পাঁচগুণ টাকা নিয়ে যা সঙ্গে—চলে যা’ সুদূর দেশে
মানুষের মন বড় দুর্বল, কাজ কি এদিকে এসে ?”

তারপর চেয়ে আশ্মান্ পানে বৃদ্ধ কহিল—“বাপ !
শত্রুরে তোর কৃপাণের তলে পেয়েও করিলু মাফ ।
এতদিন পরে তোর হত্যার লইলাম প্রতিশোধ,
খুনের তুষায় আর করিব না স্বর্গের পথরোধ ।”

সঙ্গীতের প্রভাব

কবি গাহে গান সারাদিনমান নৃপতির সভাতলে
অলস উদাসী শ্রোতৃবৃন্দ আনন্দে ‘বা-হা’ বলে ।
তোষামোদ-রণে কে পারে জিনিতে সভাজন ভাবে তাই,
বিষয়ের বিবে বিভোর রাজার সুধার তৃষ্ণা নাই ।
গাহিতে গাহিতে থেমে যায় কবি রাজা কহে “গাও গাও,
“আমার কৰ্ম্ম আমি করি, তুমি নিজ কাজ করে যাও ।”
অপমান-শেল বিঁধিয়াছে বুকে, সহিতে না পারি ঘৃণা
কবি সভা হতে বিদায় লইল স্নেহে তুলিল বীণা ।

কবি গাহে গান পুলকিত প্রাণ দূরে বকুলের তলে
কুণ্ডলবিহীন অবোধ কণ্ঠে মাধুরীর ধারা গলে ।
শুনে পশুপাখী শুনে লতাশাখী আজিকে কবির গান,
রাজ-প্রাসাদের বাতায়নে শুনে দুটী সুন্দর কাণ ।
তন্ত্রী সাথে বাতায়নপথে মঞ্জীর রিণিঝিনি
তালে তালে বাজে হর্ষের নাখে কঙ্কণ কিঙ্কণী ।
দুটি পাণি যেন ইঙ্গিত করে, “কাছে এস কবিবর,
তব সঙ্গীতনীরে দিবে ঝাঁপ তৃষ্ণাহত অন্তর ।

কবি গান গায় মধু সন্ধ্যায় চাপা কণ্ঠের স্বরে,
অন্তঃপুর উপবন নাখে সরসী-সোপান পরে,
অনিমিত্ত আঁখে মীন ঝাঁকে ঝাঁকে সোপানের পরে লুটে,
পালিত ময়ূর হরিণ শিশুরা চারি পাশে তার জুটে ।

আহরণী

বিহগ সেখানে কি গান গাহিবে মুখর যেখানে গুণী,
কুঞ্জের মাঝে ঝিল্লীপুঞ্জ নীরব হয়েছে শুনি' ।
শুনে রাজবালা—কুঞ্জশালায় আধ আঁখিপুট খুলি'
কপোলপদ্ম বাহর মৃণালে ভাব-ঘোরে পড়ে ঢুলি' ।

কবি গাহে আজ বধ্যের সাজ জন্মদ করে দান,
নৃপতির পায় শেষ নিবেদন, শুনাবে সে শেষ গান ।
নব বিরচিত প্রেমের কাহিনী কবি গাহে প্রাণপণে,
শোণিত-সিক্ত শেষ সঙ্গীত জয়ী হ'য়ে উঠে রণে ।
বিষয়ের বিষে বিকৃতচিত্ত হেলায় শুনেনি গান,
মরুপিপাসিত পাহু আজিকে নিব্বারে করে পান ।
স্বপ্ন-ভঙ্গে জাগিল চিত্ত কল্ললোকের মাঝে,
ছল ছল আঁখি মুগ্ধ নৃপতি বুকে ধরে কবিরাজে ।

কবি গাহে গান খুলি মন প্রাণ বিবাহদানবে বসি,
বিজয়োজ্জ্বল জলদমুক্ত হাসে তার মুখশরী ।
লাজকুণ্ঠিতা আধগুণ্ঠিতা নৃপবালা তার পাশে
ফুলকেলি করে ছল্‌ছলি করি সহচরীগণ হাসে ।
বিবের আংটি হ'য়েছে তাহার আজি সুধামণিময়,
সিন্ধু-মিলনে মুক্ত তটিনী গাছে প্রণয়ের জয় ।
চারি পাশে আজি বিবাহোৎসবে কিন্নরসভা রাজে,
গত-ব্যাধভয় গাহিছে কোকিল আশ্র মুকুল মাঝে ।

সঙ্গীতের প্রভাব

কবি গাহে গান প্রিয়া সহ তার নৃপের প্রসাদ কূটে
নৃতন ছন্দে চারিদিক হতে বন্দনা গান উঠে ।
ভুলি রাজকাজ নৃপ গাহে আজ সিংহাসনের পরে,
বাদী প্রতিবাদী বিচার ভুলিয়া একতানে গান ধরে ।
ভুলি মন্ত্রণা জরায়ুজ্ঞা মন্ত্রীও গাহে ধীরে,
রাণী গাহে গান নবযৌবন এল যেন তার ফিরে ।
তেয়াগিয়া বাঁশী ধরিয়াছে অসি সেনাপতি রণ ভুলি
কোষাধ্যক্ষ গান গেয়ে যায় ভুলে কোষাগার খুলি ।

এবি গাহে গান চারিপাশে তার নাগরিকগণ জুটে
শত্রু মিত্র প্রভুও ভৃত্য একসাথে গেয়ে উঠে ।
গান গেয়ে গেয়ে বিক্রেতা ক্রেতা বেচাকেনা করে হাটে
পয়সা না লয়ে গান গেয়ে নেয়ে পার করে দেয় ঘাটে ।
নাগরীরা গেয়ে করে জলকেলি কূলে হেমভূষা খুলে
গাততন্ময় চোর আজি সে স্বযোগ গিয়াছে ভুলে ।
সকল দ্বন্দ্ব মিলে আনন্দে যেন সব বর-বধু
সব কোলাহল হইল ছন্দ—সব হলাহল মধু ।

রঙ্গ ও ব্যঙ্গ

সিজুবনের সরস্বতী

মনসা সিজুর কুঞ্জে জননি এসেছ কমল-কানন ছাড়ি
মানসী-দেবতা মনসা হয়েছ বীণাটিতে শুধু চিনিতে পারি ।

মরালেরা তব হারায় চরণ,

হারায় পক্ষ ধবলবরণ,

ফণা তুলে ঘুরে তব আশে পাশে লগুড় হাতেও আগাতে নারি ।

কষ্টেই তোনা চিনিতে পারি ।

গুঞ্জন যারা করিত সতত তাহারা এখন করিছে ফৌস,

কণ্ঠে তাদের বত রস ছিল এখন দস্তে হয়েছে রোষ ।

চাঁদ সদাগরে পাইনিক খুঁজি,

হেঁতালের লাঠি তাও নাই পুঁজি,

শ্রীপঞ্চমী কি নাগপঞ্চমী বলিয়া পাজিতে হইল জারি ?

জননি তোমারে চিনিতে নারি ।

‘মণি না ভূষিত’—গ্রহরী তোমার আরো ভয়ানক ত ধারে গণি,

ওঝা না ডাকিয়া সোজা নয় পূজা—সঙ্গে তো নাই গা ডমণি ।

ধুনোর গন্ধে কি জানি কি হয়

পূজিতে যে বাব ? পাই বড় ভয় ।

তই পা আগাই তিন পা পিছাই দূর হতে তাই প্রণাম সারি ।

জননি তোমারে চিনিতে নারি ।

—

গুরু চাই

গুরু চাই, গুরু চাই কোথা গেলে গুরু পাই,
গুরু বিনা ভেউ ভেউ কাঁদে সারা প্রাণটা ।
তরুণীন মরুসম গুরুহীন মন মন,
উসখুস খুড় খুড় করে ডা'ন কানটা ।
পাঠশালা হ'তে শুরু, কলেজেও ছিল গুরু,
ফুটবলে গুরু ছিল 'দত্ত প্রফুল্ল',
প্রিয়তমা যৌবনে, গুরু ছিল গৃহকোণে,
চাকরীতে ছিল গুরু সাদা শিবতুলা ।
আজি মোর গুরু নাই, বুক ঢুক ঢুক তাই,
ভবনদী-খেয়াঘাটে কেমনে বা তরবো ?
এক পা চলিনি কভু, গুরু ছাড়া । কই প্রভু ?
হাত ধরো, কোথা যাই ? কারে গুরু ধরবো ?
কত শত স্থলচর, তরী ছাড়া জলচর,
নবি যে খেয়েছি গোটা গোটা রাম-পক্ষী,
কাসিম মিঞার হাতে, খেয়েছি মেমের পাতে,
গুরু ছাড়া পরকাল কেমনে বা রক্ষি ?
খেয়েছি অনেক ঘুঘু, ভয়ে কাঁপে কুসুমসু,
কারে ঘুঘু দেব আজ পরলোক কিন্তে ।
ঢালিবারে লাল পাণি, কাঁপে ডরে হাতখানি,
কাহার প্রসাদী করি খাব নিশ্চিন্তে ?

আহরণী

শিরে চুল নেই কালো, হজম হয় না ভালো.
কাহিল হয়েছে দেহ পড়ে' গেছে দন্ত,
অর্শে শোণিত ঝরে, বুক ধড়ফড় করে,
কোথা গুরু, কোথা গুরু, হায়রে, হা হস্ত ।
পুরী কাশী কোথা যাবো ? কোথা গেলে গুরু পাবো ?
বেলুড় কি বোলপুর, কোথা গিয়ে খুঁজব ?
আশানে কি মন্দিরে, গঠে, ঘাটে, নদীতীরে
কোথা গিয়ে শ্রীগুরুর শ্রীচরণ পূজবো ?
ত্যাগ মাথা পাকা দাড়ী, কারে ধরি কারে ছাড়ি,
মাপিয়া দেখিব কার জটা কত লম্বা ?
হাঁচিতে, তুলিতে হাই, কিবা জপি ভাবি তাই ।
'জয় রাধে' বলিব কি 'জয় জগদম্বা' !
গুরু মোর পাব যবে জানি না কি হ'তে হবে,
সৌর কি শাক্ত কি বৈরাগী শৈব ।
কার উপদেশামৃত সাহস পাইব চিতে ?
কার কথা গিন্নীরে রাত দিন কৈব ?
আমি এত যাই ব'কে মিথ্যাই ভাবে লোক,
বিশেষতঃ শালাশালী উড়ায় তা হাশ্বে ।
গুরু পেলে বেশ জোরে, সে নামে শপথ ক'রে
চালাব সকলি, নাহি ডরি টীকা ভায়ে ।
তা'ছাড়া ভক্ত ব'লে নাম ডাক নাহি হ'লে,
পসার ধাতির ধ্যাতি কেমনে আকর্ষি ?
লোকে যে দেয় না দেনা, ধারে এটা-ওটা কেনা,
চলে না, সেয়ানা কিনা যত পাড়াপড়সী ।

গুরু চাই

গুরু নিয়ে কারবার আনে কিছু রোজগার,

গুরু-রূপা মূলধন এ বয়সে সার যে ।

গুরুর দোহাই দিলে, সদয় বেহাই মিলে,

অল্প টাকায় মেয়ে হ'য়ে যায় পার যে ।

পারাকে কে সোনা করে, ছাই দিয়ে রোগ হরে,

আঙুল ঘষিয়া বা'র করে নানা গন্ধ ?

করে কেবা ট্রেন রদ, দুধকে কে করে মদ,

কোথা পাব অবধূত অদ্বৈতানন্দ ?

লয়ে পৈতৃক বাড়ী মামলা বেধেছে ভারী,

খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভায়াদের সঙ্গে ।

এ বিপদে গুরু বিনা উপায় ত দেখছি না ।

গুরু গুরু ডাক ছাড়ে প্রাণের মদঙ্গে ।

গুরু চাই, গুরু চাই, চাই বড় গুরু-ভাই,

ডেপুটী, দেওয়ান, জজ, বড় বড় চাকরে ।

ছেলেদের চাকরীর কিছুই হয়নি স্থির,

হিলে লাগাতে হবে তাহাদের পাকড়ে' ।

গুরু-ভাই মিলে আর যদি রাজা জমিদার,

পেট ভরে খেয়ে নিই, চড়ি গাড়ী হস্তী ।

মহাজনে বলি তবে, 'কার সাথে দেখ সবে

দহরম মহরম গলাগলি দোস্তি ।'

বুকে ছলে দিবানিশা গুরু-ভজনের তৃষা,

গুরু ছাড়া ভবভার লঘু কেবা করবে ?

পাদোদক করি পান, পদরজে করি স্নান,

ধরারে দেখিব সরা কবে গুরু-গর্বে ?

রাজাবাহাদুর

রাজা সাহেব এলেন তাঁহার দেখতে জমিদারী,
 পরগণাতে সোর-গোলে তাই ধূম লেগেছে ভারি ।
 নায়েব বাবুর ধূম চোখে নাই ধণ্ড-নিলাদ ছাড়ে,
 পিঠি চাপড়ায় হেসে কারো, কাউকে ধ'রে মারে ।
 মফঃস্বলের গোমস্তারা জুটল সবাই এসে,
 মুখর ক'রে তুলে মাহাল তামাক থেয কেসে ।
 প্রজারা সব আপন আপন গোরুর গাড়ী সহ,
 দু'মাস হ'তে মোতায়েনী করছে অহরহ ।
 কেউ বহিছে জালানী কাঠ, কেউ বহিছে বাঁশ,
 কেউ বহিছে হাতীর দানা, কেউ বা ঘোড়ার ঘাস ।
 ছিল কলার গাছ যা-বত প্রজার বাড়ী-বাড়ী
 চলে এল সবাই তারা চড়ে' মো'ষের গাড়ী ।
 দাঁড়িয়ে গেল রাজা আসার পথের ধারে ধারে,
 নীল রাঙা পীত নিশান ধ'রে দিব্যি সারে সারে ।
 দেবদারু আম নিম গাছে আর থাকল নাক পাতা,
 স্থানে স্থানে মস্ত মস্ত ফটক হলো গাঁথা ।
 এলো বড় জোত্ দারদের ছোট বড় হাতী,
 পথ কাঁপিয়ে চলছে যেন ঐরাবতের নাতি ।
 রইলনাক অশখ-বটের একটি ডালও আর,
 হাতীর শু ডে কাঁটাল গাছের বংশটি সাবাড় ।
 মৎস্য-মশান ব'সে গেল আম-বকুলের ছায়,
 কাক-কুকুরে করলো তুলে শ্মশানভূমি তায় !

রাজাবাহাদুর

ময়রার বয় মোণ্ডা-মিঠাই, কুমোর বহে হাঁড়ী,
গয়লারা সব ছুধ দই বয়, চাষীরা তরকারী ।
ভক্ত প্রজার জীবন্ত ভেট খাসী গাঁটার পাল,
কুলপাতা খায় ভ্যা ভ্যা করে, ঝরায় মুখের লাল ।
রাজা আসেন, রৈ রৈ রব পড়ে গেল গ্রামে,
হাতীর পিঠে ব'সে রাজা ছাতার তলে ঘামে ।
শিঙা বাজে ডঙ্কা বাজে, সানাই বাজে আর,
ঘন ঘন শঙ্খ বাজে, খাপে তলোয়ার ।
করতে বরণ বেশার সব আসল পুতুল সেজে,
গেটের উপর রশানচোকী হুঁপিয়ে উঠে বেজে !
যাত্রাদলের জুড়ীর মত কন্ঠচারীর দল,
পোষাক এঁটে হাঁপিয়ে যেমে ছুটছে অবিরল ।
পা'ক, পেয়াদা, বরকন্দাজ, সিপাহী, চোপদার,
যষ্টি এবং মুষ্টিতে পথ করছে পরিষ্কার ।
পথের দিকে ঝুঁকছে যদি কেউ বা সাহসভরে,
ধাক্কা খেয়ে টক্করে সে পাঁচ পা দূরে পড়ে ।
যাত্রাদলের কংস হ'য়ে অস্ত্রে জরির সাজ,
এলেন রাজা মাথায় শোভে পালখ-দেওরা তাজ ।
দরবারে লাল গদীর পরে লাল চাঁদোরার তলে,
আসীন হলেন গণিকাদের ছলুর কোলাহলে ।
আম্‌লারা সব সাম্‌লা প'রে গরুড় পাখীর মত,
হাঁটু গেড়ে দিলেন নজর বরাদ্দ যার যত ।
জোতদারদের নাম ডাকিল চোপদারেরা হেঁকে,
তাদের পিছে প্রজারা সব আসলো একে একে ।

আহরণী

মহাষ্টমীর ছাগের মত গুড়ি গুড়ি যায়,
হাঁটু গেড়ে নজর রাখে রাজ-হজুরের পায় ।
অর্থে কতই অনাসক্ত রাজা নির্ধিকার,
আঙুল দিয়ে স্পর্শ কেবল করেন বারংবার ।
প্রণামী লন চক্ষু বুজে কন না কোন কথা,
রাজা যেন বোবা কিন্তু জীবন্ত দেবতা ।
হাজার প্রজা কাতার দিয়ে দাঁড়ায় কৃতাজলি,
নাটদেউলে দেখছে যেন আরতি হোম বলি ।
শেষকালেতে নায়েব বাবু কইলেন হেসে হেসে,
“তোমাদের ধন্য হজুর করলেন এবার এসে,
এবার তিনি আসেননিক শুনতে আবেদন,
তোমাদিকে দেখতে শুধু এ শুভাগমন ।
হজুরের এ হাজার কাজে নেইক অবসর,
তোমাদের বা আর্জি তাহা শুনব তুমাস পর ।
রাজ দর্শন পুণ্য পেলে, লাভ হয়েছে ঢের,
এখন সবাই গৃহে ফিরো হুকুম হজুরের ।
আসেনিক যারা তাদের পাঠাও তড়িঘড়ি,
পনের দিন মাত্র আছেন মেহেরবাণী করি ।”
প্রজারা সব চ’লে গেলে নাজিরে কন রাজা,
“কত টাকা নজর হলো, ভালো ক’রে বাজা ।”
নায়েবে কন—“ওহে তোমার ব্যবস্থা কোন্ দেশী,
প্রথম দিনের পক্ষে নজর আদৌ নহে বেশী ।”
নায়েব বলেন “আনছি ধরে পাক পেয়াদা দিয়ে,
সব বেটাকেই আসতে হবে নজর টজর নিয়ে ।”

রাজাবাহাদুর

সন্ধ্যাবেলা আলোকমালা জ্বল ভিতে ছাতে,
দশটী ঘানীর তেল পুড়িল সে দিনের সন্ধ্যাতে ।
শিক্ষানবীশ আমলারা সব মিলে কয়েক জনে,
লাগিয়ে দিল নাট্যাভিনয় কাছারী প্রাঙ্গণে ।
তয়ফা ঢপের আয়োজনও ছিল তাহার পরে,
মেজেজোড়া গালচে-মোড়া খাস-কাছারী ঘরে ।
নাইক ভিড়ের ঠেলাঠেলি, নেইক কোলাহল,
তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সব চাষাভুষোর দল ।
বাজে লোকে ঢুকতে বেন পায়না কোন মতে,
বরকন্দাজ দাড়িয়ে গেল বার দেউড়ির পথে ।

বিশেষতঃ সদর এবং মহকুমার যত,
নিমন্ত্রিত কর্তারা সব হলেন সমাগত ।
অতিথিদের অশ্রুবিধা হয় না কিছু বাতে,
ব্যবস্থা তার ছিল বিশেষ কঠোর পাহারাতে ।

মাথায় ঘাড়ে ব'য়ে যারা আন্সল নানান ভেট,
শুধাও যদি কেমন করে ভরল তাদের পেট ।
অত ছোট কথা রাজা তোলেন নাক কানে,
না খেলে ক্লেশ হয় না বিশেষ নায়েব ভালই জানে ।
হাটবাজারের মুড়কী মুড়ি চিড়ে এবং গুড়ে,
কতক কতক পেটটা তাদের ভরল সৈঁচেকুঁড়ে ।
‘রাজবাড়ীতে খেতে পা’ব’ এই ভরসায় তারা,
সঙ্গে কিছুই আনেনিক ছ’চার আনা ছাড়া ।

আহরণী

এ-কি রাজার কম করুণা দোকান ছিল খোলা,
পয়সা শুদ্ধ ল'ননি কেড়ে ঝেড়ে ঝুলি ঝোলা ।
নদীতে জল ছিল, সবাই ঝাঁজুল ঝাঁজুল খায়,
এ-কি রাজার কম করুণা, তবু না ফুরায় ।
পাট-গুদামের ছাউনীতে আর বটপাকুড়ের তলে,
আটচালাতে প্রজারা সব জুটল দলে,দলে,
কেউ বা শুয়ে কেউ বা ব'সে কেউ বা হ'য়ে কাং,
মশার কামড় খেয়ে সবাই কাটিয়ে দিল রাত ।
মাথার বয়ে রাজদর্শন-পুণ্যদানর বোঝা,
সকাল হ'লে গেল আপন গ্রামের দিকে সোজা ।

* * * *

ক'দিন বাদে দেখি ঢাকার 'সত্যবাদী' পড়ে',
রাজার কথা লিখেছে তায় দুইটি 'কলাম' ভ'রে ।
“অমুক রাজা গেছেন তাঁহার দেখতে জমিদারী,
প্রজাহিতের জন্ত কলি-কাতার আরাম ছাড়ি ।
ঠাকুরবাড়ী, ডাক্তারখানা, পাঠশালা, টোল, স্কুলে,
দেছেন তিন রাতিনত দানসত্র খুলে ।
ঝোপ জঙ্গল পুকুর নদী ক'রে দেছেন সাফ,
শুন্ছি নাকি হাজার বাটেক খাজনা দেছেন মাফ ।
পঞ্চ হাজার প্রজা নিতি খাচ্ছে কাছারীতে,
তুষ্ট তারা হচ্ছে ভোজে নৃত্যে এবং গীতে,
এমন রাজার জন্ত মোরা করছি জয়ধ্বনি,
Knight কিংবা মহারাজা হউন নৃপমানি ।”

বনেদী ঘরের ছেলে

হঠাৎ বাবুরা শুনে রাখ মোরা বনেদী ঘরের ছেলে ।

এখনো কেউটে গোথরোই ধরি, ধরিতে পার না ছেলে ॥

মড়াহাতী তাও শ'লাখ টাকার

কাঁটাটাও ভাল বড় মাছটার

দুঃখ কেবল দু দশ টাকার কর্জ আজি না মেলে ॥

কর্তারা সব ছিলেন, এদেশ আজো নাম শুনে কাঁপে ।

বাঘে বথরীতে এক ঘাটে জল খেত তাঁহাদের দাপে ।

মাহালে বেতেন—বসি হাওদাতে

দুই হাতে টাকা ছড়াতে ছড়াতে

প্রজারে শাসিতে গোটা গায়ে তাঁরা আগুন দিতেন ছেলে ॥

রমণী-রসিক এমনি ছিলেন কোথা লাগে সুলতান,

বাগানে করিত গুলবদনারা সারারাতি গুলতান ।

শহরের সেরা নাচআউলীয়ে

এনে দিতেন না বেতে আর ফিরে

পোকা বাদরীর বিয়েতে তাদের দুলাখ দিতেন ছেলে ॥

উপপল্লীয়ে যে বাড়ী দিতেন চক্ষে দেখনি তাও,

তোমাদের কাছে দৌলতখানা কুকুরের বাড়ীটাও ।

তাঁদের বেহারা চাকরবাকর

পড়িত রেশমী শালের চাদর

দাসীরা পরিত জওসম, খোঁপা বাধিয়া কুলেল তেলে ॥

আহরণী

দুর্গোৎসবে ছিল বড় ঘটা সারাবাড়ী গমগম,
বলির রক্ত নর্দমা দিয়ে বয়ে যেত হরদম।
থাকিত মদের পিপে দেউড়ীতে
যত পারো খাও আসিতে যাইতে।
বাড়ীতে ঢোকাই ছিল যত ঠেলা দেউড়ীর ভিড় ঠেলে।

ঘোড়া চড়ে তাঁরা সরাসর গিয়ে উঠিতেন দোতালায়,
ছিলনাক ভয় খুন করে এসে আশ্রয় নিলে পায়।
প্রতি টিকি পিছু দিয়ে বিশ সিকি
কিনিতেন তাঁরা বামনের টিকি।
সাবাপথ শাল পাতিয়া দিতেন ছোটলাট গৃহে এলে।

পেলা দিতে দিতে তরফাউলীয়ে বন্ধুর বাড়ী আসি
ফিরিতেন দিয়া গরদখানাও পরিয়া 'বন্ধবাসী।'।
যে বেটা তাদের দিত ঘর ঝাঁট,
মোহর কুড়িয়ে সেও আজ লাট।
বকসিস্ পেয়ে ভাগা ফিরিত তাঁহাদের জুতা খেলে ॥

মিছিন ঢাকাই কাপড় ফাটায় হাঁটু ঢুলকাত তারা,
তাদের একটা গুড়গুড়ি দিয়ে কেনা যেত গোটা পাড়া।
যারা সব জুতো ঝাড়িত দুবেলা
তাদের নাতিরা করে আজ হেলা।
তোমানদের মত এম-এ বি-এদের পাঠাতে পারিত জেলে।

আতিথ্য-ধর্ম

অতিথিদের বলির যুগে হে দেশ, আছ বাঁধা,
আতিথ্যটা ধর্ম কি পাপ লাগিয়ে দিলে ধাঁধা।
অতিথি যে ‘গুরুর গুরু’ কয় তব পুরাণ,
মুখের অন্ন বুকের রক্ত তাহারে প্রদান,—
রাজকন্যা, রাজ্য দিয়ে ঋশানে আশ্রয়,—
পুল্ল-বলি ইত্যাদি সব, মিথ্যে কিছুই নয়।
শত্রু-সখা-ধর্ম-জাতি-নির্কিশেষে তাই
দরাজ তোমার দরদালানে অতিথিদের ঠাই।

যুগে যুগে আসল যত লুণ্ঠক-মণ্ডল
মঠদেউলে করলে বরণ, অতিথি-বৎসল !
কোষাগারের হৃদিশ দিলে, রসুই ঘরের চাবি
পরলোকের মোক্ষ-দুয়ার খুলবে তাতেই ভাবি’।
এলো কুশান শক হন গ্রীক ঐ আতিথ্য-লোভে,
ঘর ছেড়ে তায়, ভাবলে না হায়, আপনি কোথায় শোবে।

মরুভূমায় কাতর হয়ে পরে এলেন যারা
তৃষ্ণা-নিবারণে তাঁদের দিলে শোণিতধারা।
বিশেষতঃ ‘গোঘ্ন’ তাঁরা, গোয়াল ছিল ভরা,
শাস্ত্রে মধুপর্কে পশুবধের আছে ছড়া।
কামাখ্যা-মা’র মন্ত্র তোমার সিদ্ধ ছিল বেশ,
কিন্তু বৃক বৃকই র’লেন, হ’লেননাক মেঘ।

আহরণী

এঁরা ছিলেন মানুষ তবু, নিত্য সেবার ফলে,
কালক্রমে ঠাইও পেলে এঁদের চরণ-তলে ।
বহু এলো মড়ক এলো কাল আকালের সনে,
নয়ন-জলের পাখ দিয়ে বস্লে পরাণ-পণে ।
বস্তে তাদের দিলে সবুজ গাল্চেথানা পেতে,
বসা শোওয়ায় লম্বা হলো, চায় না কেহই যেতে ।
নতুন নতুন ব্যাধি এলেন যমের সুপারিশে,
সগোরবে সবার সাথে দিবি গেলেন মিশে ।

তানাক এলেন, সুরা এলেন, নেশায় হ'য়ে বৃন্দ,
নতুন নতুন বিলাস এসে চাহেন বাঘের ছন্দ ।
কেউ বা ঘরে আগুন লাগান, কেউ বা কাসান কেসে,
কেউ বা কেবল বনন করেন ভোজন ক'রে ঠেসে ।
সইলে সবি, নইলে পরে ধর্ম পাবে লোপ,
বেড়ে যাবে ওলাইচণ্ডী শীতলা মা'র কোপ ।

অনেক পীড়াই দেখা দিলেন রীতি-প্রথার বেশে
অসদাচার লোকাচারের রূপে এলেন শেষে,
কেউ বা রাজার পঞ্জা নিয়ে, পঞ্জী নিয়ে কেহ,
কেউ বা ঢেকে গেরুয়াতে কুণ্ডভরা দেহ ।
সংস্কারের ভূত-প্রেতেরা এলো শ্মশান থেকে,
গয়ায় পিণ্ড না দিয়ে তা' ঘরেই দিলে ডেকে ।
পাপেরা সব আসল ক্রমে বন্ধুগণের ডাকে,
কারো মাথায় লম্বা টাঁক, তিলক কারো নাকে,

আতিথ্য-ধর্ম

জালকরা কেউ পুঁথি আনে তৈলবটের লোভে
স্বার্থপরের হাড়ের পাশা কারুর হাতে শোভে ।
কারো আসার নেইক বাধা, নেই ফেরানর রীতি,
অ-তিথি ঠিক কেহই নহেন সবাই চির-তিথি ।

সত্য কেবল ঐকি দিয়েই পলায়ে যান দূরে,
মুক্তি এসে ঠাই না পেয়ে বারবারই যায় ঘুরে ।
শক্তি এলে সবাই মেলে তাড়ায় পরিহাসে,
লক্ষ্মী এসে গাফীবেশে উড়ে পালায় ত্রাসে ।
দেবতারা সব আসেন বটে ভিড়ের ঠেলা দেখে,
যা'ন চলে যায় অশ্রুধারায় রোয অভিশাপ রেখে ।

এমনি ক'রে পাল্ছ তুমি আতিথেয়-ব্রত,
দেখুক জগৎ মহাব্রতের মাহাত্ম্যটা কত ।
গৃহে তোমার ঠাই জোটে নি আছ গোয়াল-ঘরে,
গো-দেবতার চরণতলে কুণ্ঠিত অন্তরে ।
এঁটো পাতার নেইক অভাব গোয়াল ঘরেই জড়ো,
লেহন এবং চর্ষণে তার ভাগ বখারা করো ।
দেবতা তোমার চিবায পাতা, তুমি তাহাই চাটো,
দুগ্ধ তোমার ভোগ্য নহে যতই গোবর ঘাঁটো ।
অঙ্গে তোমার বস্ত্র না থা'ক শাস্ত্র আছে শিরে,
সঙ্গে তোমার গোবর আছে গাণ্ডী দিয়ে ঘিরে ।
অতিথ-সেবার ধর্ম তোমার ঠিকই থেকে গেছে,
মৃত্যু যদি হয়ও তোমার, চক্ষু বাবে বেঁচে ।

ছত্রবিহোগ

বর্ষাসাধী আমার ছাতি, আজকে তুমি নাই,
যাচ্ছে ফাটি বুকের ছাতি তোমার শোকে ভাই ।
মাথা' পরে বাদল বরে, তার চেয়ে মোর চোখেই পড়ে,
অশ্রুধারা তোমার তরে, কোথায় তোমায় পাই ?

চারটি টাকায় কিনেছিলাম তিনটি বছর আগে,
সঙ্গে ছিলে পাটনা ভাগল-পুর হাজারিবাগে ।
নতুন ছিলে যখন তুমি বুলিয়েছিলাম গালে চুমি',
আজো মধুর গন্ধ পরশ স্মৃতির পুটে জাগে ।

থাকতে তুমি আমার কাঁধে, রইতে কাছে কাছে,
আজো জানার দাগটি বাঁটের মলিন হ'য়ে আছে ।
তোমায় জীবনসঙ্গী ভেবে রেখেছিলাম বগল দেবে,
* বদলে তুমি থাকতে কোলে হারাও ভেবে পাছে ।

ছিলে কি আর শুধুই ছাতি, তুমিই ছিলে ছড়ি,
গ্রীষ্মকালে ঘান মুছেছি তোমায় রুমাল করি' ।
হাত চলে না পিঠে যেথায়, চুলকে দিতে তুমিই সেথায়
তোমায় দিয়ে 'আম পেড়েছি পাঁচির' পরে চড়ি' ।

রোদে পুড়ে বাঁচিয়ে দিলে চক্চকে টাক মাথা,
ওরে আমার দিলদরদী—পথের সাথী ছাতা ।
সে দিন যখন গ্রহের ফেরে পাগ্লা কুকুর আমল তেড়ে,
তুমিই তখন মধ্যে পড়ে' হলে' আমার জাতা ।

ছত্রবিয়োগ

এড়িয়ে বেতাম আড়াল দিয়ে যতক তাগিদদারে,
ব্যাঙের ছাতা—মাসিকগুলোর ডাকাত এডিটারে ।
নেইক তেমন আঙুলে বল কাজেই লেমনেডের বোতল
তোমার ডগায় খুলে আমি খেইছি বারে বারে ।

খোকার ঘোড়া ছিলে, খোকা ছুটতো তোমায় চড়ে' ।
খেলাপাতী পাত্ত খুকী তোমারে ঘর করে' ।
লুকিলে নভেল টেবিলতলে যে সব ছাত্র কোতুলে
পড়ত, তুমি ছত্র, তাদের পড়তে পিঠে জোরে ।

হয়ত নূতন লোকের কাছে সুখেই আছ নিজে,
হায়রে আমি পথে পথে মরছি ভিজে ভিজে ।
মরছি হেঁচে মরছি কেসে, জান্‌ছনাত, মলিন বেশে
শালিক সমান কাঁপছে তেথায় তোমার মালিকটি যে ।

হয়ত নেহাৎ দায়েই পড়ে' গিয়েছে কেউ নিয়ে,
বেরোরনাক ধরাপড়ার ভয়ে মাথায় দিয়ে ।
হয়ত মাকড়শাদের জালে বন্দী হয়ে ঝুলছ চালে,
আরন্তলারা ডিম পেড়েছে তোমার মাঝে গিয়ে ।

নতুন মালিক হয়ত দালাল, নয়ত ভবঘুরে,
নয় উমেদার, সারাটি দিন মরছ ভিজে, পুড়ে' ।
কেমন আছ নতুন হাতে সইবেত ভাই তোমার ধাতে ?
তোমার শোকে প্রাণের সাথী, পরাণ আমার ঝুরে ।

অস্বাচিত উপদেশ

গিন্নীর কাছে হঠাৎ আজকে শুনলাম, হুবীকেশ,
 (ভূতনাথো যেন বলছিল,) তুমি পদ্ম লিখছ বেশ ।
 চাও যদি তবে বাগাতে চাকরী গোটা-পাঁচ-সাত নকল না-করি,
 মোদের আফিসে বড়বাবুটির বরাবর কর পেশ ॥

ভাল কথা, শোনো, পদ্ম লিখছ অমৃতাক্ষরে লেখ,
 অমৃতহৃন্দে লিখে মাইকেল কত বড় হলো দেখ ।
 শক্ত শক্ত শব্দ লাগিয়ে লেখ দেখি ভাই পদ্ম বাগিয়ে,
 ‘নভেল প্রাইজ’ পেতে পারো যাতে দেব তার উপদেশ ॥

গল্প লেখ’ত ডিটেক্টিভিই সব হতে ভাল’ জেন,
 সাতকড়িবাবু দেখতে দেখতে বড়লোক হ’ল কেন ?
 গুপ্তহত্যা, গুম, রাহাজানী, জেল, দাগাবাজী, জাল, বেইমানী,
 ইত্যাদি কর লোমহর্ষণ ঘটনার সমাবেশ ॥

নাটক লেখত লিখ’ ভাই যেন থাস-দখলের মত,
 নইলে লিখিবে বাহাতে থাকিবে নাচ-গান-হাসি যত ।
 কারো না গিরীশষোষের মতন, কেবল কাঁছুনী-কথার বাঁধন,
 ট্রাজেডি করোনা, মিলন করিয়ে বিয়ে দিয়ে ক’রো শেষ ॥

রাজনীতি নিয়ে লিখ না কিছুই, হয়ে যেতে পারে জেল,
 ব্রাহ্মদিগকে গালাগালি দিয়ে লেখ না আর্টিকেল ?
 উৎসাহ চাও ? তা-আর দেব না ? ছাপার জন্ত কিছু ভেব না ।
 আর্থা-ভারতী-আফিসে রয়েছে আমাদের অমরেশ ।

পাঁচ মিনিটের কস্তা

আজকে বসি' ঠাকুর দাদার কেদারায়
খোকা আমি গিয়াছি তা ভুলিয়া ।
ছোয়না মাটি ছুলাছি তাই দুটি পায়
খবরের এই কাগজখানা খুলিয়া ।
চশমাটা তাঁর, কাণে দিছি লাগিয়ে
চোখ ছাড়িয়ে নাকের পরে ঝোলে যে ।
গুড়গুড়টির নলটা নিছি বাগিয়ে
লাগছে নাকি ঠাকুরদাদা বোলে হে ?
কে আছে হে এস দেখি এদিকে
তামাক দিতে বল না রামনিধিকে ।

সাদা কাগজ সামনে এত কি লিখি !
পটুলা কেন জটুলা করিস্ ওখানে ।
রোকা নে বা পাস্তুরা আর জিলিপি
গাম্‌লা ভরে আন্‌ত গিয়ে দোকানে ।
হাস্‌ছ মাখন ? মেজাজ আমার বোঝ না
চামড়া পিঠের তুলব সবাব চাবুকে,
দাঁড়িয়ে আছে ? চাবি কোথায় খোঁজ না
গ্রাহ তোমার হচ্ছে না যে বাবুকে ।
চালাও আজি চালাও পোলাও খিঁচুড়ি,
হবেনাক অভাব কোন কিছুরি ।

আহরণী

ডাকের চিঠি রাখবে আমার দেবাজে
জবাব টবাব লিখ'ব আমি দুপরে,
[গ্রাহ মোটেই কচ্ছে নাক এরা যে
কড়া শাসন চাই ইহাদের উপরে !]
অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে কেন হাঁ করে
ডাকবে মোরে মোটর গাড়ী থামায়,
চাদর লাঠি আন' দেখি রাম ধাঁ করে
নাপিতও ডাক গোপদাড়ী নিই কামায়ে ।
যাচ্ছ কোথা ? হয়না বুঝি কেশার-এঃ
দেখ'ছনা যে বাবু তোমার চেয়ারে ।

ঠাকুর দাদা যদিই পড়ে আসিয়া
ভাবছো বুঝি, হব বেকুব বোকাটি ?
হাত বুলিয়ে বলবো আমি হাসিয়া,—
“এ-বরেতে গোল করে না খোকাটি ।
একশতবার মক্‌সো কর লেখাটা
মাধব গুড়ো আসবে তোমা পড়া'তে
আজকে যে চাই নামতা-বোঝা-শেখাটা
নইলে প্রকার আছে তোমার বরাতে ।
পাকা চুল মোর তুলতে বাবার মামাকে
ডাকতে না হয় পাঠিয়ে দিও রামাকে ।

রোদে রোদে আজ হবে না বেড়ানো,
ঘরে বসে ছবিই আঁকো শেলেটে ।

বদান্যতা

হবে না আম কুড়ানো, নাই এড়ানো
দুধ খাবে আজ ঢেলে চায়ের পেলেটে ।
পাড়ার যত ছুট ছেলে বকাটে
সঙ্গে মিশে বদ্মায়েসী শিখালে ।
দুপুর বেলা বন্ধ রবে কপাটে ।
ছুটি পেলে পড়লে বেলা বিকালে,
ছাদের পরে উড়িয়ে দিবে ঘুড়িটি
সঙ্গে শুধু থাকবে দিদি-বুড়িটি ।”

বদান্যতা

বাহা কিছু কামাই সবি চ্যারিটিতেই যায়,
দানের পুণ্য ছাড়া আমার কিছুই নাহি হয় ।
বড় ছেলেয় দিচ্ছি পাঁচিশ, মাসে বাইশ নিজে শচীশ,
দুধের রোজও আছে খোকার, গয়লা টাকা চায় ।
গয়লা পালন হচ্ছে, কাজেই দানই বলা যায় ।

পাঁচশ’ টাকার গয়না দিয়ে দিলান মেয়ের বিয়ে,
ফেরত ত আর দিলনাক, বেহাই গেল নিয়ে,
তা’ ছাড়া এই পূজার সময় কাপড় চোপড় তা’ও দিতে হয়,
মূল্যটা তার রাখছি লিখে খয়রাতী খাতায় ।
বাধা নহি দিতে, কাজেই দানই বলা যায় ।

আহরণী

ভায়ের মায়ের (আমারো তাই, তার-ও হলো যা ।
ভায়ের কাছেই থাকে তাইতে বলছি ভায়ের মা),
কাশী যাওয়ার সময় যখন, টাকার জন্ত লিখল মাখন,
দশটি টাকা—দুইটি আনা খরচ হলো তায়,
ভায়ের দেওয়ার কথা,—তাই তা দানই বলা যায় ।

গিন্নীকে দেই দু'দশ টাকা প্রায়ই মাঝে মাঝে,
তিনি তাতে গয়না গড়ান, একেবারেই বাজে ।
মায়ের শ্রাদ্ধে ভাগনে বেচু চাইলে টাকা, দিলাম কিছু
বাবার মেয়ের শ্রাদ্ধ, তা'ত আমার নহে দায়,
দেখলে ভেবে এরো নিছক দানই বলা যায় ।

গিন্নী আমার রাঁধ তে জানেন, তবু ঠাকুর পুসি,
গরীব বামুন পাছে খেতে তাতেই আমি খুসি ।
যেদিন আমি বাইনা বাজার কি-চাকরের জয়জয়কার ।
চুরি করে' নিশ্চয়ই ত বেশীর ভাগই খায়,
প্রকার-ভেদে পরোক্ষে তায় দানই বলা যায় ।

তা' ছাড়া প্রায় সকল জিনিষ পয়সা দিয়েই কিনি,
দেখতে গেলে পয়সা নিয়ে খেলছি ছিনি মিনি ।
পাঁচটা লোককে কোনরূপে পালন কবি চুপে চুপে ।
কোনো রূপে পরোপকার একটা অছিলায়,
টাক পেটাতে কিন্তু ভায়া দেখবে না আমায় ।

মদনমোহন

শ্রীমান মদনমোহন বাবুর রূপে সবার মন ভুলে,
কে রঙালো এ কার্তিকে এমন কালো রঙ শুলে ?
দশগাছি চুল একটি দিকে অন্ত ভাগে পাঁচটি রেখে,
টেরি তিনি কেটে থাকেন স্নানের পরে টাকচুলে ।
তার উপরে চলেন তিনি বাবুগিরির তাক্ মেরে ।
খোঁরা গোঁপে তা দেন সদা কোষ্টা যেন পাক মেরে ।
গোজ-আঙুলে আবাব যখন হীরের আংটি পরেন মদন,
লোকে বলে ফুলের মালা দুখা ভেড়ার লাঙ্গুলে ।
বাধা দাঁতে হাসলে পরে, (বেশ কথাটি কয় নালু)
মদনবাবু হাসেন যেন ভালুকে খায় শাঁক আলু ।
খাকলে গায়ে লাল জানিয়ার কুঁচের মতন খোলে বাহার ।
ফ্রেঞ্চকাটে কাটা ছাঁটা, দাড়ী তাঁহার জঙ্গুলে ।
আঁধেক ধরা টিকের মত, পান খেলে হয় রঙ, ঠোঁটে
কাকের মুখে সিঁদূরে আম এন্নি প্রবাদ যায় রটে' ।
গোদা পায়ে পম্পসু জোড়া গৌদের উপর ছ'বিষ ফোড়া,
শ্রাওড়া গাছে আলোক লতা, মিহিন চাদর গায় বুলে ।
এর উপরে রেশমী কামিজ পরতে না হন লজ্জিত,
ময়লা যেন তাকিয়াটি রেশমী-ওয়াড়-সজ্জিত ।
নাইতে গেলে জলে যেমন চেহারা হয় চেপ্টা বামন,
তেম্নি বেঁটে মদন বাবুর বিপুল ভুঁড়ি যায় ছলে ।

জুতা-বদল

দিলীপ রায়ের গান শুনতে সুধীন ভায়ার বাড়ী,
 গিয়েছিলাম। ফেরার সময় পরতে তাড়াতাড়ি
 বদলে গেল জুতো অর্থাৎ একপাট হলো আমার
 আর একপাট রামার শ্রামার কিংবা কারো মামার।
 পরের পাটি পায়ের পায়ের জানায় অস্বস্তি
 একপাটি কয় কাঁচর এবং অন্য পাটি ফোঁস।
 আগন্তুকের বরস বেশী এবং বেজায় ঢিলে,
 নৌকো হয়ে ঝুল পায়ের একবারে না গিলে।
 এ যে হলো বুদ্ধজনের বালাবধূর প্রায়
 কোন ঘটকে এমন অঘটন ঘটালে হয়।
 পড়েছিলাম ডি এল রায়ের ‘আষাঢ়ে’ যৌবনে,
 বৌ-বদলের রসের কথা কেবল পড়ে মনে।
 কে ঘটালে এমন বিপদ কোথায় তুমি ভাই
 তোমার কি ভাই একেবারেই হুঁস কি হুঁস নাই?
 আমার পাটি তোমার পায়ের ঢুকল কেমন ক’রে?
 তুমি কি ভাই নিয়ে গেছ বগল দেবে ওরে?
 তোমার চরণ চালাও যদি আমার পাটির পেটে
 গোচর্ম্ম যে তোমার পায়ের চর্ম্ম হবে এঁটে।
 এই পাটিটির হাফা রোদন পশ্ছে নাকি কাণে
 প্রাচীন প্রণয় তোমার পাটির কেমন কে বা জানে!
 হয়ত অনেক জোড়া জুতো আছে তোমার ঘরে,
 নয়ত জুলুম করছ তুমি ভাইএর জুতোর পরে।

শুধু কথা

তা যদি হয় বিপদ আমার ভাবনা তোমার কিসে ?
বদল ভাঙার নেইক আশা দ্বিতীয় মজলিসে ।
আঁস্‌তাকুড়ের পাশ হতে ভাই জীর্ণ জোড়া এনে
কাঁটির বিঁধন সহ্য ক'রে বেড়াচ্ছি তাই টেনে ।
কেমন ক'রে বেরুই আমি অমিল পায়ে পথে ?
বদল ভাঙো, জানাই আমি মাসিকের মারকতে ।

শুধু কথা

শুধু করে' কথা বলার আমার সদাই চেষ্টা,
আমি বলি কেউপ্রসাদ লোকে বলে কেউ ।
নাছেরে তাই কহি মছ, কাছারে তাই বলি কছ
কোটেরে তাই কোষ্ট কহি পিপাসারে তেষ্ঠা ।

আমেরে কই আম্র, যেমন জানেরে কই জাম্র,
তামায় যেমন তাম্র কহি নামায় কহি মাম্র ।
পাঠশালাকে পট্টশালক, আটচালাকে অষ্টচালক,
কহলে কই অল্প-শক্তি ভেবে ভেবে শেষটা ।

চিত্র কলায় চিত্ররশ্মি, কাঁচিরে কই কাঞ্চী,
কাসিরে কই বারানসী, হাঁচীরে কই হাঞ্চী ।
আলুরে কই অলাবু তাই স্বপ্নরে কই স্বপ্ন-মশাই,
অবাক হয়ে চেয়ে রহে মু-মুগ্ধ এই দেশটা ।

ভারত-ভারতী

সুরধুনী

নমি সুরধুনী পতিতপাবনী তুমি সনাতনী সারাৎসারা,
নমি মা অমলা, কমলা-দয়িত-চরণ-কমল-গুর ধারা ।
তুমি তরলিত স্বজনকামনা, বিধি-ভৃঙ্গার-কুহর হ'তে,
কবে বাহিরিলে শ্রষ্টার মহাযজ্ঞভঙ্গ ভাসায়ে শ্রোতে ?
স্বরললনার স্তনতটঘাতে কনকরাজীব তোমাতে ফুটে,
পুরন্দরের মন্দার-বলি লভিলে ত্রিদিবে উন্মিষুটে ।
বহি কোটি কোটি মুক্তজীবের মুক্তিসিনানে পাবন বারি,
মানবে তরিতে নেমেছ মহীতে বেদনা সহিতে ছালোক ছাড়ি ।

তুমি হরহরি-মিলন-মাধুরী, ধারারূপ ধরি মধুশ্রবা,
স্বরলোক হ'তে পরিবহ-পথে কল্লোলময়ী ক্ষণপ্রভা ।
নারদবীণার হরিনামামৃতে দরপ্রেমাশ্রুধারায় পীনা,
হরের অট্টহাস্তে ফেনিলা কভুবা পিঙ্গজটায় লীনা ।
উমামুখ আর ললাটশশীর বিম্বশতকে গাঁথিয়া মালা
হরের কণ্ঠে ছালালে তরলা জুড়ালে তাহার গরল-জালা ।
নীরস শুষ্ক হরজটাজাল সরস করেছ হে রসময়ি,
বিনিময়ে শিব-তপোগৌরব লভেছ শিবের শীর্ষে রহি ।
শূলীর মৌলিভূষণ সোমের সুষমা পেয়েছ তরলদেহে,
হিমাচল তোমা পেলেছে আদরে শুভ্র মধুর তুষার স্নেহে ।

সুরধুনী

পাষাণরাজের মর্ষ উৎসে হরিয়া নিখিল বৎসলতা
মমতাময়ি কি হয়েছ জননি বুঝিতে শিখেছ মোদের ব্যথা ?
দেবতা পেয়েছে ধ্বংসুরি তব মূর্তিকা পেয়েছি মোরা
আমরা হারিনি পেয়েছি ও বারি, সূধায় কলস ভরুক ওরা ।

তুমি যোগধারা স্বর্গমন্ডে, ইহপরত্রে, দেবতানরে,
মহাপারাবারে মহামহীধরে, অমৃতে ও মৃতে, আত্মাজড়ে ।
মুক্তিপথের সাধনা দিয়েছ ভারতে নিখিল বিরোধজয়ে,
মহামিলনের ধরার স্বর্গ গড়েছ দ্বন্দ্বসম্বয়ে ।
ছুটা বাহুতট বিস্তার করি সৃষ্টির সেই আদিম প্রাতে
ভারত-মাতার ইহ সংসার গড়েছিলে তুমি শোণিতপাতে ।
কুশসঙ্কুল মরুদেশ হতে আযাগণের আনিলে ডেকে,
পালিলে ধাত্রী বটুচূতছায়ে মার মমতায় হৃদয়ে রেখে ।
তপোবন শত রচিয়াছ নাতঃ, হিমাচল হ'তে অঙ্গদেশ
তীর্থায়তনে নঠমন্দিরে ধরেছে অঙ্গ দণ্ডিবেশ ।
শোভি শিলাতীর প্রক্ষ, নমেক, শাল, দেবদারু, খদির, বটে,
ভূজ্জকাননে তৃণ্যবাদনে ডেকেছ সাধকে অদ্রিতটে ।
ভৃগুভাগব অত্রিগালব চ্যবনসনক তাপসলোকে
হোমধূমে কেশ করিল সুরভি, ভস্মে কাজল পরা'ল চোখে ।

কণ্ঠে তোমার বলাকার হার অলকে ছলিছে তুষারমোতি
হংসমিথুন অঞ্চলে আঁকা, নয়নে তোমার উষার জ্যোতিঃ ।
মৃগমদোশীর-সুরভিশরীরা, কাশের চামরে বীজ্যমানা,
দেবদারু-বন-ঘনকুন্তলে কুসুমভূষণ শোভিছে নানা ।

আহরণী

ফেনিলোচ্ছল হাশ্ব তোমার অমৃতের নবনীতের মত,
উল্লাস তব প্রপাত-ধারায়—শিখরে শিখরে নৃত্য রত ।
‘আরতি তোমার মুক্তজীবের চিতার আলোকে রাত্রিদিবা,
ভারতী নিত্য নবীন সৃজ্তে বন্দনা গায় আনতগ্রীবা ।
গিরীশজায়ার মুকুতার হার স্তনকূট হ’তে ঝরিলে তুমি,
স্বত্র ছিড়িয়া সাগরাঞ্চলে—বার ধন সেই লইল চুমি ।
হরিপদাঙ্ক-মৃণালিকা তুমি পঙ্কে পাবন করেছ নিজে,
উষ্মিপর্ণা মুক্তিলতিকা জনম তোমার ব্রহ্মবীজে ।
তুমি কনকল-মরুৎকঙ্কালে দিয়াছ পুণ্য নীলদ্যুতি,
দক্ষরাজের রাজধানী যথা মোক্ষ মিলায় যজ্ঞাহুতি ।
দেশদেশ হতে বিশ্বজনেই মিলাইছ তুমি তীর্থবাটে
কুস্তমেলায় মিলালে অমিলে দেহাসিনী তুমি প্রেমের তাটে ।
ভরেছে তোমার দুই তীর পুন বিহার, চৈত্যা, সংঘারামে,
জ্ঞানের কেন্দ্র, ধ্যানের গুপ্তা রচিয়া রেখেছ ডাহিনে বামে ।
মৃতকেরই শুধু নহ শরণা, জাতকেরো দাঁও সম্ভাবনা,
তোমারি চরণে লাভে যে শরণ সন্তানকামে কলান্দনা ।
কুশগুণ্ডিকার ভাষে নিশিয়া চিতার ভাষ্য তোমাতে হারা,
তর্পণ-বারি দর্পণে তব প্রেতলোক হেরে বংশধারা ।
কোশাকুণী, ঘট, তাম্রকুণ্ড, কুস্ত, সলিলে ভরিছে গৃহী,
পিতৃলোকেও বহিছ তাদের কুশপিণ্ডক-তিল-ত্রীতি ।
এক কণা তব অমৃত সলিলে স্বর্ণপথের পাথর জানি
সিংহল হ’তে এসেছে যাত্রী পথের ক্রেশরে ক্রেশ না মানি ।
শবসাধনায় বসালে অঙ্কে অঘোরপত্নী কোল-বীরে,
পাষাণে শাশানে বন্দী করিয়া রেখেছ ঈশানে তোমার তীরে ।

পাতালে তুমি মা অতলা শীতলা কোটি-কোটি ফণিফণার ছায়ে
 শেষের অশেষ মৌলি-মাণিকে হাজার নূপুর পরেছ পায়ে ।
 কর্ণে তোমার মণিকর্ণিকা, কেশে তব হৃষীকেশের পাণি,
 কটিতে পীঠের মেখলা, শীর্ষে গঙ্গোত্তরী-বসনথানি ।
 বক্ষে তোমার দুই কুলে হরিকীর্তনে প্রেম-অশ্রু গলে,
 অঙ্গে তোমার হরিনামাবলী মালতী-মল্লী-তুলসী দলে ।
 হেরি ভগীরথে মানসনেত্রে হর্ষে প্রণত হরিদ্বারে,
 বহু বরষের তপের সিদ্ধি ঝরিতেছে শিরে করুণাসারে ।
 চণ্ডালবেশী হরিশ্চন্দ্রে হেরি মা তোমার চরণমূলে,
 ভীষ্ম তোমায় পূজে এককূলে, বান্দীকি পূজে অন্ধকূলে ।
 যুগযুগ বরি বজ্রভষ্ম, দর্ভাঙ্গুরী, বোধন-ঘটে
 মহাকাশভেদী রচিয়াছ বেদী স্মৃতিনিবিড় তোমার তটে ।
 যুগযুগ হতে স্তবের মন্ত্র স্ততির সূক্ত, তোমার জলে,
 চিরপুঞ্জিত প্রতিবন্ধুত আজো কলনাদ করিয়া চলে ।
 কোটি কোটি স্মৃতে বক্ষে নাচাও অক্লোদয়ের মহোৎসবে,
 ভবমুগ্ধু ডুবি আকর্ষ তোমার সলিলে দীক্ষা লভে ।
 কাব্য-পুরাণ-দর্শন-গীতা সবাই ষেনেছে বরদা বলি' ।
 ঘোর মায়াবাদী গুরু শঙ্কর তোমার চরণে কৃতাজ্জলি ।
 কমলাকান্ত রামপ্রসাদের শেষগান গীত তোমারি কানে,
 দাদু, রঘুনাথ, তুলসী, কবীর, ধাত্রী বলিয়া তোমাতে মানে ।
 বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পারসীক তব সৈকতে নোয়ায় মাথা,
 যবনো রচেছে ঋষির ছন্দে তোমার স্ততির ভক্তিগাথা ।
 কত দেবতার আসন টেলেছে কত বিগ্রহ ধুলায় লীন,
 হিরা ভক্তির মকর আসনে ঞ্জবা তুমি চির রাত্রিদিন ।

আহরণী

ভীষ্মজননি, গ্রীষ্মহননি, ভস্মজীবনী পরমা গতি,
দুঃখ-দৈন্ত-দুরিত-হারিণি, তুমি দশহরা সত্যবতী ।

তব আহ্বানে দেবতার। নামে যুগে যুগে নরলীলার ছলে ।
তোমারি সলিল সেচনে তাদের সাধনা-লতায় সিদ্ধি ফলে ।
পরমহংস করিলেন কেলি তব কালীপদকমল-বনে ।
হরিনামাবলি তিলকভূষায় মণ্ডিলে তব নিমাই-ধনে ।
তুমিই গড়েছ কোশল, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, গোড়, কাশী,
কত যে রাষ্ট্র দুই কূলে তব গর্ভ হইতে উঠিল ভাসি ।
অলকাপ্রতিম পুর-পত্তনে স্থজিলে মা কত অবনী-তলে,
ফেনিলোজ্জল বৃদ্ধুদ সম ভাঙিলে গড়িলে লীলার ছলে ।
কত নৃপালের রাজ্যাভিষেকে আশিস-সলিল ঢালিলে সতী,
হে রাজপ্রসূতি, প্রজার ধাত্রী, চির বৎসলা, স্তন্যবতী ।
রাজায় রাজায় দারুণ দ্বন্দ্ব বিচারিকা নিজে হয়েছ তুমি,
আপনার দেহে গণ্ডী রচিয়া বিভাগ করেছ রাজ্যভূমি ।
আর্য্যাবর্ষে তুমি মা মঠো অতুল করেছ শ্রীবৈভবে
তাই কালে কালে লুণ্ঠকদলে লুণ্ঠ করেছে ভোগোৎসবে ।

গায় শ্রুতি-স্মৃতি-গৌরবগীতি সরস্বতী ও দৃষদ্বতী,
পুরাণে, তন্ত্রে, ভক্তিতত্ত্বে ত্রিধারা তোমার শুদ্ধিমতী ।
জাতিবিচারের রীতি আচারের সকল গণ্ডী দিয়াছ মুছি'
বহির মত পাবন পরশে সবারে করেছ সমান শুচি ।
ব্রহ্মবাদিনি পতিত-পাবনি, ভেদবুদ্ধি কি তোমার সাজে ?
সত্যব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত তোমার অমল অম্বু মাঝে ।

সব ভেদাভেদ বিদেহ ক্রন্দ খর তরঙ্গে ভাসিয়ে দিলে,
 তোমার শরণে হরিস্মরণে বিশ্বাসে মহাশুদ্ধি মিলে ।
 তব তীরে তীরে কৃষ্ণসারেরা কুশ চর্ষণ করে না বটে,
 কৃষ্ণে তুমি যে সার জানিয়াছ গোষ্ঠ রচেছ শ্যামল তটে ।
 হোমের বহি তুমি নিভাওনি প্রেমে তবু বড় জান' মা মনে ।
 হৃণ্ডিল হ'তে মন্দিরে তারে এনেছ প্রেমের আবেষ্টনে ।
 তপে আর জপে, সামে—নামগানে, শঙ্খে—প্রণবে, যুপে ও ধূপে,
 ভক্তি-সাধনে, শক্তি-বোধনে, মিলালে মা তুমি ধ্যানে ও রূপে ।
 দ্রাবিড় আর্যো শবর স্নেছে লিচ্ছবি শকে মিলালে ডাকি ।
 মোঙ্গল এলো লজিয়া গিরি মঙ্গলডোরে পরিল রাখী ।
 শত বাহু দিয়ে আত্মীয় পরে বাধিলে তোমার অঙ্গ-তটে,
 যুগে যুগে অববাহিকায় তব তাদের শোণিত-সঙ্গ ঘটে ।

দেবতা ভূদেব ক্ষত্রই শুধু তোমার করুণা লভেনি দেবি,
 ধনসম্পদে স্বদ্ধ হয়েছে বৈশ্যেরা তব চরণ সেবি' ।
 শূদ্রেও তুমি মর্যাদা দিলে উন্নীত করি' বৈশ্য-পদে,
 কিরাত নিবাদো তোমার প্রসাদে বিরত পশু ও পক্ষিবধে ।
 ক্ষীরদা তোমার প্রসাদে আমরা কামধেনুসম গোধনে ধনী,
 তোমার গোমুখী-ক্ষরিত অমৃত, কূলের শম্পে যোগায় ননী ।
 দেশ বিদেশের কত যে পণ্য ভাসিয়ে এনেছ মমতা-স্রোতে
 সিদ্ধ তীরের সিদ্ধ নীরের ধন সম্পদ ভরিয়া পোতে ।
 তোমার কূলের শ্রেষ্ঠী বণিক চীন কার্থেজে দিয়াছে পাড়ি,
 যোগাল তাদের পণ্য জীবন তোমারি স্তম্ভ তোমার নাড়ী ।

আহরণী

কাঞ্চী হইতে চন্দনভার, সিংহল হতে মুক্তারাজি
আনিয়া দিয়াছ পাটলিপুত্রে, সে সব কল্প-স্বপ্ন আজি ।

কোথা গেল সেই পাটলিপুত্র কোথায় লুপ্ত সপ্তগ্রাম ?
কোথায় কর্ণসুবর্ণ আজি, সে সব বিশ্বব্যাপ্ত নাম ?
কোথায় গঙ্গারাজের রাষ্ট্র কোথা গেল মাগো আজিকে উড়ে,
যার নাম শুনি পাঞ্জাব হতে যবন বিজয়ী বাইল ঘুরে ।
কোথা সম্ভোষক্ষেত্র-সত্র তোমার কুলের কীর্তি আজি ?
কোথায় অশ্বমেধের হোতারা ? কোথা সেই দিগ্বিজয়ী বাজি ?
কোথায় মোর্য, কোথা সে শৌর্য, কোথায় গ্রাসিলে গুপ্তভূপে ?
দুই তীর তব সাজাল বাহারা মঠমন্দিরে বজ্র-যুগে ।
কোথা ভোজরাজ প্রতিহারকুল কোথায় তাদের দীপ্তিদাম ?
মহাভারতীর আসন অঙ্গ কোথায় কান্নকুজ-ধাম ?
কোশল-চম্পা-কাম্পিল্যের সম্পদ আজি কোথায় লীন ?
পঞ্চগোড়-পৌরবর্গ আজি কি তোমার শ্রোতের মীন ?

রাজা, রাজপথ, রাজাসন, রথ, কিরীট-ছত্র চামর সব,
তব সৈকতে ধ্বস্ত প্রোথিত হায় আজি চির সমাধি লভি ।
তোমারি গর্ভে সকল কীর্তি শায়িত এখন অগাধ ঘুমে,
রাজগৌরব পুরবৈভব বিলীন আজিকে চিতার ধূমে ।
তোমার পুলিনে রাজরাজেন্দ্র প্রেতরূপে আজি শ্মশানচারী,
যুগে যুগে নর-ক্লধিরের ধারা বাড়ায়েছে শুধু তোমার বারি ।
গিরি হতে এসে গৌরীর রূপে অরুণা হইয়া সাগরে গেলে
মশানের জবা ভাসায়ে চলিলে, গিরিমল্লিকা রহিয়া এলে ।

স্মরণধুনী

গোত্রভিদের ঐরাবতেরে ভাসাইলে তুমি যাত্রাপথে,
বারিতে নারিলে ধ্বংসবারিনি, কালের করাল ঐরাবতে ?

এককূল তুমি ভাঙে বটে মাগো 'আর কূল তুমি গড়িয়া তোলো,
কতদিন গেল এখনো তোমার ভাঙনের কাজ শেষ না হলো ।
গড়' মা আবার সকলি তেমনি কালের মৃষলে যা হলো গুঁড়া,
পুরজনপদ, রাজ-পরিষদ, আশ্রম-মঠ কনক-চূড়া ।
গড় মা আবার মধুকর পোত, ভর' মা দেশের পণ্যভারে,
শোভুক তোমার কটি-তট পুন মন্মথরময় সোপানহারে ।
মণ্ডিত কর' তব তীর নব পাটলিপুত্র সপ্তগ্রামে,
নূতন সাক্ষেত মায়া পাঞ্চাল নূতন পঞ্চপ্রয়াগধামে ।
সামসঙ্গীতে, হরিনাম গীতে, স্তবের মঞ্চে, শাস্ত্রপাঠে,
স্পন্দিত হও, বন্দনা গা'ক রাজা ঋষি মিলে স্নানের বাটে ।
ভাসে নবীন জীবন জাগাতে ভগীরথ সাথে আসিলে ভবে,
দুটি পুলিনের ভাস্মশৈল নিজীব জড় অসাড় র'বে ?

তোমার পুলিনে দাঁড়ায়ে আজি মা বন্দনা গাই কুতাজ্জলি,
বন্দনা ছলে শুধু অতীতের রাজারাজ্যের কথাই বলি ।
দীন দুখীদের অনেক কথাও বলিবার আছে তোমার পাশে,
বিরাত ক্ষুদ্র বিপ্র শূদ্র সবে অস্তিমে হেথায় আসে ।
তোমার শ্মশানে চেয়ে তোমা পানে না কেঁদে কি কেহ থাকিতে পারে ?
মহাপথ তুমি তোমার প্রান্তে স্থির কে চিত্ত রাখিতে পারে ?
কত জন তব অনল অঙ্কে তুলিয়া দিয়াছে প্রাণের ধনে,
আহা তাহাদের শেষ স্মৃতিটুকু তুমিই রেখেছ সংগোপনে ।

আহরণী

পতির হারায়ে মূর্ছিত হ'য়ে পড়িয়াছে সতী তোমার কোলে,
শোকাতুরা মাতা ঝাঁপায় পড়েছে—‘আমারেও টেনে লও মা ব'লে ।’
মায়েরে খুঁজিতে মা-হারা বালিকা তোমার শ্মশানে হারায় দিশা,
প্রিয়তমা-হারা ফিরে ফিরে আসে তোমার কুলেই কাটায় নিশা ।
সব ধুয়ে মুছে নিয়ে যাও, মিছে মরে সে প্রিয়ার ভস্ম খুঁজে ।
ভাঙা ঘট আর পোড়া কাঠ বুকে কাঁদে সে বালুতে মুখটি গুঁজে ।

চিতাই জীবের নয় শেষগতি—শিবপদ লভে অমৃত-লোকে,
মুক্তি দিয়াছ, তুমি জান, তাই অনদীরা তুমি সবার শোকে ।
জীবনের ধন তোমারে সঁপিলে অক্ষয় সে বে ধ্রুবের সাথে,
মৃত শিশু হায় সংশয়ে চায় খেলানাটি সঁপি মায়েরো হাতে ।
তার দশা হেরে হেসে কেঁদে তুমি মনে মনে বলো ‘অবিশ্বাসি,
মম তরঙ্গ-সোপান সবারে করে যে-রে হরিচরণবাসী ।’
অজ্ঞান তারা, অগাধ ভক্তি-বিশ্বাস-বল কোথায় পাবে ?
ঐন্দ্রজালিকে অঙ্গুরী সঁপি চিরতরে গেল কেবলি ভাবে ।

মন্তদাত্রী তুমি বৈষ্ণবী মহাসাম্যের প্রবর্তনে,
তব সংসারে মানবে মানবে অন্তর কিছু জাগে না মনে ।
বিপ্র শূদ্রে, ধনি দরিদ্রে, মহৎ ক্ষুদ্রে একই রথে
তুই চিরদিনই পাঠাও তারিণি একই সেই মহাবাত্রাপথে ।
যাদের মাঝারে হেথা চির ভেদ দম্ব-বর্ণ-দ্বন্দ্ব ফলে,
ভস্ম তাদের তব তরঙ্গে প্রেম-কীর্তনে নাচিয়া চলে ।
মৃত্যুরো পরে সমাধি-লিপিতে যাদের দৃষ্ট প্রভেদ রটে,
তারা দেখে যাক কি মহাসাম্য ভৈরবি তব শ্মশান-তটে ।

তব কূলে আজি করলনা মম হেথা হতে ছুটে অন্ধ লোকে,
 ঘন চিতাধূম আবছায়া-ফাঁকে মহাপথ জাগে আমার চোখে ।
 পিতা পিতামহ পরিজনসহ সবে এই পথে গিয়াছে চলি,
 শত শত পাণি দেয় হাতছানি ডাকে ‘আয় আয় আয়রে বলি’ ।
 অনাবিল্লত পথরহস্য ভয়ে নিরাশায় আকুল করে,
 তব আশ্বাস শীত নিশ্বাস ললাটের স্বেদ-বিন্দু হরে ।
 করলনয়নে হেরিতেছি আজি সজ্জিত মোর আপন চিতা,
 অনলে এ তত্ত্ব আহুতি সঁপিতে আহুত স্বজন বন্ধু মিতা,
 উঠে অবিরল হরিহরি বোল, বোদনের রোল আমায় ঘিরে,
 থাক মা সে কথা,—কত না চিন্তা উঠে মনে আজ তোমার তীরে ।

পূর্ণপুণো তোমার পুলিনে জনমেছি যবে বঙ্গভূমে,
 আছে মা ভরসা একদিন লবে অঙ্কে তুলি এ ছলালে চুমে ।
 তবু জানিনা মা ভাগ্যচক্রে যদি দূরে রই, সময় হ’লে,
 ডাকিতে ভুল’ না ভক্তে তোমার, মরণের আগে স্নেহের কোলে ।
 এতদিনকার লালিত এ তত্ত্ব শিয়াল কুকুরে ছিঁড়িতে র’বে,—
 একথা ভাবিতে শিহরে মা প্রাণ, তুমি কি এমনি নির্ভর হ’বে ?
 তব সিকতায় মার মমতায় অনলশয্যা পাতিয়া রেখ,
 তারকব্রহ্ম নাম কাণে দিও; জননি আমার শিয়রে থেক’ ।
 তোমার মেধা উন্মিষ্কপাণে জগ্নবন্ধ ছেদন করি,
 পতিতপাবনী নামে সার্থক ক’রো মা নারকী পতিতে তরি’ ।
 দেহজকর্শ-ফলসহ মোর চিতার ভস্ম অর্ঘ্য নিও,
 শরটকরটো লভে যে মুক্তি, আমারে তা’ শেষে দিও মা দিও ।

হিমাদ্রি

প্রণমি সহস্রফণ অনন্তের রসঘন শিলাব্রহ্মরূপ,
পরিবৃত সংখ্যাহীন নগনাগে, যোগাসীন জয় নগভূপ ।
শশি-সূর্য্য-করনাত ভালে তব হরহাস্তসংহত মুকুট,
তব পাদপীঠতলে শ্রিতাজলি কুবেরের ঐশ্বর্য্য সম্পুট ।
অভ্রময় তমুত্রাণ অংস হ'তে লসমান ধরার ধূলায়,
তব হেমজঙ্ঘা ঘেরি ঝঙ্কা শিশুসম তারে খেলায় ছুলায় ।

জ্ঞানদীপ্ত আশ্রিতপ্ত তব-চিন্ত-নয়নের ধ্যানকেন্দ্র হ'তে
কর্শ-জ্ঞান-ভক্তিদারা নেমে আসে ব্রহ্মপুত্র-সিন্ধু-গঙ্গাশ্রোতে ।
তোমার 'মানস-পদ্মে' মহাসরস্বতী রাজে 'লক্ষ-স্বর' করে,
তোমার বাসয় সত্তা সঙ্গীতে মূচ্ছিত তায় বিশ্বচরাচরে ।
পঞ্চপ্রাণধারা তব পঞ্চনদে বিগলিয়া নামি, তপোবলে
ব্রহ্মজ্ঞানাস্কুর মর্মে জাগাইল ব্রহ্মাবর্ত-মৃত্তিকার তলে ।
দেশান্তর হ'তে সেথা ভূ-বক্ষে ঋত্বিকগণে করেছ আহ্বান,
অন্ন সোম হবি দুগ্ধ মধুময় মধুপর্ক করি অর্ঘ্যদান ।
তোমার দেবতাগণে তাহারা তুষেছে নিত্য উক্খ, হৃক্খ, সামে
হোমধুম সঞ্চারিয়া মণ্ডিয়াছে তোমা তারা তড়িদ্রদ্রদামে ।

মহাসিন্ধু সনে রচি নব নব মেঘমালায় মৈত্রীর বন্ধন,
বাৎসল্যের উৎসধারা মধুস্রবা দিগ্বিদিকে করিয়া প্রেরণ,
রচিয়াছ ক্ষেত্রোত্তান, বনকুঞ্জ, পণ্যবীথি, পুরজনপদ,
দীক্ষাশ্রম, শিক্ষাকেন্দ্র, তপোবন, তীর্থ, পীঠ, জ্ঞানপরিষদ,

হিন্মাজি

গড়িয়াছ রাষ্ট্র, রাজ্য, রাজধানী, দুর্গ, মঠ, জনোপনিবেশ,
করিয়াছ আখ্যাবর্ষে দ্বিতীয় ছালোক মর্ত্যে পুণাঘন দেশ ।

শাসনে ইঙ্গিতে তব উৎসবের ছায় শুভ সভ্যতাবিস্তার,
মিলিয়েছ সর্বজীব রচেছ আদর্শ শিবসমাজ-সংসার ।
বরুণের আশীর্বাদ দেবেস্ত্রের পরসাদ রয়েছে আগলি,
ব্যোমযাত্রা রোধ করি, তাই মুঠি-মুঠি ধরি ছড়াও কেবলি ।
ভূবিয়া দ্বাদশাদিত্যে দাহদৈত্যে করি জয় কর' শৈত্যদান,
শরণ্য, চরণে তব রুদ্ররোষবহি হ'তে লভে দেশ ত্রাণ ।

হে বিশ্ব-পুষ্পের বৃন্ত, মধুমান সর্বসৃষ্টিরজোময়-কায়,
সর্বলোক সর্বভূত কেশরদলের মত গুপ্তিত তোমায় ।
অপ্সর কিন্নর যক্ষ গুহক অমর বক্ষঃ সিদ্ধ বিদ্যাধর,
ঋতুনাগ পিতৃগণ সকলেরি লীলাঙ্গন ও শিলা-চত্বর ।
আতিথ্য উৎসবে তব বিশ্ব মিলে নানা ছলে তুঙ্গ শৃঙ্গকূটে,
বিষাণে বিষাণে তব সেই মহাসঙ্গমের ঐক্যতান উঠে ।

সহস্রকরের স্পর্শে রজতবীণায় তব, মিলনের তান
সহস্রধারার ছন্দে প্রপাতে কল্লোলানন্দে চিরস্পন্দমান ।
গন্ধকাী নেমেছে হেথা সঙ্গীতধারার পথে কন্দর্প-নিদেশে,
নাগাঙ্গনা সঙ্গ পেতে বিদ্যাধর মালায় গেঁথে নামে বরবেশে ।
যক্ষদের পানোৎসবে কিন্নর-মিথুন নাচে মায়াৰূপ ধরি ;
অপ্সরী ঋষির সাথে মিলেছে পূর্ণিমা রাতে তপোভঙ্গ করি' ।
মানবের উগ্রতপে ইষ্টদেব ব্যগ্র হয়ে নামে তপোবনে,
ধরিতে কঙ্কালময় তত্ত্বশেষ বরাভয়-বাহুর বন্ধনে ।

আহরণী

যজ্ঞে আমন্ত্রিত সোম শুনে সোমসিক্তকণ্ঠে পুণ্যসামগান,
সুধায় ভরিয়া পাত্র ফিরে দেয় ইন্দ্রমিত্র করি আজ্যপান ।
কলধৌত-শৃঙ্গে শৃঙ্গে ভাস্বর সোপানশ্রেণী উঠে ব্রহ্মধামে,
স্বর্গ তাজি খরশ্রোতে মন্মাকিনী সেই পথে গঙ্গা হয়ে নান্দে
তোমার হিমান্ততটে প্রথম ভূসঙ্গ লভে দেবেন্দ্রের রথ,
তব প্রস্থ-সাহু দিয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে মহাপ্রস্থানের পথ ।
গৌরী হরে, শ্রেয়ে প্রেয়ে, পুরহর্যো, তপোবন-সংসার-অশানে,
যোগে ভোগে, শুভে ধ্রুবে, অপূর্ব সংহতি ভাবে তোমারি বিধানে ।

হে বিরাট তপোধন, যুগে যুগে যোগিগণ তব অঙ্কপরে
সন্ধি তপঃকঠোরতা দিল শ্রী বন্ধুর-রুচ তব কলেবরে ।
হিন্দুলবেদীর পরে কুশাসনে কুশেশয় ফুটায়েছে তারা,
তপস্তেজে শিলা তব হয়েছে তরল দ্রব লীলানয়ী ধারা ।
যোগেশ্বর জটাজ্বলে পাখীরা বৈধেছে বাসা, তবু যোগাসীন,
হয়নিক ধ্যানভঙ্গ প্রক্ষমলে অর্দ্ধ-অঙ্গ যদিও বিলীন ।
বক্সীকের আক্রমণে সমাহিত দেহে মনে—নৈবেগের মত,
নাহি দেহে মাংসলেশ শুধুই কঙ্কালেশম, তবু ধ্যানরত ।

ত্রিযুগের হোমক্ষেত্র কোটি কোটি অগ্নিহোত্র জলে তোমা ঘেরি ।
হোমভক্ষ্য স্তূপে স্তূপে রুদ্রাঙ্কমালিকারূপে শোভে কণ্ঠ বেড়ি' ।
শ্রেণীবদ্ধ হোমধেনু মণ্ডিয়া তোমার তনু রচে উপবীত-
ঋষিজটারশ্মিজাল ঘন হোম-ধূমস্তোমে যোগায় তড়িৎ ।

তব অঙ্ক দরী-গুহা চিরদিন ব্রহ্মচিস্তামাণিকের খনি,
কীচকের রঞ্জে রঞ্জে মরুৎ বন্দনা ছন্দে উঠে রণরণি ।

হিম্মতি

ঋষিভাষ্যাবিরচিতা ইন্দুদীর দীপাধিতা আজো জ্বলে কিবা,
ওষধির দেহে দেহে বিচ্ছুরিছে বিনা স্নেহে তাপশূন্য বিভা ।
ললাট-নয়নে তব জ্বলিতেছে চিরদিন অতীন্দ্রিয় দ্ব্যতি,
নখরমুকুরে তব বিদ্যিত নিখিল ছন্দ, মন্ত্র, তন্ত্র, শ্রুতি ।

তুমি মহাসিদ্ধিক্ষেত্র, মনুস্কুরা তব অঙ্কে তপোমগ্ন থাকি,
অধ্যাত্মসাধনা ফল অমৃতের পুলগণে বিলালেন ডাকি ।
‘আরণ্য-মণ্ডলে তব প্রথম পুষ্পিত ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বাণী,
কৰ্মফললোভশূন্য,—ভারত প্রসাদে তব ব্রহ্মবাদ জানি’ ।
প্রত্যক্ষে পরোক্ষে আজো সে বাণী মোদের বাত্না করে নিয়ন্ত্রিত,
ব্রহ্মবিজ্ঞা আরণ্যকে মূলে ভাস্ত্রে সূত্রে সূত্রে রয়েছে গ্রথিত ।

নর নারায়ণ শুক উগ্র তপস্রায় তব বদরিকাশ্রমে,
রোপিলেন কল্পতরু, যুগে যুগে চতুর্ভুজফলভরে নমে ।
তোমারি প্রাঙ্গণে জ্বলে হরগৌরী-বিবাহের যজ্ঞের দহন,
তিন যুগ হ’তে হোতা সমিদ্ধ রেখেছে তারে—সাক্ষী নারায়ণ ।
প্রতি পুণ্যচিন্তা তব সান্নিধ্য শাল গ্রানশিলাক ধরে,
কোটি রোমান্দুরে অঙ্কে কোটি কোটি শিবলিঙ্গে পুলক শিহরে ।
তব রোমকূপে কূপে শীত তপ্ত কুণ্ডরূপে স্নেহবারি ঝরে,
প্রেতলোক তর্পকের সে বারি অঞ্জলি হ’তে পিয়ে ভূষণ হরে ।
গুপ্ত রাখিয়াছ তুমি কত মুক্ত যুক্তবেণী কত মায়া-কাশী,
তব পঞ্চপ্রয়াগের পঞ্চমুণ্ডী আসনের তলে, হে সম্যাসী !

ভগীরথ তপ চরি বিষ্ণুপদ স্মিন্ন করি ত্রিধারা-বন্ধনে,
ঐধিলেন হরিহরে, স্বর্গ-মর্ত্তে, সুর-নরে তোমারি প্রাঙ্গণে ।

আহরণী

তব পাদমূলে দক্ষ ব্রাহ্মণ্যশাসনতন্ত্র করিল বন্ধন,
তব পাদমূলে 'মোক্ষ' বুদ্ধরূপ ধরি তারে করিল মোচন ।
বেদান্তের দিগ্বিজয় ভারতের চতুর্ধামে আজিও প্রকট,
বৌদ্ধে জিনি ব্রহ্মবাদ-প্রতিষ্ঠার জয়ন্তস্ত তব যৌশীমঠ ।

শ্রীশানবাসীর করে কত্না সঁপি রাজবেশ শোভা নাহি পায়,
তাই ঈশানের সাজ পরেছ কি গিরিরাজ স্নেহের ব্যাথায় ?
তোমার শোভন অঙ্গ বিভূতি-ধূসর পিঙ্গ করেছে কুজ্জাটি,
চপলাকপিশ রুম্ব জলদৈর জটাকূর্চ করেছে ধূজ্জটী ।
শিরে তব সুরতটী কণ্ঠে বক্ষে কোটি কোটি ভুজঙ্গের ভার,
করিয়াছে চন্দ্রচূড় চন্দ্রকরোজ্জ্বল চিরপুঞ্জিত তুষার ।
আম্রোথল বনশোভা পরায়েছে আধ অঙ্গে শ্যাম গজাজিন,
প্রপাতে ভষর বাজে, ধবল গিরিটি রাজে বৃষভ প্রাচীন ।
উপলসঙ্কুল শীর্ণ নির্যার কঙ্কালে শোভে মহাশঙ্খমালা,
হ্রাণু তুমি ব্যোমকেশ শৃঙ্গধর নেত্রে তব দাবানল-দালা ।
পাষণ-বিগ্রহে লিঙ্গে 'কেদার' 'অমরনাথ' 'পশুপতিনাথ',
গিরীশ, গিরিশে তাই তোমাতেই পূজি মোরা ভক্তি-প্রাণিপাতে ।

তাজিয়াছ রাজসজ্জা তাই ব'লে রাজলক্ষ্মী রাজেন্দ্র-বৈভব,
তোমাতে তাজেনি, আরো বিসর্পিত দিগ্দিগন্তে মহিমা-পৌরব ।
কৃষ্টিপট ঘেরি আজো নেপাল, থোটান, চীন, ভুটান, কাশ্মীর,
বক্ষোমধু-রজোদলে তোমার চরণ তলে ফুটায় অস্তোজ ।
ব্রহ্ম সঁপে গজভেট, ফলপুষ্পে অর্ঘ্য রচে বিদেহ গান্ধার,
কাশ্মীর, কুঙ্কুম, কুশ, বঙ্গ বহে তব যাগে শস্ত্র দুহুভার ।

হিমালয়

তোমার বন্দনা গায় মহেন্দ্র, মলয়, বিষ্ণু, নীলাজি, মন্দর,
নিখিল ভূধর নমে কুতাজ্জলি তব নামে বিনতকঙ্কর ।
উত্তর-বায়ুর দৌত্য চলে নিত্য, লভে ধ্বাস্ত তেমনি শরণ,
সর্বশৈলকরশুদ্ধ হরি', মেঘে মেঘে সিদ্ধ করিছে প্রেরণ ।
চমরী বাজন করে, কন্দরে কন্দরে জলে মৃগমদধূপ,
ভূর্জত্বকপত্রীখানি তেমনি নিদেশবাণী বহে, গোত্রভূপ ।
কিন্নরী তেমনি গাহে, কেশরী, প্রহরী আজো ক্ষীত করি শটা,
অধিত্যকা হ'তে সাহু-সঙ্কটে তেমনি চলে দানবজ্ঞবটা ।

চিস্তামণিরত্নাকর, তরঙ্গিত নিরন্তর রহস্য-অর্ণব,
ধাতার ইঙ্গিতে কবে সহসা স্তম্ভিত হলো তোমার তাণ্ডব ?
তরঙ্গ, নীলিমা আর বিশালতা আজো তার পায়নি বিলয়,
তিমিঙ্গিল নক্রকুল, মাতঙ্গ মুগেন্দ্ররূপে ভ্রমে দেহময় ।
স্তম্ভিত তরঙ্গ তব রুদ্ধবেগ, পঞ্জরের কুহরে কুহরে
শত শত নদী-নদে গতি লভে হুদে হুদে সহস্র নিখরে ।
ভৈরব সঙ্গীত তব গুঞ্জনে কোটিধা হলো উপল-ব্যথায়,
মহাকাব্য মন্ত্র তব ভাঙিয়া ঝঙ্কত লক্ষ গীতি-কবিতায় ।

নির্ভরগের সব তথ্য সৃষ্টির গোপন সত্য জেনেছে নিঃশেষে,
বলি গর্জ করে নর, খর্ব তার আড়ম্বর তব পাদদেশে ।
কত যে রহস্যলীলা অচিন্ত্য বিস্ময়, শিলাগর্ভে স্পন্দমান,
বিজ্ঞানের শত সৃষ্টি প্রজ্ঞানের ধ্যানদৃষ্টি পায়নি সন্ধান ।
কত ধাতু ক্ষারদ্রব জীব-জন্তু কত নব উদ্ভিজ্জ জীবন,
নৃ-চক্ষুর অন্তরালে লভিতেছে তব কক্ষে ক্রমবিবর্তন ।

আহরণী

তোমার পরীক্ষাকুণ্ডে গুন্ডাগারে কত সৃষ্টি হতেছে কলিত,
গুপ্ত কত বসায়ন কত মৃতসঞ্জীবন নর-স্বপ্নাতীত !
লুপ্ত কত অতিকায় দানব-জীবের শিলা-কঙ্কাল-কুহরে,
অনাগত ভবিষ্যের ক্রণ-উষ প্রাণবীজ অসংখ্য সংকরে ।
গহ্বরেষ্ট গুহাহিত করিয়া রেখেছ শত রহস্যকুক্ষিকা,
চিরভুহিনের তলে 'এধাপেক্ষ' শিলাসুপ্ত কোটি প্রাণশিখা ।

তমিশ্রাবিছ্যৎ মেঘে ছায়ালোকসন্নিপাতে নবরঙ্গভূমি
শিলাজতু-বেদিকায় হরিতাল-মঞ্চে রচি' রাখিয়াছ তুমি ।
বাহিয়া অলকানন্দা অলকার নটনটী নামে সে নিলয়ে,
ভোগবতী হ'তে উঠে নাগকুল তথা জুটে নাট্য-অভিনয়ে ।
মানবে গৌরব দিলে রসজ্ঞের রূপে তারে করি আমন্ত্রণ,
ভুলোকের বহু উল্কে মেঘের উপরে তারে দিয়াছ আসন ।
ববনিকা সরাইয়া দৃষ্টি হানে তবু নর নেপথ্যের পানে,
কমলে সে তুষ্ট নয়, মৃণাল-মূলের স্বত্র চিত্ত তার টানে ।

কিন্নরের কণ্ঠসনে কণ্ঠ মিলাইতে নরে করেছ আচ্ছান,
ব্রহ্মবিজ্ঞা-ভপোবনে দর্ভাসন দিয়ে তারে করেছ সম্মান ।
দিলে তারে স্বর্গাভাস মর্ত্যালোকে, মোক্ষপথে ধরেছ তুলিয়া,
স্বপ্নপুরী কল্পলোক পানে তার দিবা চোখ দিয়াছ খুলিয়া ।
তবু সেত তুষ্ট নহে; খুলিয়া দেখিতে চাহে পাণিপুটখানি,
বজ্রমৃষ্টিতলে গূঢ় তাও লভিবারে মূঢ় করে টানাটানি ।

তব গুপ্ত মন্ত্রশালা যেথা নিত্য নিয়ন্ত্রিত জীবের নিয়তি,
তব যাদুযন্ত্রশালা লভে নব সৃষ্টি যেথা জীবনের গতি,

হিমাজি

তব শিলাগর্ভগৃহ মহানদীদের যেথা স্মৃতিকা-আগার,
সেখানে দাওনি তুমি নৃচ নর-কোতূহলে প্রবেশাধিকার ।
বেই স্থানে সুধাধারা পান করি বাঁচে তারা তাই চিরে চিরে,
দেখিবারে যায় ছুটে কেমনে তা' ভ'রে উঠে সুধাসম ক্ষীরে ।

ভবিষ্যের ইন্দ্র-মন্ত্ৰ শুভ্রশিলালীনতন্তু যে চুঙ্গ শিখরে
আছে চারি যুগ ধরি মগ্ন উগ্র তপ চরি কাম্য পদতরে ;
নন্দী বেই মহাক্ষেত্রে শাসি নিত্য হেমবেত্রে সতর্ক প্রহরী,
অধরে তর্জনী রাখি স্তব্ধ করি চরাচর পন্থারোধ করি,
ভারতের বর্ষকোষ্টী যুগান্ত-জাতকপত্র কালের মসীতে,
নিভূতে রচিত যেথা, উদ্ধত দৃষ্টিরে সেথা দাওনি পশিতে ।

এসেছে যুনানী, শক, মোগল, পাঠান, হুন, কুশান, তাতার,
পশ্চিম স্ফুঙ্গ-পথে নানাছন্মে যুগে যুগে, করে তরবার,
পূর্ব ইরাবতী হ'তে পশ্চিমের ইরাবতী গগ্নী বিরচিয়া
নৃ-মুণ্ডে কন্দুক-কেলি করিল সকলে মেলি তাণ্ডব নাচিয়া ।
শতখণ্ডে ভেঙে তারা নিল ভারতের হৈমসিংহাসনখানি,
লুণ্ঠন-বন্টনে শেষে করিল আপন কণ্ঠে খজা হানাহানি ।

উত্তাল শোণিতসিক্ত তব পাদমূল হ'তে সতত ব্যাহত,
অরুণ অশ্রুজসম জলুদীপ তব পদে চির-মূর্ছাগত ।
ঘন-ঘোর রণঝঙ্কা তোমার বিরাট জজ্বা পারেনি লজ্জিতে,
তব শিলাপটুপটে কোন অসি জয়লিপি পারেনি অঙ্কিতে ।
তব শুভ্র উত্তরীয় লাক্ষিত করেনি কভু শোণিতের দাগ,
তব মনঃশিলাপুরে কোন দিন অশ্রুকুরে উড়েনিক ফাগ ।

আহরণী

বিবিক্ত প্রাঙ্গণে তব হয়নিক আজো ভ্রাতৃ-হত্যার মশান,
গৃধ্র ফেরে সারমেয় বায়সকুলের হয়ে উৎসব-স্বশান ।

পাহাড়ী দেউল তব বিরচিত কোটি কালাপাহাড়ের হাড়ে,
খজাপানি দৈত্য হেথা অর্ঘ্যপানি মহাকাল মন্দিরের দ্বারে ।
তব পাদমূলে এসে জন্তুকে স্তম্ভিত যত চম্, অশ্ব, রথ,
অজ্ঞাতদাসতপস্ক চিরদিনই তব অঙ্গ ‘স্বাধীন ভারত ।’
বৈদূর্য্যশলাকাময়ী তোমার বিদূর-ভূমি আজিও নিষ্কর,
তোমার মানসহৃদে অবাধ আনন্দে আজো প্রবুদ্ধ পুষ্কর ।

মহনকীলক তুমি, চারি পাশে বিশ্বভূমি আবর্তে চঞ্চল,
আদিবুগ্ধ হ’তে শুধু তোমার স্থাগুতা ধ্রুব অনব নির্মল ।
বিশ্বভরা দস্যুদলে, দস্যু ঘুরে জলে স্থলে লুণ্ঠনের আশে,
সর্ব্বথা শক্তিতে হরে ঐতর ভিখারী দীন শুধু তব পাশে ।
কেহ ধরা-কুম্ভি চিরে ভূপঙ্কর টেনে ছিড়ে, গলায় পাথর,
কেউ রত্নাকরে ডোবে কেউ স্বর্ণরেণুলোভে খুঁড়ে বালুস্তর,
তোমার গুহার মাঝে কোন্ রত্নখনি রাজে, পায়নি সন্ধান,
কিংবা তথা পশিবারে নরের কৌশল হারে, অশক্ত বিজ্ঞান ।

ধরার জনমদিনে যে লাজবর্ষণ হলো, বজ্রমণিরূপে
সেই লাজ রাশি রাশি গুহার তমিস্রা নাশি জলে কূপে কূপে ।
শুভ্রদন্তে বিশ্বাধরে হেসেছিল শিশু-ধরা তরঙ্গ-দোলায়,
প্রবাল মুক্তার রূপে সে হাসি পুঞ্জিত আজো তব মেথলায় ।
যে পরশমণিহার সঁপি রবি দুহিতার হেরিল বদন,
তা’ আজি তোমার ঘরে পাষাণের স্তরে স্তরে বাড়ায় হিরণ ।

হিমাজি

ফণায় বহিয়া মণি, গুহাগৃহে কোটি ফণী দীপালী জ্বালায়,
তায়, ঘন আঁধারিয়ারে নাগবালা অতিসারে পথ খুঁজে পায় ।
করিকুস্ত বিদারিয়া কেশরী ছড়ায়ে ঘায় গজমুক্তা-ফলে,
তব ভৃগুভূমি ভরি হেলায় রয়েছে পড়ি তুয়ারমণ্ডলে ।

লোভ-লালসার ঠাই তোমার সংসারে নাই, তুষ্টি শুভঙ্করী,
শাসিকা ও মুক্তিদেশে, ভুক্তি কভু নাহি পশে তৃষ্ণাসহচরী ।
তুমি যে জড়ের প্রভু, তাই জড়বাদ কভু তোমার সভায়,
সাদরে পায়নি পদ, দীপ্ত তব পরিষদ অধ্যাত্ম-প্রভায় ।
হোথা সদা ব্রিঙ্গ পুণ্য অল্পকূল রজঃশূন্য সমীরণ বয়,
নাহি পুতি বাম্প স্বেদ নাহি পাপমল-ক্লেদ, সবি সত্ত্বময় ।
স্বস্তি স্বাস্থ্য সনাতন, নাহি হোথা দেহমনোরোগের বীজাণু,
মর্ত উঠে স্বর্গ নেমে রচিয়াছে মাঝে থেমে তব পুণ্য সাবু ।

কি সংশয়ে উদ্বেলিত সিদ্ধুর তরল চিত, কোন্ ভাবাবেগে ?
সেই আদিকাল হ'তে কেবলি করিছে প্রশ্ন শুধু মেবে মেবে ।
উত্তরে বসিয়া তুমি প্রেরিছ নদীর শ্রোতে সতুত্তর যত,
অটল গম্ভীর স্থির নিঃসংশয় শাস্ত ধীর আচার্য্যের মত ।
বুগ বুগ হ'তে চলে এই প্রশ্নোত্তর-লীলা, প্রশ্ন না কুরায়,
সিদ্ধুর মনের দ্বিধা দ্বন্দ্বের অশান্তি-ক্ষুধা তবু না জুড়ায় ।
কোন্ সেই মূল তথ্য ঘারে জেনে ঐক্য সত্য তুমি অবিলম্বে,
ক্ষুদ্র, সিদ্ধ নাহি জেনে জাগে তার ভ্রান্ত মনে প্রশ্নই কেবল ।

ভারতই তোমার উমা শ্মশানবাসিনী দীনা চিরক্লেশব্রতা,
তবু সে ত হরবধু, চাহিয়া শস্তুর পানে ভুলেছ সে ব্যথা ।

আহরণী

কিন্তু ‘আর্য্য-যোগীদের অধ্যাত্মসাধন ধন’, মৈনাক তোমার,
বিজ্ঞানের বজ্র-ভয়ে রচিয়াছে সিন্ধুতলে শয্যা আপনার।
পাসরিতে এই ব্যথা পেরেছ বৎসল পিতা ? ভুলিবার নহে !
এ ব্যথা তোমার মর্মে মুর্খুর-দহনসম ধিকি ধিকি দহে।
বর্ষণের পূর্বে যেন বজ্রগর্ভ চৈত্রঘন তব মৌনরূপ,
শিশু প্রলয়েরে যেন ধরিয়া রাখিতে নারে তব চিন্তকূপ।
অজ্ঞাতরহস্যময় বিপ্লবের পূর্বসূচি ও মৃক স্তব্ধতা,
বাহুসংঘর্ষের আর অন্তরের ঝটিকার কহে গূঢ় কথা।
নদন-ভাস্কর পূর্বে শঙ্করের চিত্তে যেন রুদ্ধ মৌন জাগে,
গরুড়ের শেষতলা যেন অগুচ্ছদখানি ভাঙ্গিবার আগে।

তোমা অতিক্রমি ঐ অনভেদী জড়বাদ উঠে তুঙ্গ হ’য়ে,
যোগযুক্তি পদে দলি ভোগভুক্তি বিশ্বজয়ী, আছ তুমি স’য়ে ?
মৈনাক-লাঞ্ছনা-ব্যথা মহাপ্রলয়ের রূপ করিয়া ধারণ,
একমা উঠিবে জেগে, করি ভীম রুদ্ধবেগে বক্ষোবিদারণ।
তব ধৈর্য্যবদ্ধ টুটি পাষণ-পঞ্জর কোটি চূর্ণ দীর্ণ করি,
সুপ্ত মহাকাল ছুটে বাহিরে আসিবে, করে ‘গৌরীশৃঙ্গ’ ধরি’,
অনিত্যের ঘটাছটা, সমারোহ, অঞ্জেবের ব্যর্থ আয়োজন,
সবি হবে ধ্বংসশেষ তুমি বুঝি জগিতেছ সেই শুভক্ষণ ?
ঐহিক ভোগের এই প্রেতনৃত্য, দেহপূজা, ইন্দ্রিয়বিনোদ,
সর্ব ধ্বংস করি নিবে মৈনাকের লাঞ্ছনার পূর্ণ প্রতিশোধ !

তুলসী

শুনি হরিগুণ গান নারদের বীণাতান
কোন ভাণ্ডীর-বনে উলসি,
ভক্তের প্রাক্ষণে এলে তুমি শুভধনে
পূত পুলকাঞ্চনে, তুলসি ।
যথা নাহি অহরহ অর্চনা-সমারোহ,
রাশি-রাশি ভোগ্যের বিপণি,
নাহি ঢাক ঢোলে ঘট নাহি ধূপ-দীপ-ছটা
বলি হোম সোমে সন্দীপনী ।
তুমি যেথা আছ সতি নিঃশ্বের সঙ্গতি
ভক্তের শ্রামলিত আকৃতি,
একাধারে বেদিকার নব ঘোড়শোপচার
পাণিপল্লবে দীন কাকুতি ।
নাহি ফুলগোরব নাহি ফলবৈভব
নাহি সৌরভ-রেণু-ঘনতা,
আসেনাক ঘটপদ তাই বুঝি হরিপদ-
কমলের ভূঙ্গের জনতা ।
ভক্তের অঙ্গনে রচ' তুমি তপোবনে
নব মায়্যা-কাশী-গয়া-দ্বারকা ।
মঞ্জরী-শলাকায় ফুটাইছ যুগে যুগে
মুচ অঙ্কের আঁখি-তারকা ।
বৈশাখী আঁখিজল ঐ শাখে অবিরল
ঝরে মূলে, জলে মৃৎদীপালী ।

আহরণী

কাঙালের ভিটেখানি জুড়ি পল্লব-পাণি
পূজে তোমা দিয়ে চাঁপা সেফালি ।
বিশ্বের বন থেকে শবসাধকেরে ডেকে
বামাচার-পাপ তার মোচিলে ।
কেন্দুবিল্ববনী জিনি তুমি নারায়ণী
কাস্ত পদের খনি রচিলে ।
রাঙ্গলাগে বীতরাগ দীনজন-বন্ধুরে
প্রেমমঞ্জরী-দানে তুঘিলে ।
বিশ্বেশ্বরে তুমি নিঃশ্বের গৃহে পেরে
বজরাখালের বেশে ভুঘিলে ।

সব দ্বিধা দ্বন্দ্বের নিবেদন আবেদন
করে গৃহী অরপণ চরণে,
সর্ব বিচারভার অপিয়া তোমা তার
ভুলিল সে ধর্ম্মাধিকরণে ।
বিহুরের ক্ষুদবুঁড়া বহ তুমি হে মধুরা
শ্রীআননে, অচ্যুত-দূতিকা,
হ'য়ে তব সহচরী হলো সেবা-অধিকারী
কুন্দ-মালতী-বেলা-যুথিকা ।
গোবা গুণ-কুহুন্দী, কীর্তন-পথ-ধূলি
অঞ্চলে তুলি তুলি রাখিলে ।
ভবরোগে সম্বল, সব রোগে মঙ্গল
অনাময় লভি তাই মাথিলে ।

ভুলসী

তুমি যারে ডাক সতি দাও তারে পরাগতি

হরি-প্রেমে 'গজপতি' ভাসে যে ।

তাজি সুখসম্পদ গুরুপদ রাজপদ

দীন বেশে তব বনে আসে যে ।

যুগে যুগে নদীয়ার, খেতুরী ও সাতগার,

গোড়ের যত মধু-তৃষিত,

কমলা-কমল-বন তাজি তব বনে এসে

বিরচিল মোচাকে অমৃত ।

বৃন্দা, তোমার বনে বৃন্দাবনের লীলা

আজো বুঝি চলে রসনটনে,

তুমি সতী যাদুকরী, ভক্তের মাধুকরী-

ঝুলি ভারো সন্তোষ-রতনে ।

শ্রীবাসের অঙ্গনে ত্রিবেণীর সঙ্গমে

নেয়েছিলে যেই রস-ঝারাতে,

বাঞ্ছাকল্পতরু, আজো সংসার-মরু

সরস রেখেছ সেই ধারাতে ।

দারু-মালিকার ছলে কঙ্কাল-শৃঙ্খলে

ভক্ত শ্রীকণ্ঠের শাসনে,

করিয়াছ বদ্বিত সংঘম-কুণ্ঠিত

হরিনাম বিনা বৃথা ভাষণে ।

হরিপাদ-সম্ভবা তরুরূপা জাহ্নবী

তুমি দেবি বৈষ্ণব-ভবনে,

মহাযাত্রীর শিরে ছায়াখানি সঞ্চারি

হরিনাম দাও তার শ্রবণে ।

আহরণী

কুশ

তুমি কশাশুর প্রথম অর্ঘ্য, ভূমি-সিংহের কেশর-শটা,
ব্রহ্মাবর্তে শ্রান্ন রোমাঞ্চ, ব্রহ্মবীর শ্রামল জটা ।
উবর ধূসর ভূমিরে হে কুশ, দিলে কী হরিৎ আকর্ষণী,
প্রথম আর্ঘ্য গো-স্বামিগণে পাঠাইলে তুমি আমন্ত্রণী ।
রচেছ আর্ঘ্য অতিথির লাগি আসন, ভূষণ, উটজ-গৃহ,
বজ্রদেবের চরণে আছতি বহেছ নিত্য, হে নিঃস্পৃহ ।
বেদী-মার্জন করেছ, আর্ঘ্য, ব্যজনে হরেছ তপঃস্বেদ,
তব শ্রামাঙ্গে তুলি রোমাঞ্চ উদীরিত সাম বজ্রকোদ ।
শাপোদকে তুমি অগ্নিগর্ভ, কুশল ছিটালে শাস্তিজলে,
স্বর-তটিনীর তুমি প্রসাদিনী, উপবীত তুমি বটুর গলে ।
শ্রেতপুরুষের ওদন-পিণ্ড নিবেদনে হলে তৃণাঞ্জলি,
কুশগির্জায় গৃহ আঙিনায় রচিলে তীর্থ কুশস্তলী ।
তব বৃকে, কুশ, আর্ঘ্যযোগীর চিৎকুশেশয় প্রক্ষুটিত,
তাদের শয্যা করিতে রচনা হ'লে কুশ তুমি কুসুমায়িত ।
ছেদিলে সর্ব সংশয় তার হৃদয়-গ্রন্থি তীক্ষ্ণ ধারে,
তব জলন্ত শাণিত অগ্রে বিঁধি অজ্ঞান অন্ধকারে ।

সে দিনের কথা স্মরি আজ বৃথা, আজিকে তোমার কি দুর্গতি !
কিসে আজি তোমা করিল নিয়োগ আর্ঘ্যগণের কুসম্ভতি ?
ভগবানে ভুলে তোমার পুতুলে ভরিল তাহারা আপন গেহ ।
অমৃত না পেয়ে হলো দ্বি-রসন লেহিয়া তোমার দ্বি-ধার দেহ ।

কুশ

কৌশের বাসে ঢাকিতে চাহিল তব দরিদ্র আসনখানা
হে কুশ, তোমাং মূলধন করি হরিতে লাগিল কুশীদ নানা ।
বক্ষঃ-গ্রস্থি আর ভেদিলে না কক্ষ-গ্রস্থি-ভেদক হ'লে
নথ-দশনের মতনই দৰ্ভ, জাতির মৰ্ম্ম-ছেদক হ'লে ।
জঠর-যজ্ঞে আত্মি সঁপিতে হ'লে রক্তাক্ত নগরে গ্রামে,
কৌশলি-করে পিণ্ড বহিলে জীবিতের লাগি মৃতের নামে ।
কুশায়ুধদের কু-শাসনে হায় কুশেব 'কু' টুকু লভিল গৃহী,
কুশের আবাদ করিল ভীকুরা ফেলিয়া গোধুম যবব্রীহি ।

মুক্তি-পথের আছিলে সহায়, মুক্ত ভূভাগে গাহিতে সাম,
শত শত পাকে রচিল তোমাং তাহারা বাধন রজ্জুদাম ।
সেই কুশা ডোরে দেশ বাধা প'ড়ে পঙ্গু হয়েছে মুদিয়া আঁখি,
অঙ্গুলি হতে কর্ণ চরণ কোন ঠাই তার পড়েনি বাকী ।

আজিকে তাহার যাত্রার পথ ভরিয়া রেখেছ কুশাস্কুরে,
দুই পা আগায় পায়ে ব্যথা পায় ভয়ে ভাবনায় দাঁড়ায় ঘুরে ।
নব কৌশিক কোথা চাণক্য কে তুলিবে এই কুশের কাঁটা ?
গুপ্ত চন্দ্রে পুন জাগাইবে সহজ হইবে এ পথ হাঁটা । *

* পূর্বোক্তে কুশকে বৈদিক কৰ্ম্মকাণ্ডের আশুঠানিক ধর্ম্মের প্রতীকস্বরূপ ধরা
হইয়াছে । উত্তরোক্তে উহার স্বাধীনক বিকারই যে দেশের দুর্গতির কারণ তাহারই
ইঙ্গিত করা হইয়াছে । ব্রহ্মর্ষি ও ব্রহ্মাবর্ত কুশদস্থল দেশ ছিল,—কুশই আর্য্যগণের
যজ্ঞাদির অশুঠানে প্রধান সম্বল ছিল ।

আহরণী

জবা *

যুগে যুগে পুঞ্জিত জীব-বলি-শোণিমায় রঞ্জিত বেদনায় ফুল,
বঙ্গের অঙ্গনে গঙ্গার তীর-বনে রুদ্রের রোষ-রাগ-তুলা ।
চণ্ডীর মন্দিরে বন তার বুক চিরে খপরে জবা তোমা অর্পে ।
ধরা তার স্তম্ভ কি মথি নব রক্তিম নবনীতে তারা মায়ে তর্পে ?
যজ্ঞদেবের পায়ে শঙ্কিত সমিধের অরুণ নয়নে যেন তিষ্কা,
অশ্বমেধের হোতা বিশ্ববিজয়ী শূর নৃপতির যেন রণদীক্ষা ।
বধ্যের বৃকে ভাতি, মন্ত্রের চির সাথী, সগ-ছিন্ন শিশু-মুণ্ড,
জল্লাদ ঘাতকের পুষ্পিত আহ্লাদ শ্মশান-প্রেতের তুমি তুণ্ড ।
বীরাচারী কোলের কাপালিক অঘোরীর স্বৈরাচারের হ্রীং মন্ত্র ।
বহু শাখে ভাগ হয়ে জাগিলে কি বেদ-জয়ে তুমি মহানির্বাণ-তন্ত্র ।
ভার্গবী হিংসা কি আজো আছ রঞ্জিয়া বর্ণগুরুর গৃহকুণ্ডে ?
প্রশ্রুট তুমি বনে মৃগয়ার বেদনা কি মৃগয়ার দুষ্কৃতি পুঞ্জ ?

তীর্থঙ্কর-জিন-পদরেণু করিল না ও বৃকে সুরভি রেণু সৃষ্টি !
রজোরাগ হরিল না, হেরে গেল বুদ্ধের সম্বিমল প্রেম-দৃষ্টি !
নিমাই-এর অশ্রুও নিষ্ঠুর বৃকে তব সজ্বিতে নারিল মধু-গন্ধ !
গেল বৃথা গুঞ্জরি ভক্তের মাধুকরী কবিদের প্রেম-গীতি-ছন্দ !
স্তম্ভ সুরভি হবে পুণ্য পরাগে কবে, পাবে মধু বৃন্তের রক্ত,
সে শুভদিনের লাগি বসে আছি কবে জবা

তোমাতে পূজিব শ্রামচন্দ্রে ।

* জবাকে হিংসাত্মক বর্ণাশ্রম-ধর্মের প্রতীক ধরা হইয়াছে ।

সোম

নমি সোম তোমা, ব্যোমের সুধমা তোমারি বিশদ হাস্য কুচি,
হ্লাদিনী তোমার মরীচির মালা পীযুষগর্ভা শীতল শুচি ।
স্বর্গঙ্গার অমৃতহংস নমি তোমা আমি, হে দ্বিজপতি,
বিহার করেন, তোমারে বাহন করি বুঝি মহাসরস্বতী ;
যাহার বীণার তান অলুসরি' যুগে যুগে বিধি সৃজন করে,
প্রতিধ্বঙ্করে কৌমুদী-তারে সে তানের সুধা গড়িয়ে পড়ে ।
বয়ানে দেবতা যেই সুধা সেবে নয়ানে আমরা পিই গো তাই,
রচিলে একটি পানপাত্রেরই পাশে আমাদের মিলন-ঠাই ।

শতুর শিরে গঙ্গার নীরে শত শত প্রতিবিম্ব হানি'
চন্দ্রমালায় ভূষিয়াছ তায় । গোবীর তুমি মুকুরখানি ।
তব ধবলিনা পেরেছে শঙ্খ, কুমুদী তোমার ধরার বধু
কপ্পুরে তব ষ্ঠেত সৌরভ, নিশি-সন্ধ্যায় দিয়াছ মধু ।
শারদ শরীরে পারদ মাখায়ে করেছ শরতে সরস্বতী,
তুলায় চরণে কাশের চামর পুষ্পিত হ'য়ে তোমারই জ্যোতিঃ ।

নারিকেলতরু, বট, দেবদারু চিকণ চাক তোমার স্নেহে,
মুদিতনলিন সরোবর ধরে অযুত রজত-কমল দেহে ।
দ্রব-হেমময়ী শোভে নদী-তলু লক্ষহীরার চন্দ্রহারে,
গিরিগুলি নৈবেদ্যসমান শোভে যেন তব ভোজ্য-ভারে ।
যা কিছু ধ্বংস জীর্ণ দগ্ধ যা-কিছু কুশ্রী ধ্বংসশেষ,
সবি শোভমান, ছিন্নবিতান তরী ধরে রাজহংসবেশ ।

আহরণী

নব নব রূপে প্রকাশ তোমার প্রতিপদ হতে পৌর্ণমাসী,
চিরনবীভূত নিত্য নূতন সুসমানন্দে বেড়াও ভাসি' ।
ক্রমলীযমান উপচীযমান গতি তব লীলা-লহরী-স্রোতে,
চির নূতনের চারু সরসতা ঘুচিতে দেয় না সৃষ্টি হ'তে ।
বুদ্ধি-ক্ষয়ের ক্রমাবর্তনে করেছ শোভন সৃষ্টি-ধারা,
উদানে পতনে বিশ্ববীণায় বাজাও উদার মুদার তারা ।
তোমার রূপের স্বরগ্রামের কড়ি-কোমলের উন্মি-দোলা,
নিখিল জীবন যঙ্গিত করে, নিখিল সৃষ্টি স্পন্দ-লোলা ।
নানা ভঙ্গিতে কল সঙ্গীতে পারাবার নাচে ছন্দোন্তগ,
উৎক বাজে, মহাকাল নাচে তালে তালে পড়ে চরণযুগ ।

জীব-বিধি-লিপি-নিয়ামক চির তব যোগাযোগ তোমার গতি,
ঘোড়শ কলার ঘোড়শোপচারে বিশ্ব পালিছ, হে প্রজাপতি ।
আপনি দহিয়া মিত্ততা দিয়া হে সোম, তোমার সৃষ্টি পালো,
চন্দ্রচূড়ের মত পিয়ে বিষ কল্যাণ-সুখা তুমিও ঢালো ।
বহি-বেদনা সহিয়া হে সোম, কেমনে অমন হাসিটি আসে,
কর্শশালায় সহি শত জ্বালা পিতা যেন গৃহে মধুর হাসে ।
রবির মমতা আদায় করিতে কি গোপন তুমি পছা জানো,
তার সুষ্ম-নাড়ী-পথ দিয়ে সন্তর্পণে মাধুরী টানো ।
রুদ্রশাসিতে জ্বালামণ্ডলে শৈত্যের বড় কাঙাল যারা,
হে শীতরশ্মি, তুমি না উদিলে তারা হ'ত চির শাস্তিহারা ?

আজি নয় শুধু, মর্মে মর্মে আদিকাল হ'তে একথা বুঝি,
আর্যেরা তাই আজ্যের ধূমে, হে সোম, তোমায় এসেছে পূজি ।

সোম

বেদের শ্রেষ্ঠ পানীয় অর্ঘ্যে ডেকেছে তাহারা তোমার নামে,
ব্রতপায়সের ভোজ্য নিবেদি' বন্দিল তোমা মধুর নামে ।
বেদের সূক্ত মণ্ডলগুলি তব চন্দ্রিকা-মাধুরী-মাথা,
প্রতিকলা তব লেভেছে হব্য অমা-সিনীবাগী হইতে বাকা ।
করেছে লুরু দেব ঋতুদেরে সোমলতা তব মাধুরী লভি,
সিদ্ধ-নবনী, তব স্নেহরস ধেমুর আপীনে হয়েছে হবি ।
ওষধির ফলপুষ্পে পশিয়া, তোনারি মাধুরী ওষধিপতি,
বীতিহবে চরুকব্যাবিকিরে অগ্নে হয়েছে জীবনবতী ।

কি মোহন রূপে জাগিলে ইন্দু, কি চোখে হেরিল বেদের কবি,
যজ্ঞের জ্বালা জুড়াল তাহারা তোমার প্রসাদ পরশ লভি ।
তখনো অগাধ বিষয়ময় ব্যোমের যুচেনি অপূর্বতা,
এহ বলি তোমা বিদায় দেওয়ার হয়নি তখনো কঠোর প্রথা ।
তখনো তুচ্ছ চটুল রূপের আলেয়া বিলাসে মজেনি তারা,
তখনো রঙ্গীন কৃত্রিমতার কলাকৌশলে ভজেনি তারা ।
জানিত তাহারা আর যত কিছু অঁাথির স্বপ্ন, মিলাবে সবি ।
জানিত তাহারা তুমি শাশ্বত এব অম্লান মোহন ছবি ।

তোমাতে হেরিত ব্রহ্ম-বিভূতি চন্দ্রকাস্ত নয়ন ভাঁরে,
মুগ্ধ ভক্তি বিষয় সুখে তাহে স্বেদাশ্র পড়িত ঝরে' ।
তখনো তাহারা যবনিকা রচি রুধেনি তোমার করুণাধারা,
তুমি অতন্ত্র জাগিতে চন্দ্র তব স্নেহতলে জাগিত তারা ।
গগনে উদিলে তুমি মৃগাঙ্ক, আর কি দেখিব হায় না জানি,
তোমার সহিত হ'য়ে উপমিত ধন্য উমারো বদনখানি ।

আহরণী

খণ্ডোতে ভজি প্রহ্লাতি তব মর্মে লভিতে ভুলেছি, শশি,
নাহি আগ্রহ অবসর আর নয়নে মেখেছি বিষের মসী ।
সুরলোক হ'তে নূতন অতিথি শিশু, তারা কয় তোমার কথা
বুঝে তারা তব আদর ইন্দু, পাতায় মধুর আত্মীয়তা ।
আর বুঝে কবি যুগে যুগে তব ভক্ত-সেবক-চারণ তারা,
ছন্দে যাদের কুন্দ ফোটায় গন্ধ ছুটায় জ্যোৎস্না-ধারা ।
আদিকাল হ'তে বন্দনা যত কালীর আঁখরে তাদের লেখা
বুকে শশাঙ্ক ধরেছ আদরে তাই বুঝি গারে কালিমা-রেখা ?

নতত সদয় নবনী-হৃদয় চির প্রেমময়-জীবন তুমি,
লক্ষ্যযোজন দূরের প্রবাসী আজিও ভোল'নি জনমভূমি ।
আয়ত নয়নে সিন্ধুর পানে সারারাতি চেয়ে মধুর হাসো,
নিভুতে নিত্য বিধের ছঁলে লিঙ্গশরীরে নামিয়া আসো ।
কি করুণ চাওয়া চাও শশধর টানো তারে কোন্ গভীর টানে,
হ'য়ে উতরোল, কলকল্লোল উল্লাসি উঠে তোমার পানে ।
অবিরল কলধোত-ধারায় ঢালি মণিহেম, হে শশধর,
লক্ষ্মীছাড়া ও-সিন্ধুরে তুমি নিশি-নিশি কর' রত্নাকর ।
চুসন কর প্রতি উন্মিরে ভালবাসো প্রতি বালুকা-কণা,
নাচে তরঙ্গ যেন মণিময় দশশত শেষ-নাগের ফণা ।

তুমি গগনের মকরধ্বজ, চকোরধ্বজ রথীর রূপে
নিখিল হৃদয় তোমারি অধীন প্রভেদ মান' না ভিত্তারী ভূপে ।
জ্যোৎস্না-কুসুম শায়ক তোমার হে নিশানাযক পড়িছে ঝরি,
করে যে বিধুর তরুণ জীবন সব সংযম বাঁধন হরি' ।

মিলনের তুমি বান্ধব সখা, বিরহের চির বৈরী শশী,
 প্রেম-পুরোহিত, জাগাও নিখিল প্রাণে প্রাণে রস-পঞ্চদশী ।
 কত পরিণয়ে তুমি প্রজাপতি নীরব সাক্ষী তুমিই একা,
 তব ইঙ্গিতে মূক ভঙ্গিতে নিভৃতে মালা-বদল শেখা ।
 শিখায়েছ তুমি প্রেম-বিনিময়, জুটাও বুগলে আলিঙ্গনে,
 একের নয়নে অন্তরে ভালো লেগেছে তোমার সুধাঞ্জে ।

গগনে তোমার সমারোহ হ'লে দেবতারে মোরা আপন জানি,
 পূজি না তাহারে ডরি না তাহারে নির্ভাবনায় বক্ষে টানি ।
 কোজাগরী জাগি তোমার সঙ্গে তব ভগিনীর নিমন্ত্রণে,
 জাগি বাসদোল ঝুলনের রাত্রে দেবতার সাথে কুঞ্জবনে ।
 ষোড়শ কলায় তোমা চাই বিধু শ্রামচন্দ্রের রসোৎসবে,
 আধেক শ্রামের আধেক সোমের দুয়ে মিলে লীলা পূর্ণ তবে ।

তুমি না উদিলে সভয়ে অর্চি রুদ্র কিংবা রুদ্রাণীরে
 বেতালের সাথে শব-সাধনায় বসি যে শ্মশানে গঙ্গাতীরে ।
 তুমি না জাগিলে তাওবে নাচে পিশাচ-পিশাচী প্রেতের সাথে
 কোথা ব্রজগোপী, কোথা মৃদঙ্গ, কোথায় লাস্য নৃপরাঘাতে ?

কি আছে মোদের হৃদয়-বিনোদ তব নাম যার অংশ নহে ?
 রাজ-রাজেন্দ্র গৌরব লাগি স্বকূলে তোমারি বংশ কহে ।
 ছললী ছললে আদরে ডাকিতে তব নামে মিঠা বাক্য খুঁজি,
 কৃষ্ণচন্দ্রে, শ্রীরামচন্দ্রে, গৌরচন্দ্রে তোমারে পূজি ।

ইন্দ্র

আজি-ও মরেনি বৃদ্ধ, মাঝে মাঝে বজ্রে উঠে জেগে,
তব স্বর্গ-সিংহাসনে হে বৃদ্ধারি আছ অহুদেগে,
বজ্রে বারিয়াছ তার উপদ্রব তোমার দ্ব্যলোকে,
আশ্রয় নিয়েছে সে যে স্বর্গ ছাড়ি মোদের ভুলোকে ।
'অনাবৃষ্টি' রূপে হেথা অনাসৃষ্টি করে সংঘটন ।
তোমার যজ্ঞের হবি সোমরস করিছে শোষণ ।
দুভিক্ষ মড়ক আদি সুরারিরা তার আজ্ঞাবহ,
রক্ষা কর আখণ্ডল, দুঃসহ যে তাহার নিগ্রহ ।

তোমার নন্দনবনে সন্তানক, সুরভি মন্দার,
নির্ভয়ে ফুটিছে বটে,—বিশ্বলোকে চাহ একবার,
মোদের এ শ্রাম কুঞ্জ ধ্বস্ত দম্ব তার নির্যাতনে,
জেলে দেছে দাববাহি আমাদের নন্দনকাননে ।
উৎপাটিয়া সোমলতা, দম্ব করি দর্ভাসুরগুলি,
প্রচণ্ড তাণ্ডবাঘাতে উড়াইয়া ঘূর্ণি-ঝঞ্ঝা-ধূলি,
শাঙ্গলে পাবাণ করি লোকালয়ে করিয়া শ্মশান,
বার্পী-কাসারের বক্ষ বিদারিয়া করি রক্ত পান,
এদেশ করিছে মরু । তরুগুলি হের দারু-সার,
পুষ্পপত্রহারা হ'য়ে যুপ-রূপে বহে বলি-ভার ।
নাচে তার তরবারি বকরাক মৃগতৃষ্ণা-জালে,
রক্ত-ত্রিপুণ্ড্র তার জাগে রক্ত সারাহের ভালে ।

মেদিনীর গিরি-স্তনে করি স্তম্ভ-প্রবাহ-স্তম্ভন,
 ধেমুর আপীনে পশি স্নেহ-রস করিয়া শোষণ,
 নারিকেল-গর্ভে পশি শস্য-জল শুষ্ক করি তার,
 জীবন অক্ষুরগুলি ধূলিস্তোমে করিয়া সংহার,
 তব ইন্দ্রজালে আজি জিনিয়াছে তার বৃত্রজাল,
 তব স্রষ্টি ধ্বংস করে আজি তার কুহক করাল ।

চাতকের কণ্ঠ-পুটে লাঙ্ঘিতের আর্ন্ত নিবেদন,
 মুহূৰ্ণুহঃ প্রেরি মোরা । মেল দেব তন্দ্ৰানু লোচন,
 সুধাপান-মোহ টুটে শতমন্তু উঠ উঠ জাগি,
 ধামুক অস্মরেনৃত্য সভাতলে ক্ষণেকের লাগি ।
 এ কি অঘটন হেরি রাজা যার সহস্রলোচন,
 অনীক্ষিত রবে তার দুঃখভার হবে না মোচন ?
 শুধুই স্বর্গের রাজা নহ তুমি, হে শচী-রঞ্জন,
 কেবল দেবেরি লাগি সঁপেনিক দধীচি জীবন ।

ডাক ডাক পুরন্দর তূর্য্যনাদে বত অমুচরে,
 ডাক কাল-প্রভঞ্নে ঐরাবতে পর্জন্ত পুষ্করে,
 হানো বজ্র বৃত্র-শিরে হে বাসব, প্রকৃতি-সুহৃদ,
 সার্থক বৃত্রহা নাম বর্ষে বর্ষে করো গোত্রভিদ্ । *

* বৈদিক পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যায় ইন্দ্র মেঘবৃষ্টির দেবতা, বৃত্রই অনাবৃষ্টি,—কৃষিশত্রু ।
 তপস্তার দ্বারা অনাবৃষ্টি দূর করা চলে । দধীচির অস্থি ঘনীভূত তপঃশক্তি ।

আহরণী

শঙ্খা

নমি শঙ্খ শুভ্রজ্যোতি—দিব্যজ্যোতি চিরপুষ্পব্রত,
হে ঋষি কঙ্কালসার, তপঃশীর্ণ নমি সারস্বত ।
গহন জলধিতলে বিক্রমের রচি তপোবন,
কত যুগ যুগ ধরি তপস্রায় ছিলে নিমগন ?
অপার অনধিগম্য জলধির অন্তরের বাণী
সান্দ্রীভূত কেন্দ্রীভূত ভরি তব চিত্ত-রঞ্জখানি,
সেই বাণী তব কণ্ঠে শাস্তিধন বরাভয়ময়,
গৃহে গৃহে কর তাই উদীরণ অনন্তের জয় ।

শ্রুতির অগ্রজ তুমি, পঙ্খাশুকি করি আগে আগে
আশ্রমে আনিলে তারে—সেই ধ্বনি আজো কণ্ঠে জাগে ।
মোরা মূঢ় দীক্ষাহীন লভিনিক স্বাধ্যায়-মঙ্গল
কুব কণ্ঠে গৃহে গৃহে শুনি তার বারতা কেবল ।

ভুলিনি, আনিলে তুমি উদ্বোধিয়া হর-জটা হ'তে
মনাকিনী-রসধারা ঐরাবত-বিমথন শ্রোতে,
মৃতসঞ্জীবন বাণী উদ্বোধিলে আর্য্যাবর্ত ভরি,
পিতৃ-গৃহ-প্রাঙ্গণের ভস্মস্তূপে জীবন বিতরি ।
গৃহ দেবালয়ে তুমি সন্ধ্যাপ্রাতে গাঢ় মূর্চ্ছনায়
মঙ্গল সঞ্চার কর গৃহস্থের নিত্য অর্চনায় ।
যতদূর ধ্বনি রটে ততদূর পুণ্য সমীরণ,
রচিয়া মঙ্গল-গণ্ডী রক্ষা কর নর-নিকেতন ।

তব স্বরে ক্ষাত্র-বীৰ্য্য উদ্বোধিত শূরের অন্তরে,
 তেজোদৃপ্ত যোধ-বৃন্দ শোণিতাক্তি হেলায় সন্তরে।
 উদ্বেল রুধির-সিকুজাত জয়-শ্রুতির প্রণব
 তব কণ্ঠে যুগে যুগে উদীরিত, হে সিকু-সম্ভব।

ধ্বস্তুরি-করম্পর্শে অনাময়ী বিভূতি তোমার
 হে ধ্বনি, দধীচি-ধর্ম্য বৈজ-গৃহে করেছ প্রচার।
 কেদার-কান্তার ত্যজি পদ্মাশয়া তব আবাহনে,
 সাতকুম্ভ-কুম্ভ কক্ষে আসে পল্লী-সন্তান-ভবনে,
 প্রতিগাত তব ধ্বনি লভি স্থল বৈভব আকার,
 শুক্তি মাঝে মুক্তাসম পূর্ণ করে মঞ্জুষা কি তাঁর ?

সর্ব শূভ অলুষ্ঠানে কর তুমি শুভাধিবাসন,
 নব জাতকেরে তুমি এ সংসারে কর আবাহন।
 সতীর শ্রীকরে আর চিররাধ্য পতির চরণে,
 শঙ্কক-শৃঙ্খলরূপে বাধিয়াছ শাস্ত বন্ধনে।
 মণিবন্ধ দুটি বাধ সর্ব কশ্মে সংযম সঞ্চারি'
 আপনি হ'য়েছ ধন্য সেবাস্বর্মে মঙ্গল বিধারি'।
 কুললক্ষ্মী-মুখবাতে পূর্ণ তব বরণ্য জীবন,
 পূততর করি তায় নিজে হও পরম পাবন।

কাব্যকণা

মরণ-গৌরব

তপনের মত মোর সগৌরব মরণের লোভ,
ব্যোমলোক উজ্জলিয়া সন্ধ্যারাগে হাসিতে হাসিতে,
এ ধরার পরমায়ু হোক ক্ষীণ—তাহে নাই ক্ষোভ,
হোক বিড়ম্বনা-ভোগ, দিন দিন যাইতে আসিতে ।

চাহিনা মরণ আমি, মহাকাল, চন্দ্রমার মত,
পক্ষ ধরি বক্ষে ধরি তিল তিল ক্ষয়ের যন্ত্রণা,
কি হবে জীবন দীর্ঘ যদি তাহা মেঘশয্যাগত ?
চাহিনাক চারি পাশে সারারাত তারার বন্দনা ।

অধ্যাপথে

ছোট শিশু যদি উঠিতে না পারে মায়ের কোলে,
লুয়ে প'ড়ে মাতা চুমা দিয়ে তারে বক্ষে তোলে ।
সিদ্ধু যদি বা কল্লোল তুলি ছু'তে না পারে,
নমি দিগন্তে দেয় পরশন গগন তারে ।

ক্লান্ত শ্রান্ত নদী যদি ছুটি বঁধুর পানে,
জোয়ারে উছলি পারাবার তারে হৃদয়ে টানে ।
দীন ক্ষীণ যদি ভক্ত কাতর সজল আঁখি,
লয় তবে বাহু বাড়ায়ে দয়াল হৃদয়ে ডাকি ।

তপ ও জ্ঞান

মিলে হাসি-মুখ শত জনমের কত তপ-উপচয়ে,
মুঢ় সেই জন রুঢ় তপ যেনা করে তার বিনিময়ে ।
সরল হৃদয় অগাধ জ্ঞানেরই পরম চরম দান,
পাপী সে করে যে তার বিনিময়ে জটিলতা সন্ধান ।

দেবতার মুক্তি

মানব, মন্দির রচে শিলা দিয়ে উন্নত সুন্দর ;
দেব-কারাগার, তাহে বন্দী দেব ব্যথিত কাতর ।
অস্থখ, মন্দির রচে বিদারি সে দেউলের বুক,
দেবতা লভিয়া মুক্তি, অক্ষে তার লভে নিজামুখ ।

অনুতাপ ও অশ্রু

যবে অনুতাপ সব গ্লানি পাপ করিল ভস্মচূর্ণ,
অশ্রু-গন্ধা ভাসাইল তায় দূরদূরান্তে তূর্ণ ।
অনুতাপ যবে হল-কর্ষণে কোমল করিল চিন্তে,
অশ্রু ভূষিল খর বর্ষণে শস্ত্র-শ্রামল বিত্তে ।
অনুতাপ যবে পাপেরে জিনিয়া ফিরিল শিবির-কক্ষে,
অশ্রুহীরক-বিজয়-মাল্য ঢুলিল তাহার বক্ষে ।
নারায়ণ যবে অনুতাপরূপে অবতরিলেন মর্ত্তে,
লক্ষ্মী তখন অশ্রুধারায় মিলিলেন আঁধি-বস্ত্রে ।

তুলসী

সেবিয়াছ সযতনে স্মার্কিত গৃহাঙ্গনে বেদিকার পরে,
ধূপে দীপে সাঁজো ভোরে ভূষিয়াছ গঙ্গানীরে বৈশাখ-বাসরে ।
প্রতিদান লহ তারি, আজিকে খেয়ার কড়ি পথের সম্বল,
ব্রিঙ্ক মোর ছায়া-ক্রোড়ে মুদ ভবনদীতীরে নয়নযুগল ।
আমি বৎস হরিপ্রিয়া মঞ্জরী অঞ্জলি দিয়া করি আশীর্বাদ,
কাণ্ডারী ক্ষমুন ত্বরা তোমার জীবনভরা সব অপরাধ ।
শুননাক উচ্ছ্বসিত মায়ার ছলনা যত হাহাকার-রোল,
ক্ষীণ কণ্ঠে মনে মনে বল বৎস মোর সনে হরি-হরি-বোল ।

দুর্কা

অকিঞ্চন তুচ্ছ আমি, জনমেছি পদতলে ধরিত্রীর বুকে ।
দাও সবে পদধূলি তৃণ-জন্ম ধ্বজ হোক, ম'রে বাই স্মৃতে ।
মম দৈন্তে ক্ষুন্ন হ'য়ে কেন মোরে রত' ভাই অর্ঘ্য দেবতার ?
তৃণায়িত দাস্ত আমি, কাড়িয়া লয়োনা মোর সেবা অধিকার ।
পাষণ-বিগ্রহ পায় নিগ্রহের বেদিকায় হব শুষ্ক মৃত ;
জীবননয়ীর গায় অক্ষয় যৌবনসম আমি রোমাঙ্কিত ।
মন্দিরে পূজারীরূপে অভিমানে ভক্তিহারা যেন নাহি হই ।
বিশ্বের সেবায় যেন জন্মে জন্মে যুগে যুগে শূদ্র হ'য়ে রই ।

প্রকৃত অর্ঘ্য

এটা ওটা সেটা দিয়ে কত তুমি পূজিয়াছ তাঁয় ।
কিছুই ছোননি তিনি অনাদরে সকলি শুকায় ।
মধুগন্ধে জীবনের শত দলে কর বিকসিত,
পদ্মে পদ্মে পা ফেলিয়া যান তিনি কমলাদয়িত ।

‘দিন্মু তোমা, লও’ বলি কিছু তাঁরে হয়নাক দিতে ।
 যা-কিছু সুন্দর সবি অর্ঘ্য তাঁর এ বিশ্ব-বেদীতে ।
 কলা মূলা ঘুষ দিয়ে শ্রীধর কি পাইল চরণ ?
 শ্রীনাথের শ্রীচরণে স্বত অর্ঘ্য শ্রীধর-জীবন ।

পলিত ও ললিত

“একে একে ক্রমে করেছে প্রয়াণ সকল সাথী ।
 শীতের শীতল সমীর কাঁপায় দিবস রাতি ।
 এখনো জীর্ণ পলিত শীর্ণ পর্ণ ওরে,
 তরুর শাখায় রোস্ কি আশায় শুধাই তোরে ?”
 “যে গেছে সে যাক আমার এখনো আসে নি দিন,
 বাকী আছে মোর শোধিতে এখনো ধরার ঋণ ।
 কচি কিসলয়ে আঙুলি রহিব দারুণ মাঘে,
 ছায়াটুকু দিব শিশিরে ঝাঁচাবো ঝরার আগে ।”

রৌদ্র রস

উগ্র ভান্ডুর ময়ূখ মালায় ঝলসিয়া পড়ে মহী,
 একা ও রাজীব রয়েছে সজীব তীত্র দহন সহি ।
 চারিদিকে তার শীতল সলিল হিল্লোলি গায়ে পড়ে,
 নলিনীপত্রে সতত পবন আদরে বাজন করে ।
 পঙ্ক যোগায় তারে প্রাণরস মৃণাল-ছিদ্র-পথে,
 তবে সরসিজ সূর্য্যের তেজ স’য়ে রয় কোন’ মতে ।
 এত রসময় জীবন যার সে রুদ্রে পূজিতে পারে,
 রসভাণ্ডার ভরা যেথা সেথা সকল ব্যথাই হারে ।

আহরণী

হাসির ফুল

শুভ্র কণিক মুখের হাসি, শিশির-ভেজা দ্রোণের রাশি,
বুকের হাসি সজীব তাজা রাঙা কমল ফুলের রাজা ।
সুখের হাসির কনক বরণ, চাঁপার মতন মনোহরণ,
দুখের হাসি অধর-পুটে অপ্ৰাক্ষিতার মতন ফুটে ।

জ্ঞান ও প্রেম

জ্ঞান, প্রেম, দুজনেই ত্যাগবীর, তপস্বী, বৈরাগী,
ঐহিকতা একেবারে ঘণ্য বলি তবু নাহি মানি ।
জ্ঞান বিশ্বামিত্রসম যুদ্ধ করে প্রতিষ্ঠার লাগি,
প্রেম কণ্ঠসম নিজ বুকে টানে পরের সন্তানে ।

প্রকৃত সক্ষম

মুখ হাসে বাহে, হাসেনাক' চোখ, তার নাম নয় হাসি
বুক না কাঁদিলে হয় কি কান্না, চোখে শুধু জলরাশি ?
কণ্ঠ গাহিলে হয়নাক গান নাহি গায় যদি প্রাণ,
আত্মা না দিলে শুধু হাতে-করে-দেওয়ারে কে বলে দান ?

জীবনে ও মরণে

এ-পারে মরুভূ ধূ ধূ চরণ দহিছে শুধু ঈর্ষাসিকতার,
বশ যেথা লুকু ক'রে শেষে হায় ক্ষুর করে মরীচিকাপ্রায় ।
মরণের পরপারে রচেছে সে শ্রদ্ধাভারে শ্রাম নিঃস্রাব্য,
কুজন গুণজন স্তবে ভোগ্যফলে পুষ্পাসবে ঋদ্ধ বনচ্ছায়া ।

তীর্থ

রাখাল তাহার গাভীরে হারায়ৈ বৈশাখী জল ঝড়ে,
 দুই দিন পরে ফিরে পেয়ে তারে কক্ষ চাপিয়া ধরে ।
 লেহনপরশে পুলকাঙ্কিত কপোলে অশ্রু গলে,
 বাৎস্যের গোমুখী-তীর্থ জাগিল কুটীর-তলে ।
 জ্যৈষ্ঠের দিনে গোষ্ঠের দাহে ক্লান্ত, তপ্তকায়ে,
 রাখাল যখন শ্রান্তি দূরিয়া স্নানীতল বটছায়ে,
 গাছের গুঁড়িটি আঁকড়িয়া কয় “বৃক্ষ, ঠাকুর তুমি !”
 বটতল হয় প্রেম-মৈত্রীর বোধিতরু-তলভূমি ।

পুষ্পিত কাল

শতেক কিরণ ধারায় ফুটিছে উবা কমলের শতদলে,
 সন্ধ্যামণির পীতিমায় ফুটে নিতি সায়াহ পরিমলে ।
 কুপিত অরুণ জবায় বিকসে মধ্য-দিবস রাঙা হ’য়ে,
 সন্ধ্যা ফুটিছে কুমুদের দলে জ্যোছনাগলান সূধা ল’য়ে ।
 আঁধার নিশীথ বিকাশ লভিছে অপরাজিতায় থরে থরে,
 শেষ রজনীর করুণ বিদায় দীন সেফালিতে ফুটে ঝরে ।
 পুষ্পিত হ’য়ে চলিতেছে কাল ফুটিছে ঝরিছে ক্ষণে ক্ষণে,
 আলো আঁধারের লীলা চলে কিবা ফুলের স্রুতি জাগরণে ।

সত্য-সাধনা

সত্য সাধনার ফল তরুর রুধিরে পুষ্ট কঠোর মধুর,
 নহে সে অলস ফুল রঙীন কামনাকুল লতিকা-বধূর ।
 নহে কুলক্রমাগত, ছলজিত, বলহত রাজ-সিংহাসন,
 ক্ষত বক্ষে এয়ে জয় হারাইয়া ধর্ম্মরণে সন্ততি-স্বজন ।

আছরগী

গিরি-গাত্রে স্বতঃস্ফূর্ত ঋতুর প্রভাবে স্ফূর্ত উৎস-ধারা নয়,
এযে খননের ফল, গভীর কূপের জল অমল অক্ষয়,
শীতল চন্দ্রিকা নয়, এযে দীর্ঘ ঘন হৃদে চপলা প্রখর,
স্নেহের আশিস নয়, কাননে কাস্তারে তপে অর্জিত এ বর ।

সঙ্গীত ও মাধুরী

শাখিশাখে পাখী গাহি স্নমধুব গান
ফলের সুরসে মাধুরী করিল দান ।
কুসুমের বনে গাহি গুঞ্জে গীতি—
অলি ফুল-মধু মধুর করিছে নিতি ।
গুণ-গুণ গানে গাহিয়া দোহন-কালে
গোপের ছলানী গোরসে মাধুরী ঢালে ।
যুগ যুগ ধরি^১ গাহিয়া প্রেমের সুর
করিয়াছে কবি প্রেমে এত স্নমধুর ।

চারিটি উপমা

হাসিহীন মুখ যেন শশিহীন স-খন গগন,
গান হীন কণ্ঠ যেন মুক প্লান কারার জীবন ।
অশ্রুহীন দৃষ্টি যেন বৃষ্টি-হীন ধূসর নিদাঘ,
দীর্ঘশ্বাসশূন্য হৃদি চিররুদ্ধ পঙ্কিল তড়াগ ।*

* লেখকের এইশ্রেণীর হৃদয় কবিতার সংগ্রহপুস্তক বঙ্গরী ।

স্মৃতি-কথা

চিত্ত-বিস্মোগে

পুণ্য চিতার বহ্নি-পথে কোথায় গেলে চিত্ত-বীর ?
কোথায় গেলে শূন্য ক'রে লক্ষ সখার বক্ষোনীড় ?
দীন জননীর দাস্ত-হরণ জন্ত সূধা আনতে কি ?
স্বর্গে গেলে বন্ধ-মোচন মন্ত্রটিকে জানতে কি ?
জিন্তে নচিকেতার মতন মৃত্যু-বিজয়-ধনটিরে,
আতিথ্য কি করলে গ্রহণ ধর্মরাজের মন্দিরে ?
না পেয়ে ক্রায়বিচার হেথায়—ভবনদীর এই পারে,
গেলে কি আজ দিন-দুনিয়ার শাহান-শাহের দরবারে ?

কোথায় গেলে জাতির ত্রাতা তিরিশ কোটির বাহুর বল,
কোথায় গেলে হৃদয়-বিধু ? হায় বিজয়ী রাহুর দল !
কোথায় গেলে নরের গুরু, নরনারায়ণের দাস,
ছিন্ন করি হাজার হাজার নিবিড় আলিঙ্গনের পাশ ?
জীবন-বাগের হোতা কোথায় ? লুপ্ত ধূমে যজ্ঞানল,
তোমার হবির বদলে তায় ঢাল্ছি মোরা অশ্রুজল ।
তোমার তপের দীপ্তিহারা আধার লোকারণ্য হায়,
আশ্রমে তার অশ্রু-করণ হরিণ-নয়ন খুঁজছে কায় ?
হে বিজয়ী দ্বিগ্বিজে আর আমাদের ডাক্বে কে ?
অশ্রমেধের অশ্রু মোদের দেশবিদেশে রাখ্বে কে ?
জ্যা-আরোপণ করবে কেবা তোমার বিশাল কান্দুকে ?
সত্যকেতন রথে তোমার বসন্তে সাহস কার বুকে ?

আহরণী

ভক্ত রসিক চিত্ত তোমার সজীব চির তারুণ্যে,
জীবন তোমার কাব্য সরস রামায়ণের কারুণ্যে ।
অশ্রু-পাশুট কাব্য 'মরণ' জিনেছ যে মেঘদূতেও,
কায়মনোবাক্যে কবি অমর কবি মৃত্যুতেও ।
তোমার জীবন-কাব্যখানি ভারত-বাণীর কর্ণধার ।
স্বর্গারোহণ সর্গটি তার অন্তে চরম চমৎকার ।

তোমার 'জেত-বনে' আজি কাঁদছে সারিপুত্রগণ,
সুজাতারা অন্ন নিয়ে করছে তোমায় অশ্রেষণ ।
মোদের মনের 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার সিংহাসন',
শূন্য আজি । বসবে কেবা ? পারবে ছুঁতে অল্প জন ?
তোমার খড়ম পূজ্য পরম সকল অর্ঘ্য করুক জয়,
ঐ পাচুকা-তন্তু-শাসন চলুক এখন বঙ্গময় ।
হাজার হাজার শিখণ্ডীর আজ বিনিময়েও যদিই পাই,
ভীষ্ম, তোমায় বিশ্বমানব-রণাঙ্গনে আবার চাই ।

গীতার বাণী সবাই শোনে, কেউ ত তারা পার্থ নয়,
নবায়ুগের সবাসাচী, তোমার কাণেই বার্থ নয় ।
তোমার জীবন-ধর্ম্যে আবার সফল গীতার মর্ম্মসার :
তোমার চরিত সোদাহরণ কর্ম্মধন ভাষ্য তার ।
'সত্ত্ব'-মধু 'রজের' রঞ্জে জীবন তোমার পুষ্পময়,
উপবনের চিত্ত-কোরক তপোবনেই ফুল হয় ।
মিলন তুমি 'শঙ্খ-গদ্যায়' 'দীপক এবং মল্লারে',
সন্ধ্যারাগে চন্দ্রিকাতে, রক্তজবায়ে কল্লারে ।

চিন্তা-বিশ্লোকে

তৃণাদপি স্নহীচ, তবু অপৌরুষে ক্রৈব্যে নয়,
সৈন্য দিয়ে নয়ক তোমার, দৈন্য দিয়ে দিশিঞ্জয় ।
জানতে তুমি বাগ্মিতা ধী, তীক্ষ্ণ মেধায়, রত্ন-প্রাণ
আত্মজ্ঞানের তত্ত্ব লভি হয় না কভু সত্যবান ।
স্বরাজ সুরু আত্মা হতেই, অন্তরে তাই শক্তি চাই,
মসীর বলে, অসির বলে, পেশীর বলে, মুক্তি নাই ।

অজ্ঞে তোমায় অল্লায়ু কয়, আয়ুষ্কালেও নওক হীন,
মোদের যাহা একটি বরষ তোমার তাহা একটি দিন ।
এম্মি তোমার চিন্তাঘন কর্ম্মনিবিড় দণ্ডপল,
এক জীবনেই পেলাম মোরা লাখ জীবনের বাঁচার ফল ।
জীবনই নয়, পেঁচার জীবন, খাঁচার জীবন লাখ বছর,
স্বাসগ্রহণই জীবন যদি হাফর তবে প্রায় অমর ।
দশ কোটি দিন শূন্য হলে যোগেও শেষে শূন্য হয়,
তেমন জীবন একটি তোমার মরণ-পলের তুল্য নয় ।

বেশত ছিলাম অন্ধকূপেই স্তম্ভ মনে নির্বিকার,
সত্য জেনে অন্ধকারে পঙ্কহিমে জড়-অসাড়,
মুক্ত বায়ে আন্লে কেন দেখালে সোম-রবির মুখ ?
তাঙ্লে কেন সরীসৃপের অনেক যুগের সৃষ্টি-সুখ ?
মানবতার মর্যাদাবোধ কতদিনের বিস্মরণ !
আবার কেন শূদ্র-প্রাণে করলে গুরু উদ্বোধন ?
হঠাৎ ফেলে চলে কোথায় ? অকূল পাথার ! অন্ধকার !!
কোথায় তরী ? কোথা বা তীর ? চলে না হৃৎস্পন্দ আর ।

আহরণী

ফুরিয়ে গেছে দোলঝুলনের উৎসব-রোল পূর্ণিমায়ে ।
আজ আষাঢ়ের বনঘটায় তোমার রথ-যাত্রা হায় ।
হাজার ফণার ছায়ায় ভরে ‘অনন্ত’ ঐ যাত্রা-পথ,
লক্ষ বৃকের উপর দিয়া চলল তোমার জৈত্র রথ ।

কি মধুময় ছিলে তুমি মধুচ্ছন্দা মধুক্ষর ।
আশ্রু মধু, হাস্য মধু, কাব্যে মধু, মধুস্বর ।
সত্য পেত তোমার মুখে মধুরতায় ভৃগুর বল,
রুক্ম কথার মৃগাল কাঁটায় ফুটত মধুর পদ্মদল ।
সৃষ্টি মধুর, দৃষ্টি মধু বৃষ্টি সদা করত যে,
ছিলে মধুপ নীলমাধবের রাতুল চরণ পঙ্কজে ।
স্মরি মধুপর্ক-হৃদয় স্মরি মাধুকরীর বেশ,
হে মধুমাস, করলে তুমি একটি যুগের বর্ষশেষ ।

তোমার শোকের সিন্ধু-সরিৎ মধুক্ষরা আজকে হোক,
মধুক্ষরণ করি পাবন দীর্ঘশ্বাসের পবন বোক ।
ধরার ধূলি অঙ্গে উঠে হোক মধুময় অঙ্গরাগ,
তৃণৌষধি ক্ষরুক মধু মধুতে হোক পুষ্ট যাগ ।
কবির ছন্দে বরুক মধু ক্ষরুক মধু যজ্ঞধুম,
মধু-ক্ষরণ করুক গগন পুষ্পিত হোক মধুজ্জ্বলম ।
আদিত্য সোম মধুহ্যতি বিলাক মধু বিশ্বময় ।
ওঁ মধু ৩, মধুজীবন, শাস্তি ! শাস্তি ! স্বস্তি ! জয় !!

কবি গোবিন্দদাস

বাঙাল দেশের কাঙাল কবি যাচ্ছ আজি নেই যে ধামে
 ধনীর পীড়ন ধনের প্রয়োজন,
 আজকে তোমার শুভক্ষণে চোখের জলে শোকের নামে
 করব না পথ পিছল অকারণ ।
 সকল জালা জুড়িয়ে গেল আজকে অশান-বৈশ্বানরে
 হর্ষে নাচে তোমার চিতার শিখা,
 অমর হ'য়ে রইল শুধু কাব্য তোমার বাণীর করে,
 দেশের ভালে কলঙ্কের টীকা ।

দেশে সোনার মিনার উঠে, বাগ্‌দেবতার বালাখানা
 তোষাখানার বিশাল আয়োজন,
 জ্ঞান-সাধনার নামে দেশে জুটে বিলাস বস্তু নানা,—
 সোনার অর্জিন, সোনার কুশাসন,
 পরিষদের সভায় রাজা মহারাজার তাজের ছটা
 গ্রন্থশালায় রাজে হাজার ছবি,
 সম্মিলনে সম্মেলনে মহোৎসবের প্রমোদ-ঘটা,
 পায় না থেতে দেশের কাঙাল কবি ।

বলছি বটে, সত্যি তোমার পেটের জালাই বড় কথা ?
 তেজের জালায় জলত তোমার পেট ।
 সহিয়াছ সেই জালাতেই পাজরভাঙা হাজার ব্যথা
 তবু তুমি হও নি কভু হেঁট ।

আহরণী

মাগনি ভিখ দেউলপথে ঝুলি কাঁধে বাউল সাজে
লেখনি নাম চিরদাসের খতে,
বাণীরে বা-নরী করি নাচাও নি রাজসভা মাঝে
নাট্যশালার নেপথ্যেরই পথে ।
চেষ্টা ক'রে হওনি কবি, কবি হ'য়েই জন্ম নিলে
প্রাচীন শ্রামল বাংলা মাটি চিরে,
তোমার কবি-প্রতিভাটির প্রতিমাটি তিলে তিলে
তৈরী নহে শিল্পশালার ভিড়ে ।
পীড়ন-জ্বালায় দর্পফণা তুলেছিলে—সর্পকবি,
কাব্য-গীতির মলয়গিরির ভূমে,
কাঠুরিয়ার নিষ্ঠুর কঠোর কুঠারখানার পরশ লভি
ছড়ালে বিষ্ণু চন্দনেরই জ্বলে ।
বাণী তোমার বজ্রবাণী, অগ্নিময়ী তোমার ঘৃণা
শৃঙ্গী ঋষির শাপের মত গতি,
লেখনীরে করলে অসি, মুষল হলো তোমার বীণা,
ছিন্নমস্তা তোমার সরস্বতী ।
তোমার প্রতি অত্যাচারের চিত্র যখন নেত্রে ভাসে
করালী-রূপ ধরে আমার বাণী,
রুদ্র রুঢ় অমার্জিত তোমার ভাষণ কণ্ঠে আসে
ভদ্রকালীর শাসন নাহি মানি' ।
শরাহত মরালসম মরলে জ্বালায় ছটফটিয়ে
গাইতে তুমি পেলে তেমন কই ?
অন্ন বিনা কণ্ঠনালীর জোর বাধিবে হায় কি দিয়ে ।
চাওনি কিছু অন্ন দুটি বই ।

গুণীর প্রশ্নানে

(অদ্বিতীয় সঙ্গীতাচাৰ্য ৮ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রভুর তিরোধানে)

বীণাপাণির কমলবনে পাঠিয়ে দিয়ে ঐরাবতে,
ফাল্গুনের শ্রী-কুঞ্জ-গিরে বজ্র হেনে কনকরথে
ইন্দ্র গেলেন তোমায় নিয়ে মোদের সুধাকুন্ত হরি' ।
স্বর্গে তোমার বোধন যখন আমরা হেথায় রোদন করি ।

হায় গুণী হায় চেয়ে দেখ তোমার পূজাশ্রমের পানে,
ভক্তেরা সব তোমার শোকে বীণ-বেহালা বক্ষে হানে ।
রুদ্ধ যে বাক্য বাগ্‌দেবতার কণ্ঠমূলে বাস্পভারে
চক্ষু তাঁহার ব্যথায় গলে মুক্ত বাড়ায় বক্ষোহারে ।

হে রসরাজ, নাই তুমি আজ গায়নসমাজ স্তব্ধ মুক,
মধুমাসের সভায় হেথায় নীরব অলি কোকিল-শুক ।
গদগদ নাদ বন্ধ নদে, নিব্বরে নেই কুলুধ্বনি,
ঋতুরাজের বরণে নাই সুরবালাদের হুলুধ্বনি ।
দধিন পবন গায় না আজি কীচকবনের রঞ্জমুখে,
বংশী সেতার বধির বেতার বোল উঠে না খোলের বুকে ।
মন্ত্রহীন পর্গসভা, মৌনী বিরস রসাল তরু,
ঋতির তৃষা মিটবে কিসে এ দেশ হলো বিশাল মরু ।

তোমার সাধের বসন্ত ওই আসন্ন আজ অশোকবনে
বসন্তরাগ গেয়ে তারে কখনো কিসের মনে ?

আহরণী

বাহার গাওয়ার দিন যে এলো করব মোরা হায় বিলাপই ?
রাঙাবে না হোলীর হিয়া তোমার গাওয়া সিঙ্ক-কাফী ?
সুরের চকোর উড়বে না আর বঙ্গভূমির জলদ চিরে—
প্রলাপ আজি রসালাপের ঠাই নেবে হায় মীড়ের নীড়ে ?
গর্জ্জবে হায় বাঘবাঘিনী, 'রাগরাগিনীর' তপোবনে,
অরসিকের কণ্ঠে 'গমক', ধমক বলেই লাগবে মনে ।
সামের বোধক, শ্রামের সাধক 'নামের' সেবক গেলে চ'লে
জীবনসাঁজের সুর পুরবী গাইতে তুমি কৈ আর র'লে ?

অরসিকের সভায় হেথা গিয়াছে সুর কেঁদে কেঁদে,
প্রাণের পুরে পায়নি প্রবেশ শ্রুতির দ্বারে সেধে সেধে :
বৃথাই হরির নাম গেয়েছ স্বর্ণথরের কর্ণমূলে,
বৃথাই ভজনগান গেয়েছ হায় অসুর-ধুনীর কূলে ।
লক্ষ্মীমায়ের তোরণতলে অন্ন-দায়ে সাধলে বীণা,
রূপার চেয়ে ঘণাই অধিক দিল সে যে হৃদয়হীনা ।

যে সুর শুনে অসুর নত, সিংহ কেশর ঢুলায় পায়,
রুদ্র কাঁদে, বজ্র নামে গ'লে ধরার ধূলায় হায়,
যে সুর শুনে দম্ভ্য করে সরস্বতীর উপাসনা,
পাষণ গলে, সে সুরে হায়, গল্গলনাক রূপাসোনা ।
বিষয়-বিষের হৃদের বৃকে বাণীর মরাল খেল্ল কই,
অনাদরের হিমে তাঁহার নলিন নয়ন মেল্ল কই ?
ঠিক বলেছেন তোমার কবি,—গান জমে না তাদের মাঝে,
গুণীর গলার সঙ্গে যারা মনে মনে সুর না ভাঁজে ।

চিন্তা-বিরোধে

তরু হতেও সহিষ্ণু তুমি সহিয়াছ সবার হেলা,
অশ্রু-পাথার উত্তরণে হলো তোমার বীণাই ভেলা।
প্রতিধ্বনি না পেয়ে তান ঝরত গ'লে ছনরানে,
মানস-সরের নীর বাঁধাত' অশ্রু তোমার অভিমানে।

তরুণ রবির রথের অরুণ, যজ্ঞ-কুশল হে সারথি !
তোমার করেই যজ্ঞিত তাঁর সপ্ত সুরের বাজির গতি।
রবির কাব্য-মধুমাসের বসন্ত-দূত কণ্ঠ তব
মস্ত্রে তোমার বাণীর সাথে সুর-পরিণয় নিত্য নব।

ভক্ত তুমি, ভাবুক তুমি, শ্রীমুন্দের সেবক তুমি,
ধন্য গৌরভক্ত বংশ, ধন্য গোড়বন্ধতুমি।
গীতির ছলে কমলে শুধু গীতানাথের আরাধনা
তোমার কণ্ঠদূতের ছিল শ্রীবৈকুণ্ঠে আনাগোনা।

এই যে রুচ রাঢ়ের মাটি এর ধূলিতে জন্মে নগ্ন,
ঘন রসের ফল্ল হেথা এই ত চিন্তামণির শনি।
হরিনামের প্রচার হেথা যে নাম পরিণামের গতি,
শক্তিবোধন ভক্তিসাধন করল স্বয়ং সরস্বতী।
যুগে যুগে এই মাটিতেই জন্মে প্রেমের রসাস্কুর,
অম্বিকা, নাম্নুর, কেঁহুলী, ধন্য চুপী বিষ্ণুপুর।
আনলে পাথার নূতন রসের অজয়-দামোদরের দেশে,
কিন্নর লোক হতে তাহে তানের তরী আসল ভেসে।
তুমি গেলে যে মাটিরে পীযুষ-ধারায় সরস করে'
সেই মাটিরে ভিজাই মোরা, আজকে শুধু নয়নলোরে।

সন্ধ্যাতারার কবি *

সন্ধ্যাতারার কবি তুমি আজি স্মৃতির গগনে সন্ধ্যাতারা,
 'ভবানীতারার' মন্দিরে তব সন্ধ্যা আরতি হলো কি সারা ?
 প্রেমপরিমল-মণ্ডল তাজি চলে গেলে ভান্ন সারস্বত,
 অকালে মানসসরসী-রাজীব-জীবনে করিয়া মূর্ছাহত ।
 অলির পিয়াসা মিটিল না হায় চীৎকারি কঁাদে চক্রবাক,
 শোক-তরঙ্গে ছত্রভঙ্গ চারিদিকে রাজহাঁসের ঝাঁক ।
 তোমার হৃদয়-মৃণালে ঘেরিয়া মধু-চক্রটি রচিল যারা,
 তোমাঝি চিতার ধূমে লাক্ষিত আজি তারা হের ছন্নছাড়া ।

নববন্ধের বিক্রমার্ক, কোথা গেলে ? কঁাদে তোমার কবি,
 তুমি না শুনিলে ঋতুমঙ্গল-সঙ্গীত তার বিফল সবি ।
 হে গুণী রসিক, তোমার বিহনে ধ্রুপদের সত্যভঙ্গ হবে,
 হে জগদিত্ত, রাঢ়বরেন্দ্রে 'মুরজমঞ্জু স্তব্ধ র'বে ।
 বঙ্গবাণীর মুকুতার হারে তুমি ছিলে হেমসুত্রাকার,
 আজি শোকশ-মুকুতার সাথে হারের মোতিরা লুটিছে তাঁর ।

চিরনির্জর রসনিবঁর, ধীরপ্রশান্ত জীবন তব
 কণ্ঠে তোমার চিরবসন্ত নিশ্বাসে ছিল স্মরণি নব ।

* মহারাণী ভবানীর বংশধর নাটোরের মহারাজ অশেষ গুণে গুণী ছিলেন ।
 সন্ধ্যাতারা তাঁহার কাব্যগ্রন্থ—মুরজাহান ও দারার দুয়দৃষ্ট তাঁহার গল্পগ্রন্থ । তাঁহার
 গল্পভাবা-ভাজ গুরুগভীর—ধ্রুপদী চণ্ডের । তিনি সর্বপ্রকার কলাবিদ্যার রসজ্ঞ ও সাহিত্য-
 গণের শরণ্য ও পরম বান্ধব ছিলেন । তিনি সুবিখ্যাত মুরজবাদক (পাখোয়াজী) ছিলেন ।
 গ্রন্থকারের ঐতুমঙ্গল তাঁহার নামে উৎসৃষ্ট । রাক্ষপথে মোড়রের আঘাত পাইয়া তাঁহার
 মৃত্যু হয় ।

সঙ্ঘাতারার কবি

সংসার-বিষতরুসজ্জাত দুটী স্বাহ ফলই দিয়াছ সুখী—
হে কলাকোবিদ, চিরসুন্দরে ধোয়ানে ধরিলে নয়ন মুদি ।
স্থিরযৌবনা দিল্লীস্থরী স্বপ্নে অতিথি তোমার দ্বারে,
তারে স্মৃতি-তাজ দিলে মহারাজ ভাষা-মর্মর অলঙ্কারে ।

দারা নাদীরার ছুরদৃষ্টে যে কাঁদিল তোমার চিত্তখানি,
সারা বাঙালার এ ছুরদৃষ্টে দিয়ে গেলে কোন্ প্রবোধবাণী ?

হে জহরী তব পাণির নিকষে কলাভাণ্ডার পরীক্ষিত,
কাঙাল মিতার বাহুপাশে তব রাজবেশ ধূলিধূসরায়িত ।
পর্ণকূটরে দীন আতিথ্য নিলে তুমি পাণি-স্বর্ণপুটে,
উড়িত গেক্সা নামাবলীখানি কেতু হ'য়ে তব হর্ম্মাকূটে ।
কুলে শীলে রূপে ধনে গুণে জ্ঞানে তুল্য কে তব এদেশ মাঝে ?
বিনয়েও তুমি সবারে হারালে, নির্দ্বারে 'তম' তোমায়ই সাজে ।

নীরব কাকলী-কুজনোৎসব, ধরাশায়ী আজি বনম্পতি,
জয় অভিযান আজি অবসান রথতলগত হে মহারথী ।
শায়ক-শয়ন হইতে যেমন গাঙ্গেয়ে নিল জননী চুমি
ভবানী-মাতার শূত্র অঙ্কে বিশ্রাম লভ তেমনি তুমি ।
পথপ্রান্তরে পশু পাছে তুলে নিয়েছিলে তোমার রথে,
আজি যে আঁধার হেরি চারিধার কে হবে বন্ধু তীর্থপথে ?
চিত্তধনের ব্যবধানে তব প্রকৃত মহিমা যায়নি বুঝা,
নিত্য ধনের অধিকারি আজি, লহ কাঙালের প্রাণের পূজা ।

বর্ষতর্পণ

(বৎসরান্তে কবিবন্ধু সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশ্যে)

একবর্ষ হলো গত । গেলে তুমি আমাদের ছাড়ি,
অবসন্ন স্থির করে কোন রূপে মুছি অশ্রুবারি,
মর্মাহত ফিরিলাম কন্মক্ষেত্রে, কাজে ও অকাজে
বৎসর কাটিয়া গেল ক্ষতি ক্ষোভে লাঞ্ছনা ও লাজে,
নব দূর্ভিক্ষুর সনে সঞ্জীবিয়া স্মৃতিটি তোমার
অন্তর্গদ্ব্যখাঘন ফিরে এল আবার আঘাট ।

সুখীও চঞ্চলচিত্ত উন্মনস্ক যে নব আঘাটে,
বিরহে করুণ কবি করিয়াছে যুগে যুগে বারে
তুমি যারে করিয়াছ দুর্কিয়হ কারুণ্যগম্ভীর,
সে আঘাট এলো ফিরে আধারিয়া অন্তর-বাহির ।

*তুমি চলে' গেলে বন্ধু তারপর বিদ্যাৎ করুণ
প্রকৃতি ললাটে হানি গেল রেখে অশ্রুর প্রাবন,
শরতে বাজিল বাঁশী ডুবে গেল তায় আগমনী
তব বিদায়ের গান তখনো যে তুলে প্রতিধ্বনি ।
স্তব্ধ কাব্যকুঞ্জ হেরি হেমস্তের কুণ্ঠা গেল বাড়ি,
ফিরিল গুপ্তিত মুখে শাইবনে আন্তনাদ ছাড়ি ।

ঋতুরাজ ফিরে এসে দেখে হেথা ফিরে গেছে ভোল,
কে গাবে স্বাগত তার ? কে বাধিবে ছন্দের হিন্দোল ?
পলাশে বিলাস নাই, রক্তাশোক এবে শোকারুণ
জাগিল বিহগ-কণ্ঠে ছিন্নছন্দে বেহাগ করুণ ।

নাহি কোন' সমারোহ নিরুৎসাহ প্রমোদের হাট
উৎসবের পুরোহিত করিলে না তুমি নান্দীপাঠ ।
বনে যা ফুটিল পুষ্প অনাদরে শুকাল সকল
এবার বসন্তে মনে ফলিল না 'ফুলের ফসল ।'

আসিল নিদাঘ উগ্র লয়ে "চম্পা সূর্য্যের সৌরভ,"
কবি নাই, কে বুঝিবে তার দীপ্ত হিরণ্য গৌরব ?
রুদ্রেরো গলিল হিয়া,—না মিলাতে তার হাহাকার
বৎসর ঘুরিয়া গেল, শোকঘন ফিরিল আঘাত ।
নবমেঘদূতে হায় হলো না সে অতিথি নন্দিত
কুটুম্বিকার মাল্য কণ্ঠে তার হলো না লম্বিত ।
রচিলে না সিংহাসন "আনন্দের অখণ্ডমণ্ডল
বিকচকন্দম্বে," বৃথা মিলাইল যুথী-পরিমল ।
কেতকীরে ধৃত্ত করি তার পায়ে দিলে না এবার
"কণ্টকের কুণ্ঠাসনে সৌরভের গৌরব" তাহার ।

তুমি চলে গেছ বন্ধু কালনেমি ঘুরিছে তেমনি
নির্ধিকার লোকযাত্রা চলিতেছে চলিত যেমনি ।
তেমনি চলিছে আজো নৃত্যগীত উৎসব অবাধ
আহার বিহার ক্রীড়া কাড়াকাড়ি বাদ বিসম্বাদ ;
যার গেছে তার গেছে । গেছে যা-তা গেছে আমাদের
তুমি যে কি বস্তু ছিলে ছুঃখী দেশে আজি পাই টের ।
কত হত ছিলে তুমি হৃদি জুড়ে ছিলে কতখানি
তোমারে হারারে আজি মর্মে মর্মে প্রাণে প্রাণে জানি ।

আহরণী

নিধ্ব বনম্পতিসম ছিলে তুমি ছায়াচ্ছন্ন করি,
ফাঁকা ফাঁকা খাঁখাঁ দিক হাহাকারে উঠে আজ ভরি' ।
অকৈশোর প্রেমারাধ্য অকৈশোর নেত্রসজ্জীবন,
তৃষ্ণায়ত দৃষ্টি তোমা দিখলয়ে করে অঘেঘণ ।
নাহি আর গোপ্তিসুখ, বন্ধুসভা স্নান স্রিয়মাণ,
স্তিমিত নক্ষত্রে ভরা সোমশূন্য ব্যোমের সমান ।
দেশের মর্শ্বের ব্যথা এ বৎসর হয়নি ছন্দিত
ভগুরা হয়নি তব কণ্টকিত কশায় দণ্ডিত ।
তৃষ্ণাতুর ঋতিযুগ, পক্ষাহত শিথিল লেখনী,
তরেছে নীরস গঞ্জে মন্দগতি ছন্দের তরণী ।

তব করে জয়টীকা লভি বঙ্গে তারুণ্য অজ্জের ।
মুক্তিীর্থযাত্রিগণে তুমি দিলে সঙ্গীত-পাথের ।
সাজাইয়া শাঁখা শাড়ী আলতায় সিঁদূরে কাজলে
ছন্দোভারতীরে দিলে বধূরূপ পল্লীছায়াতলে ।
কল্লতীরে দিলে তুমি খঞ্জনের আখিচপলতা,
মঞ্জু-মরালের গতি, নৃত্যে মত্ত ময়ূরের প্রথা,
ধগেধ্বের ক্ষিপ্ত বেগ, কপোতের গ্রীবাভঙ্গিখানি
গুলস্তাঁ-গুলজার-করা বুলবুলের 'বাহারিয়া' বাণী ।

শত পুণ্যতীর্থ-নীরে অভিষেক করিয়াছ মা'র,
তব কণ্ঠে ঝরিয়াছে রসগঙ্গা বিভিন্ন ভাষার ।
তব করে শুষ্ক শীর্ণ পুরাবৃত্ত,—'তুলির লিখন' ।
লভেছে মূর্ছনা তথা, গীতা,—গীতগোবিন্দ-নিরুপ ।

আজি—শুধু ভাবি তাই কত কলি তব কল্পবনে
 ফুটিতে পারিত হায়, শুকাইল অকাল দহনে ।
 ছুটিতে পারিত হায় দিকে দিকে কত মনোরথ,
 পদাঙ্কগৌরবে তব ধন্ত হতো কত নব-পথ ।
 কত সৃষ্টি অমূল্যকীর্তি র'য়ে গেল তব শিল্পাগারে
 অপূর্ব কল্পনা কত রসস্বর্ভূত হলো না আকারে ।
 কত আদরা এঁকে শেষে রঙ দিয়ে পারনি ভরিতে,
 প্রত্যাশিষ্ট কত সত্যে ছন্দোময় পারনি করিতে,
 কত অকথিত বাণী অব্যক্ত কত ছন্দোগান,
 অগ্রথিত কত মালা, সমারঙ্গ কত অভিযান,
 কত দ্বিতীয়ার চাঁদ বিশালের কতই অঙ্কুর,
 নিয়ে তুমি গেছ চলি, তাই মোরা ভাবি শোকাতুর ।

আজি তব মৃত্যুদিনে অশ্রুকণ্ঠ অলুজ তোমার,
 উন্নয়নে উদজ্জলি জিজ্ঞাসা করিছে বার বার,
 লোকান্তরে কবিস্বর্ণে সমাদরে আছ বা কেমন ?
 লভেছত সগৌরবে দেবতাহুস্ত রত্নাসন ?
 অথবা স্বর্গের ভোগ্য কবি তব লাগিছে বিশ্বাদ,
 কুশাস্কুরসম সদা বিধিতেছে দেশের প্রমাদ ।
 মাগিছ বিদায় বুঝি স্বর্গ হ'তে, পরত্রবিরাগী
 “অশ্রুজলে চিরস্থাম ভূতলের স্বর্গখণ্ড লাগি” !

সামাজিক *

খোদার উপর খোদকারী

বিশ্বনাথকে ঠেলে ফেলে তাঁহার আসন থেকে,
সকল পূজার দাবি ক'রে বসেছ তায় জেঁকে ।
তাঁহার প্রতিনিধি সেজে গৃহস্থ-সংসারে,
প্রাপ্য তাঁহার লুটেছ সব ভুলিয়ে দেছ তাঁরে ।
নর-নারায়ণের অর্ঘ্য সব হরেছ নিজে,
দীন দয়ালের নয়নজলে দেউল গেছে ভিজে ।
তোমার ভূরি ভোজ্য বহে ভক্ত ভারে ভারে
এঁটো পাতার লোভে তখন কাঙাল কাঁদে দ্বারে ।
কুনুকে চালের ভিখ্ না পেয়ে শিব চ'লে যান ফিরে,
মুনুকে চালের নৈবিদ্যির বিধান শ্রীমন্দিরে !

স্বর্গভোগের লোভ দেখিয়ে সব করেছ দাবি,
তোমার হাতেই আছে যেন স্বর্গদ্বারের চাবি ।
হাজার রকম নিষ্ঠুরতা দয়াময়ের ঘাড়ে
চাপিয়ে দিয়ে যমের সমান তুলে ক'রে তাঁরে ॥
পাপপুণ্ডলোকে পুণ্য র'লে পুণ্য ব'লে পাপ
কথায় কথায় ব্রহ্মা হয়ে ঝাড়লে অভিশাপ ।

* এই পর্ধ্যায়ের রচনাগুলিকে ঠিক কবিতা বলা যায় না । এগুলি আমাদের দেশের সম্প্রদায়বিশেষের উদ্ধৃত আচরণ ও স্বার্থতন্ত্রশাসনের বিরুদ্ধে ছন্দোময়ী ভাষায় অভিযান মাত্র । আহরণীকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য কয়েকটি মাত্র সংকলিত হইল ।

খোদার উপর খোদকারী

দয়াময়ের কুপার বিধান উল্টে খেয়ালমত,
ভীরুগণের পুঁজি পাতি করলে করগত ।
হয়ছ জুজুর ভয় দেখিয়ে ছেলের হাতে মোয়া
ভুঁতির গুণই গাচ্ছ মুখে লুটছ কাঁঠাল কোয়া ।
হাজার রকম মিথ্যে ভয়ের সৃষ্টি ক'রে ক্রমে,
মানুষগুলোয় মেঘ বানালে অসত্যে ও ভ্রমে ।
পরলোকের রাস্তা সহজ দেখিয়ে দেবার ছলে
সবায় জড়ো করলে তুমি চরণ ধলার তলে ।
দয়াময়ে নিষ্ঠুর ভেবে তাঁয় গেল সব তুলি,
ইহপরকাল দিল হার তোমার হাতেই তুলি' ।
ভগবানে আড়াল ক'রে অর্ঘ্য নিলে সুখে
সত্যে পুঁথি পাজি দিয়ে রাখলে চেকে ঢুকে ।

ভাবছ বুঝি জিতে গেছ লোক ঠকিয়ে নিয়ে,
ঠকতে তুমিই ঠকে যাবে শেষ কালেতে গিয়ে ।
সরল নাধু বিশ্বাসে যে করেই গেল সেবা,
যারেই করুক, হরি বুঝেন তারে ঠকায় কেবা ?
ঠিক ঠায়েতেই পুণ্য সফল হচ্ছে তাদের জমা,
ভাবগ্রাহী জনার্দনের পাবেই তারা ক্ষমা ।
মানুষপূজা ক'রেও তারা পালছে আপন ব্রত,
বেদের দোহাই দিয়েও তুমি নাস্তিকেরি মত ॥

জাত্যভিমান

চিরন্তনের চির সাধক অনিত্যে যার সদাই হেলা,
অশাখতে ভঙ্গুরে যে গণে হয় মাটির ঢেলা,
সেই ভারতের উদার বৃকে, অবাক হ'য়ে কেবল ভাবি,
ঠুনকো জাতিকুলের গরব কেমনে তোর এতই দাবি ?

যেথায় ঋষির কণ্ঠ-মূলে প্রথম পরম সত্য রটে,
বর্ণজাতি,—মায়ার মোহ, ব্রহ্ম আছেন সর্ব্ব ঘটে.
নরনারায়ণের পূজার যেথায় প্রথম প্রবর্তনা,
ব্যাস বিহুরের সেই ভারতে কেমনে তুই তুলিস্ ফণা ?

যেই ভারতে তিব্বতী মগ্ চীন্ দ্রাবিড়্ আর মোঙ্গলীয়,
আর্য্যানার্য্য সঙ্গে মিশে রইল না আর অনাঙ্গীয়,
যেথায় দরদ শক হনুদের রক্তে ভরা লক্ষ শিরা,
শোঁয়াগুণে ক্ষত্র হলো ঝল মল লিচ্ছবিরিা,
সেই ভারতে কেমন ক'রে বসতে পেলি সিংহাসনে ?
সইল অশোক অমুশাসন দাগা এদেশ দুঃশাসনে ?

সাম্য মৈত্রী মস্ত্র দিতে যেথায় বুদ্ধ প্রাচুর্ভূত,
অর্দ্ধ জগৎ হলো হেঁথায় এক জাতিতে অমুহ্যত ।
জোয়ার ছেলে কবীর যেথায় অভেদবেদের মস্ত্র-দাতা,
চামার দাছ রবিদাসের পদে নত সবার মাথা ।
গোরার প্রেমে বংশকুলের অলীক মোহ যায়নি ভেসে ?
কেমন করে এখনো তুই বিরাজ করিস্ এমন দেশে ?

জাত্যভিমান

চণ্ডালী যে করল বিয়ে সেই রাজারি বিধান শিরে
শক্ত হয়ে বসলি আরো গণ্ডী মাঝে গণ্ডী ঘিরে ।
তলায় তলায় শতেক নালায় শতেক গোপন মিলন ঢাকি,
কুলীনতার ফল্গু তীরে পিণ্ড হরণ করলি-না কি ?

হাড়ী-পুরোহিতের ঝাঁটায় মহাস্থবাদের শ্রোতে,
কর্ত্তাভজায় শক্তি পূজায় গেলি না তুমি এদেশ হ'তে ।
সহজিয়ার দেশে উদার মিলন নাহি সহজ হ'লো,
ভরার মেয়েও চল্লো দেশে তোরই প্রতাপ অচল র'লো ?

প্রেমের মহাকীর্তনের এ বাংলা দেশে কে হায় হেয় ?
খড়দ' নদের মহোৎসবে কে করে কা'য় অপাংস্তেয় ?
তান্ত্রিকতার রাজ্যে আবার সুরার ডামর কলরবে,
কোলাচারী অঘোরপন্থী কাপালিকের উপদ্রবে,
ভৈরবীদের চক্রমাঝে চণ্ডালিনীর আলিঙ্গনে
কেমন ক'রে রইলি বেঁচে তাও ভাবি হায় মনে মনে ।

বেনের ছেলে গান্ধীজি ঐ ঋষির ঋষি ভারত-ব্রাতা,
বর্ণজাতি-নির্বিশেষে তাঁর পদে সব লুটায় মাথা ।
শূদ্রগুরু চরণ তলে শিষ্যরূপে হাজার দ্বিজ,
এখনো কি ছাড়বি না তুই হায়রে মূঢ় বড়াই নিজ ?
আজ যে কালের মূষল ঘায়ে সব অভিমান হবে গুঁড়া,
ভাবিস্ নাকি থাকবে জেগে কেবলি তোর জীর্ণ চূড়া ?

আহরণী

স্বদেশী-শৃঙ্খল

নিজ-হাতে-গড়া হাজার নিগড়ে দেহ মন তোর বাঁধা,
বন্দীদশায় হে দেশ আমার মিছে আজ তোর কাঁদা ।
পঞ্জিকা তোরে বাঁধিয়া হয়েছে কালগত স্বাধীনতা,
শাসনে কুজ করিয়া রেখেছে শত শত হীনপ্রথা ।
ঘটকপঞ্জী কোটিকুলুজী গোষ্ঠীকারিকা যত—
নূতন নূতন শিকল গড়িতে ক্রিয়াশীল অবিরত ।
ঋষিরা পরাল মৈত্রীর রাখী, শাস্ত্রবণিকগণ
মৃত-কঙ্কাল-শৃঙ্খলে বাঁধি হরিল অমৃত ধন ।
অবরোধে তোর এক চোখ কানা, আর-চোখ রোস্ মুদি’
কাণে-গলা সীসা, শাসনের ডোর রসনা রেখেছে কুধি’ ।
অতীতের সাথে কটি বাঁধা তোর রয়েছিচ্ চোর সেজে,
হাজার মড়লী-কবচের তলে মরছিচ্ হেজে হেজে ।
কণ্ঠ যে’তোর চিরদিন বাঁধা দৈববাদের যুগে,
এমনি করিয়া বাঁধা তুই হায় শতপাকে শতরূপে ।
জঙ্ঘরে গেছে সকল শিকলে, বদল হয়েছে রঙ,
মহামানবের রক্তভূমিতে সবে হেরে তোরে সঙ ।
বিদেশী শাসনে সব হ’তে কড়া শিকল বলিয়া জানি,
বাঁধা হাত পায় ভাঙা দাঁতে মিছে করছিচ্ টানাটানি ।
চিরকাল ধ’রে যে বাঁধন তোর এঁটে আছে দেহটায়,
এ বাঁধন শুধু উপরে-উপরে বাঁধা তারি গায়-গায় ।
ছিঁড়িবে যে দিন স্বদেশী বাঁধন, ও শিকল রসাসসি,
বিদেশী বাঁধন তারি সাথে সাথে আপনি পড়িবে খসি’ ।

সত্যের আবাহন

কোথায় আছ সত্য ঠাকুর, মোদের বোধন শুন,
ফিরে এস এই ভারতের বক্ষঃপরে পুন ।
ফিরে এস কর্ণে বাকে ধর্ম্মাহুশাসনে,
ফিরে এস চিন্তাচলন দম্পতি-বন্ধনে,
এস ধ্যানে, বুদ্ধিজ্ঞানে, লোকযাত্রার পথে,
সারথি হও সংগ্রামে তার, এস বিজয়রথে ।

এস দেবের বিগ্রহে আর গুরুর কুশাসনে,
অপরোধীর বচনে আর বিচারকের মনে ।
বাগ্মিগণের কণ্ঠে এস কবির লেখনীতে,
শিল্পিগণের তন্ত্রী তুলী শল্য ছেদনীতে ।
কালাপাহাড় সমান এস ধর্ম্মবেচার হাটে,
ধর্ম্মখেলার পুতুল ভেঙে ছড়াও মাঠে মাঠে ।

পুণ্যে যারা পণ্য ক'রে চালায় ব্যবসায়,
ভাঙো তাদের আড্ডা ডেরা তোমার ন্মলঘায় ।
ঝোলা মালা জটাদাড়ী পৈতা মুখোস টিকি,
তাদের মাঝে দেখাও আসল নকল আছে কি কি ।
পুড়াও যত স্বার্থপূরণ দাসত্ব-সংহিতা,
নবীন যুগের সময়-রথে গাহ নূতন গীতা ।
টিকটিকি আর হাঁচি মফা রাহ যমের চর,
ভূত ডাইনী পেঁচো দানা ওলাবিবির ভর,

আহরণী

দূর কর সব মাঠে: নাদে, নীরব হউন থনা,
লুকাক ইঁহরগর্ভে গিয়া ব্রহ্মশাপের ফণা ।
পূজার দালালদলের হাতের রূপার চাবি কেড়ে
খাস দেবতার চরণতলে যাও নিয়ে ভক্তরে ।
ক্ষীর-ছানা-ঘি-দুধে গড়া ভণ্ড গুরুর ভুঁড়ি,
তোমার হাতের ত্রিশূল দিয়ে দাও ফাঁসিয়ে ফুঁড়ি ।
অশুচি কেউ নেইক, সবার প্রেমের করাঘাত—
দারু-শিলার জড় প্রতিমায় জাগাক জগন্নাথ ।
জরদগবের বাসা ভাঙে পেচকে দাও তাড়া,
রুদ্ধ কর নির্ভাবনার গড্ডালিকার ধারা ।

যণ্ডামার্কের পাঠশালাতে অসত্যে ও ভ্রমে
মরছে শিশু, আনো তাদের বাল্যীকি আশ্রমে ।
ঘুমায় যারা গর্ভাসনে আজকে নিরুদ্ধেগে
তোমার ডাকে দর্ভাসনে বসুক তারা জেগে ।

ঘর ঘরে জয়দ্রথ, কীচক, দুঃশাসন
রক্ষা কর মাতৃজাতির পবিত্র জীবন ।
অধীনতার সোণার খাঁচা হউক অসহন,
মুক্তিলোকের আকাশ পানে লুক্ক কর মন ।
বজ্রমণির শলাকাতে চোখগুলি দাও খুলে,
সংস্কারের ভুলগুলো সব ছানির মত তুলে ।
দন্তমণির স্তম্ভ ভেঙে নৃসিংহ-দেবসম,
রুদ্ধ, এস বাঁচাও এদেশ, তোমায় নমোনমঃ ।

পায়ের ধুলো

আমার মতই হীন কাপুরুষ, অধীনতার স'চ্ছ মানি
চোখঢাকা বলদের মত আমার মতই টান্ছ ঘানি,
কেবল মস্ত বিম্হারী ঐ ফণা তোমার আস্ত কুলো,
তাই দেখে কি ভয়ে ভয়ে নেব তোমার পায়ের ধুলো ?

তাই বলে যে পায়ের ধুলোর ভিখারী নই তাওত নহে,
পায়ের মতন পা পেলে যে এ দাস তারে মাথায় বহে ।
যে ধুলো চাই মাথায় আমি সে ধুলোরও নেইক অভাব,
জ্ঞানী গুণী, শিল্পী কবি, সত্যব্রত, পুণ্যস্বভাব,
জিতেন্দ্রিয়, ভক্ত স্মরী, দেশের জন্ত সর্বহারী,
ধর্ম, জাতির জন্ত যে জন করছে বরণ মরণকারী,
বিশ্বজনের কুশল তরে সার করেছ ছিন্ন কাঁথা,
বিশ্বনাথের চরণতলে সারা জীবন লুটায় মাথা,
এমনি মহাপুরুষ কতই জন্মেছেন এই ধরার পরে,
শূদ্র যবন ম্লেচ্ছ বিজ সকল কুলেই সকল ঘরে ।
যেথায় বধন হয় প্রয়োজন আসেন সেথায় শুভক্ষণে,
চন্দ্রকারের কুটীরতলে অথবা বেণু তুলসী-বনে ।
তোমার মতন না চাহিতেই পায়ের ধুলো দেন্না তাঁরা,
সে অমূল্য ধুলোর যোগ্য হওয়া কি যায় ভাগ্য ছাড়া ?
পায়ের ধুলো চাইনা বলে শাপ দেবে হায় ভাবছ বুঝি,
তোমার শাপে কি হবে ছাই, শিবকে ভজি সত্যে পূজি ।

শূদ্রের দেশ

লাথ দুই চার মাহুষ ছাড়া যে দেশে হয় শূদ্র সব,
সে দেশের আর মর্যাদা কি, মিথ্যা তোমার গর্ব কবি।
সে দেশকে যে বিশ্বাসী তুচ্ছ ব'লে করবে ঘৃণা,
বিচিত্র কি ? ভেবে দেখ রাগ করা যায় চলবে কিনা।
কয়েক জনায় দেশবাসীরা হামবড়া এক পীড়িত বলে,
মিছরি-মুড়ি সমান ক'রে নামিয়ে দিল পায়ের তলে।
যাদের ছিল তোমার কথা নামিয়ে দিল তারাই মিলে,
অবহেলায় অবোধজাতি নেমেও গেল তিলে তিলে।

ক্ষত্র কি আর কেউ ছিল না করেনি কেউ বৃদ্ধ কভু ?
প্রাণ দিয়েছে দেশের তরে হীন জঘন্না শূদ্র তবু।
বণিক সাধু ছিল না কি গোপালন আর কৃষির দেশে ?
এমনি কঠোর স্বার্থ-শাসন তারাও হলো শূদ্র শেষে।
শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাৎ সবাই হলো অধোগত,
যাদের ক্রিয়া বেজায় কঠোর তাঁরাই র'লেন ক্রিয়ায় রত।
পাঠানরাজের প্রসাদবলে বদলে ফেলে জাত উপাধি,
পৃথক হলেন দেশের সাথে হাজার গভী বান্ধন বাঁধি।
এই ভারতের সভ্যতা, জ্ঞান, শিক্ষা, মনুষ্যত্ব-ধারা,
সমতলে নামলনাক হলো হরিদ্বারেই হারা।
হাজার হাজার পায়ের পরে নয়নবিহীন একটি মাথা,
অপূর্ব এক জীবের মত এ দেশ হলে ছায় বিধাতা।



(দ্বিতীয় খণ্ড)

পল্লীচিত্র

কৃষি-সঙ্গীত

আজি—সুখের লক্ষ্মীমাসে

শতশত বাকী ভরি ঝাঁকা-ঝাঁকি পশারা লইয়া আসে ।

ইতুর পাঁচালী, মুঠের মস্ত্রে ডাক শুনে বারবার

এলেন জননী মাঠ হতে, ঘাটে পা'ছুটা ধুলেন তাঁর ।

দিয়ে নবান্নে করুণা-সুধার প্রথম আশ্বাদন,

পিছে পিছে এলো সারা বছরের সঞ্চয়-করা ধন ।

আজি—মসীসেবকের দল,

মসীমাথা মুখে দেখে কিবা কৃষি-লক্ষ্মীর সেবাকল ।

আজ—‘বাড়ীতে আসেনি মা,’

হিংসায় কেহ একথা বলিলে মোরা-ত শুনিব না ।

বেগুনের ক্ষেতে হেরেছি তাঁহারে শিশুরে স্তম্ভ দিতে,

ভুলিছে ‘কাজললতা’ গুলি ঐ সীমের মাচানটিতে ।

আহরণী

হেরেছি তাঁহার কবরী বিনানো মরায়ের পাকে পাকে ।
বরবটী শুটি থোকায় থোকায়—আঙুল নেড়ে কে ডাকে ?
আজ—মা যদি আসেনি রে,
এতদিন পরে ঢেকির উপর পা'ড় দিল তবে কে ?

হের—অতসীর গাছে গাছে
ছেলে ভুলাইতে বাজে ঝুমঝুমি, নখগুলি ফুটে আছে ।
গান্ধাবনে তাঁর সীথির সিঁদূর, কুঁদবনে তাঁর শাখা,
হাসে ফুটে থই—আলিপনে ঐ চরণ-চিহ্ন আঁকা ।
ভরে রাঙা বীজে পুইলতা, চুমি আলতা চরণমূলে,
হিঙুল আঙ্গুলে ক্ষুদের পিটুলি আশ্বেতে উঠে ফুলে' ।
আর—বাড়ীটির আশে পাশে—
উড়ে অঞ্চল বায়ু-চঞ্চল শরফুল—বন-কাশে ।

আর- আসেনি মা আজ যদি,
* বাড়ে কেন এত ভাড়ারের পুঁজি, ভাড়ে কেন এত দধি ?
ভাতে ভরা থালা—থড়ে ভরা পালা, গোলা খালি নাই কারু,
খেজুরের গুড়ে জালা ভরা ঘরে, ডালাভরা মুড়ি লাডু ।
ভরিয়া উঠান দো-চালা মাচান ধরেছে নানান ফল—
লক্ষ্মীর মেহ-মমতার মধু—ইক্ষুতে টলমল ।

আজ—মা যদি আসেনি তবে
সারা বছরের স্মৃতির বিধান কেমনে পেলাম হবে ?

লক্ষ্মীমাসে

আজিকে আমার ভরেছে খামার সোনার বৈভবে,
বাজাও শব্দ, দাও হলুরব, ছড়াও থৈ সবে ।
বাউরী-বাধনে পালায় গোলায় বেঁধেছি লক্ষ্মীরে,
বিদায় দিয়াছি আজিকে সকল ঝামেলা ঝঙ্কিরে ।

কম্পিত কলকণ্ঠে কপোত মেতেছে ধান-বনে,
ছাগ হাঁসদল করে কোলাহল আজি এ প্রান্তরে ।
আজকে ঘুচাবো বাকী-খাজনার বকেয়া ঝঞ্ঝাটে,
সুদ-সহ-দেনা শোধিব, ডরি না নবাবে সম্রাটে ।

কমলার বিয়ে দেব ঘটা করে' আসছে বৈশাখে,
ঘরে এত কাজ, চলনাক, 'বেচু' আলুক বোমাকে ।
নতুন করিয়া ছাওয়া হবে ঘর এবার ফাল্গুনে,
কত কি যে সুখ-সঙ্কল্পের রেখোঁছ জাল বুনে ।

না'র সাথে মাসী যাক্ গয়া কাশী গোলায় ধান তুলে,
ভরাত 'করচ,' কয়তে খরচ পারব প্রাণ খুলে ।
আছে আছে মনে বেচুর মায়ের বায়না খোটধরা,
থোকার কোমরে পাটা দেব আর তাহারে গোট-ছড়া ।

ঝড়ত-করতালিতে নাচাও মেহের ধনটারে ।
নতুন চালের ভোগ দিয়ে এস মায়ের মন্দিরে ।
পথ-ভিখারীকে আন আজ ডেকে দাতার গোরবে,
তুলসী-মঞ্চ কর আমোদিত ধূপের সৌরভে ।

আহরণী

গাইগুলি আজি রেখেছি যত্নে গোয়ালে চট ঘের'
নতুন খড়ের গুণে চালে দুধ ভরিয়া ঘট কেঁড়ে ।
আজি শুভযোগ লক্ষ্মীর ভোগ পায়সে পিষ্টকে,
খেজুর আখের রসের ভিয়ানে সকলি মিষ্ট রে ।

তেল-হলুদের ধুমধাম আজি সরিষা অঙ্কনে
মটরের চারা পিচকারী হানে বেগুনী রঙ্গণে ।
আহরির বেড়া ফুলে-ভরা আনু-ক্ষেতের আ'ল ভরে',
বরবটি-শুটী করে লুটোপুটি ঘরের চাল ভরে' ।
রামধনু লুটে মোর আঙিনায় দোপাটি সীমফুলে,
অকালের হোলী খেলে গাঁদাবন আবীরে হিঙ্গুলে ।

লক্ষ্মীর দয়া হেরি এ-গৃহের বিরাজে চৌপাশে,
লালপেড়ে শাড়ী পরি' পাকশালে মোড়ল-বো হাসে ।
ঘটভরা জলে ঘুচায়েছে ধূলা দ্বারের 'তালবোনা,'
আঁক' লক্ষ্মীর আনগোনা-পথে আজিকে আল্পনা ।
ধানের ধূলায় ঢাকিওনা নাক আজিকে অঞ্চলে,
শোভাও অঙ্ক মায়ের পায়ের ধূসর মঙ্গলে ।
লক্ষ্মীর জীবে বলোনাক কিছু থাক সে পেটভরে',
ইতুঘট ছোও ভোরে সাঁজো নিতি মাথাটি হেঁট করে' ।
এ গৃহে এখন লক্ষ্মী আছেন বাহিরে অন্তরে,
রহ সব শুচি নিষ্পাপরুচি বিনীত অন্তরে ।
সব তক্তকে ঝকঝকে রাখ', ঘুচাও মনমলা,
কলহ তর্ক করোনা, লক্ষ্মী—হবেন চঞ্চলা ।

কুড়ানী

কুমার ভরা পো'ষের বিষম হাড়-কনেকনে জাড়ে,
আমীর চাচার খামারে মোরগ না ডাকিতে একেবারে,
চাটাই ছাড়িয়া উঠি তাড়াতাড়ি ছেঁড়া-কাঁথা গায়ে দিয়ে,
নাঠপানে ধাই ধান কুড়াইতে ছোট্ট ঝুড়িটি নিয়ে ।

ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরি শামুকে করিয়া খুঁটে-খুঁটে তুলি ধান,
গোটা শীষ যদি দেখি ভূঁয়ে পড়ে' উথলিয়ে ওঠে প্রাণ ।
হাঁটিয়া হাঁটিয়া এমনি করিয়া সারা হয় ধান খোঁজা,
নিয়ে যায় ঘরে পাড়ার লোকেরা আঁটি আঁটি বোঝা বোঝা ।
পিছু-পিছু যাই ঝুড়িটি লুকায়ে বা'র করি মোর ঝুলি,
যেটি পড়ে ভূঁয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে সেটি খুঁটে লই তুলি' ।
ঠোট মুখ গাল জাড়ে জরজর পা'ছুটা গিয়াছে ফাটি
ছুটে আসি যাই কি করিবে বল' মাঠের 'কুচল' মাটি ?
ছোট্ট ঝুড়িটি হয় চুরচুর ভরে' যায় মোর ঝোলা ।
লোকে কয় "চাষে কি করিবি তোরা ? কুড়ুনী বাঁধিবে গোলা ।"

শীত যায়-যায়, ক্ষেতে নেই ধান, ধু-ধু করে করে সারামাঠ,
মরমর করে শুকনো পাতায় গাছতলা পথঘাট ।
ছোট্ট ঝুড়িটি রাখিয়া এবার বড় ঝুড়ি লই কাঁথে ।
শুকনো পাতায় উঠানে কোথাও জায়গাটুকু না থাকে ।
দুপুরে গোবর-ঝুড়িটি লইয়া কিরি রাখালের পাছে,
বাজে কথা ক'য়ে ঘুরি ফিরি গোবরাছুরের কাছে কাছে ।

আহরণী

বিকালে বেকই, কাঠ-খড়ি খুঁজি বনে-বনে মাঠে-মাঠে,
পড়সীরা কয়, “শোবে একদিন কুড়ুনী রূপোর খাটে।”

বাদলা লাগিলে পথে ঘাটে কান্না, নিভে আসে খর তাপ,
তালপাতা-দিয়ে-বাঁধা চালাটিতে জল পড়ে টুপটাপ।
কাঠকুটো কিছু মিলে না কোথাও জলে না সহজে অঁথা,
আমার দুরারে আসেন সবাই হাতে লয়ে ঝুড়ি-ঝাঁকা।
নালীর ‘পাউসে’ জালিটি পাতিয়ে বসে’ থাকি আমি ঠায়,
চুনাপুনীকানো অঁচলে গিঁটিয়ে ফিরি কান্দামাথা গায়।

বর্ষা দুরায় লাউকুমড়ায় গোটা চাল বায় ভরে,
ডোবায় ডোবায় কলমী শুশুনী তুলে’ আনি ঝুড়ি করে’।
নালাটি শুথায় কাকড়া লুকায়ে, মাছ ঢুঁড়ে মরা মিছে,
গুগুলি শামুক কুড়িয়ে বেড়াই জেলেদের পিছে পিছে।
তালটি বেলটি কুড়ালে লোকেরা হাঁ-হাঁ করে’ আসে ছুটে,
মোর ভাগে থোয়, লোকে যা’না ছোঁয় নিতে হয় বাহা খুঁটে।
এমনি করিয়া তিলটি কুড়ায়ে তালটি করিয়া জুড়
কুড়ানো ভাতে এ পেটটি ভরায়ে হয়েছিল এত বড়।
খোঁড়া মা আমার ঘরে পড়ে’ রয়, বাপমরা মনে নাই,
ঘরটি পুড়িলে পাড়া-পড়সীরা দেয়নিক কেউ ঠাঁই।
কাঁচা আঁলে কারো দেইনা পা আমি, পাকা ধানে কারো মই,
চাকরী করিনা ভিখু মাগিনা এমনি করেই রই।
অনেক বকেছি কুড়ুনী বলিয়া ডেক’নাক মিছে পিছু,
মাঠে হাঁটিলে যে ঝুড়িটি ভরিবে, ঢুঁড়িলে মিলিবে কিছু।

কৃষ্ণাণীর ব্যথা

স্বথের এ ঘর গড়িয়া তুলিয়া বুকের রক্ত দিয়া,
আজ কোথা তুমি চলে গেলে হায় সংসার আধারিয়া ?
ধানে ধানে আজ উঠান ভরেছে, ঠাইটুকু নাই আর,
মঙ্গলা আজি চালিতেছে দুধ বাছুর হয়েছে তার ।
মাচান ছাপিয়ে লাউলতাগুলি ভুঁয়ে লুটে লুটে পড়ে
পালঙের শীষে শাকের চাকড়া আগাগোড়া আজ ভরে ।
সন্ধ্যামনিতে আলো হয়ে আছে সারা আঙিনাটি ঐ,
আজ সংসারে সবি ভরপুর, হেন দিনে তুমি কই ?

দুবেলা পাওনি পেট ভ'রে খেতে গিয়েছিল দেহ ভেঙে,
লুকিয়ে চোখের জল মুছে তুমি ভিক্ষা এনেছ মেঙে ।
একমুঠো চাল চিবাতে চিবাতে রুইতে গিয়েছ চলি,
উপোষ করিয়া রাত কাটায়েছ ক্ষুধা নাই মোরে বলি' ।
দুপুরের তাতে বাদলের ছাটে খেটে খেটে দিনরাত,
মাঠে মাঠে ঘুরে কনকনে জাড়ে করেছ পরাণপাত ।
সাঁঝের বেলায় হেঁটে হুঁটে এসে এলায়ে পড়েছ ঘুমে,
রাত্রি কাবার না হ'তে আবার চলেছ থোকারে চুমে ।

বাকী খাজনার লাগি জমিদার দিয়েছে যাতনা কত,
মহাজন, দেনা সূদের জগা গগনা দেছে শত ।
চূপ করে সবি সয়েছ, আহা রে ! দুটিহাত জোড় করে'
সকলের কাছে সময় নিয়েছ হাতে পায়ে ধ'রে প'ড়ে ।

আহরণী

রোগে প'ড়ে থেকে সংসার নিয়ে কতই দিয়াছি জালা,
ক্ষুধার কাঁদিয়ে করেছে ছেলেরা কানদুটো ঝালাপালা ।
যাতনা দুঃখ কতনা সয়েছ কথটি ছিল না মুখে
ফিরে এস আজ ঘরটি তোমার ভরিবে সোনার স্মৃতি ।

ঘনায়ে আসিছে সাঁঝের আঁধার নাহি মোর কোন' কাজ
এ ঘর দুয়ারে পড়েনিক ঝাঁট জ্বলেনি এখনো সাঁজ ।
চালের বাতায় ঝিঁ ঝিঁ পোকাগুলো বুক চিরে চিরে ডাকে,
উঠিতে বসিতে টিক্‌টিকি পড়ে ফাটা দেওয়ালের ফাঁকে ।
ঐখানে আহা পী'ড়ের উপর শুইতে গামছা পাতি',
ঝুলিতেছে ঐ লাঠী, চোড়, মই, মাথালী, তালের ছাতি ।
ঘাটের ধারের বাঁশবন পানে সারারাত চেয়ে কাঁদি,
ঐখান হতে নিঠুর বাধনে লয়ে গেছে তোমা বাধি ।

তেমনি পড়েনি কাল ছায়া ঐ ভরিয়া বকুল তল,
বৈকালে যেথা এলানো শরীরে চাহিতে ঠাণ্ডা জল !
সাঁজে ভোরে সেই পাখীগুলো ডাকে প্রাণ আনচান করে,
বেলা হয় তবু গোকুলগুলো সব বাঁধা র'য়ে যায় ঘরে ।
পথ চেয়ে হায় বসে থাকি ঠায়, জ্বলে না দুপুরে চুলো ।
আপন ছেলেরো নাম ভুলে বাই মনটা চলেছে ভুলো ।
মালতী তোমার এসেছে ফিরিয়া শ্মশুরের ঘর থেকে,
থোকা যে তোমার হাঁটুতে শিখেছে; একবার যাও দেখে ।

মেছুনী

এত সব ফেলি জনমের মত চ'লে যাওয়া কিগো সাজে ?
তবে কিগো তুমি 'প্রবাস' গিয়েছ আমাদেরি কোন' কাজে ?
বাবুদের আর গলাইপালের অত্যাচারের ভয়ে,
চ'লে গেলে কিগো মনের দুঃখে কিছুই না ব'লে ক'য়ে ?
তাই যদি হয় ফিরে এস তুমি তোমারে সঙ্গে পেনে,
খোকারে লইয়া পালাই কোথাও ঘর সংসার ফেলে,
ভিক্ষা মাগিব, কাঠ কুড়াইব, ফিরিব না আর বাড়ী,
আঁচলের গিঠে বাঁধিয়া রাখিব তিলেক দিব না ছাড়ি' ।

মেছুনী

কন্তা ছিল ডাকবুকো ডাকসাধ্যে জেলে,
দীঘল জোয়ান, মেছোর রাজা ফদন মাঝির ছেলে,
ঝাঁকড়া কালো কোঁকড়া চুলে কাটত চেরা সী'খি,
ভাসিয়ে শোলা রুই কাংলা আনুত ধরে নিতি ।
কঙ্কাপেড়ে কাপড় পরে' হাতে সোনার বালা,
বেচতে যেতাম গাঁয়ের ভেতর কাঁখে মাছের ডালা ।
ভদ্রঘরের বৌঝিদেরও হয় না নসীব হেন,
ছোটলোকের মেয়ের দেমাক হবেই বা কেন ?

সেই যে দেমাক জন্মে গেল কমলনাক আজো
ননদ ছিল,—ছুঁতামনাক ঘরের কোনো কাজও ।

আহরণী

সীঁথির সিঁদূর মুছে নিল হঠাৎ ওলাউঠো,
সইল না স্নেহ, সইবে কেন ? কপাল যে মোর ফুটো,
দুঃখলোকের চেষ্টা হলো কুপথে মোয় টানে,
গর্জে' গেলাম অঁসের বাঁটি হাতে তাদের পানে ।
মুখের তোড়ে লজ্জা ছেড়ে রেখেছি ইজ্জৎ,
বাঁটা বাঁটি লাথির জোরেই সাফ করেছি পথ ।

ছুটলো যে মুখ আজো তা যে থামলনাক ভুলেও
ঘোমটা র'লো মাজায় বাঁধা উঠলো না আর চুলেও ।
ছয় বছরের ছেলেয় রেখে কর্তা গেল মরে'
মাঝষণ্ড তায় করেছিলাম দুখ মেহনৎ করে' ।
বিয়ে দিলাম, সেও হলো এক মর্দ জোয়ান জেলে,
কাঁকি দিয়ে সেও পালাল কচি কাঁচায় ফেলে ।
কাঁদি তাদের বুকে বাঁধি অঁাধার চারি দিক,
বলো দেখি কেমন করে' মাথার থাকে ঠিক ?

সেই যে মাথা বিগড়ে গেল, মেজাজ হলো চড়া,
কারো কথা সয়না গায়ে শুনাই কড়া কড়া,
বোকে আমার বাহির হ'তে দেই না কোনো মতে,
ছ'কোশ দূরে মাছ কিনে আজ হাঁকছি পথে পথে ।
তেরো আনা দাম, দেবে বার বারো আনায় কেনা,
তাই কি সবাই নগদ কেনো প্রায়ই রাখো দেনা,
ছ'মাস আগের পাওনা আজো আদায় হলো কই ?
মুখের কথা মিষ্টি ক'রে কেমনে বলো কই ?

রাখাল

ডাঙা-গুলি শাঙায় তুলি, ছিপ-সুতালী ছেড়ে,
ভূষো গুলে দোয়াত ভরে', শরের কলম বেড়ে,
বাবলা আঠায় ধারাপাতের জোড়া তালি দিয়ে,
চোখের জলে শেলেট মুছে খাতা কেতাব নিয়ে,
বাপের তাড়ায় লেখা পড়ায়, রাখাল দিল মন,
সময়ে খায় সময়ে নায়,—এ-কি অঘটন !

কে নিল তার হাসিখুসী এক নিমেষে কাড়ি ?
কে তার আজি আঁখির পাতা করলে ভারি-ভারি ?
চপল ভাহার চরণ দুটী কে রাখিল বেঁধে ?
দেখে তাহার গাছ-পালারাও ডুকরে ওঠে কঁদে ।
বন্দী আজি বনের হরিণ, অন্ধ কূপের কোণে,
আঙুল গুলির পাবে পাবে কি যেন কি গোণে ।

আজকে ঘাটের বটের জটা ঠেকছে যেন ভার,
যেন বুড়ো নাতি-হারা ঠাকুর-দাদার ঘাড় ।
ছুপুর বেলা মন্দিরিয়া আম বাগানের মাঝে,
ক্লিষ্ট করুণ কর্ণে কাহার মন্দিরকথা বাজে ;—
“উপলসম ফলের ভারে, বুক যে ধ্বসে যায়,
আর কতকাল, পড়বি রাখাল, আয়রে ছুটে আয় ।”

আজকে রাখাল স্নানের ঘাটে,—নয়ন দুটী নত—
চুপটি করে' ডুব দিয়ে যায় এসে চোরের মত ।

আহরণী

ময়না-দীঘি হয় না তাহার সাঁতারে তোলপাড়,
খেলার সাথী হংসপীতি, তুলে না আজ ঘাড় ।
পদ্ম-কুমুদ মুষ্ড়ে পড়ে কাঁসাতলীর গায় ।
ঢেউগুলি সব পল্লী-বধূর কাঁকণ-কলস ঘায়,
নিশ্বসিয়া কহে, “রাখাল—এমনি যদি হবে,
এমন করে’ মৃণাল-ডোরে বাঁধলি কেন তবে ?”

তালবাগড়ায় বনঝনিরে জাগল হাহাকার,
চীন্-করবীর বন বলে মোর বৃথা এ সংসার ।
বাঁশের ধক্ক মুখের পানে অবাক হ’য়ে চায়,
ঘুড়ি-লাটাই কয় লুটিয়া ধুলোর আঙিনায়,—
“পড়ার তরে আছে গোপাল অমূল্য অক্ষয়,
না পড়লে তুই স্মৃষ্টি করে পেয়ে যেত লয় ?”

আজকে রাখাল কাঠের পুতুল, কঠোর শাসন তলে,
চম্কে উঠে ঘরের শাঙার কপোত-কোলাহলে ।
বনঝাউয়েরা শন্থনিরে বিয়হে উন্মন,
পাখীরা সব দেশ ছাড়িবার করছে আয়োজন ।
গাছের ছায়া মাঠের হাওয়া জ্যোছনা রোদদূর,
ঈষ-পাগল বর্ষা বাদল আজকে শোকাভূর ;
বলে “রাখাল, মিথ্যে কেন আমরা আসি ঘাই—
পড়ার ক্ষতি কয়ব না ভাই চির বিদায় চাই ।”

পল্লীবালায় ব্যথা

আমার এমন কি হলো বোন, খাঁ-খাঁ করে প্রাণটা খালি,
ঘরের কাজে মন লাগে না বাড়ীর লোকে দিচ্ছে গালি ।

আমার জ্বালা সে কি জানে ?

ছপুর রাতে বাঁশীর গানে

ঘুম কেড়ে লয়, রাত্রি জেগে চোখের কোণে পড়ল কালি,
রাতে তারো ঘুম কিরে নাই বাঁশী কেন বাজায় খালি ?

সকালবেলা হাঁক ছেড়ে সে চলে যখন গোরুর পালে,
গোবরঝুড়ি কাঁখে ধরি তখন আমি রই গোহালে ।

গাই ছাড়িতে বাছুর ছাড়ি

দুধ পিয়ে লয় তাড়াতাড়ি,

মার কাছে খাই ঝাঁটার বাড়ি পিষীর কাছে ঠোঁকনা গালে ।
হাত পা আমার রয় গোয়ালে প্রাণটা চলে গোরুর পালে ।

আমি যখন দাদার লেগে ভাত নিয়ে যাই বিলের মাঠে
বাউলিয়া সুর গেয়ে গেয়ে ভূঁয়ের আলে ঘাস সে কাটে,

সে যদি চায় নয়ন তুলে,

তবে আমার মনের ভুলে,

বাবলাবেড়ায় আঁচলা বাধে, পিছলে পড়ি পিছল বাটে ;
অই আ'লে মোর মনটা লোটে শরীর চলে বিলের মাঠে ।

একদিনে সে দশটি বিঘা ফেলতে পারে একাই কয়ে,
বুধীর মত ছুধোল গাই-ও এক লহমায় ফেলে ছয়ে ।

আহরণী

মস্ত ষাঁড়ের শিঙ্টি ধরে'

ফিরায় সে যে গায়ের জোরে ।

তাল-নারিকেল গাছে উঠে পায়ের জোরে লাফায় ভূয়ে ।

দেখি তাহার সাঁতার কাটা অবাক হ'য়ে কলসী থুয়ে ।

কবির দলের দোহারীতে গায় সে মেতে পরাণ খুলে ।

বাউল-নাচে ঘুঙুর পায়ে, নাচে সে ডান হাতটি তুলে ।

গাজন-দিনে সন্নিসি সাজ

বাবরীচুলের চেউখেলা ভাঁজ,

মনসাতলায় মালামো তার, কার না দেখে পরাণ ভুলে ?

আমার ত কেউ নয়কো তবু দেমাকে বুক উঠে ফুলে' ।

কানে গোঁজা সন্ধ্যামণি, নতুন তালের ছাতি কাঁধে,

বাঙা ভূরে গামছা দিয়ে, যদি আবার কোমর বাঁধে,

বিন্দাবনের কালার পারা

করে আমায় আপন-হারা ;

তারি পায় পড়তে লুটে, শুধু আমার পরাণ কাঁদে,

বাঁশি পাঁচন ধরে যখন কালার মতন মোহন ছাঁদে ।

আমার এমন কি হলো বোন, হহ করে মনটা খালি,

ইচ্ছে করে কাঁদি কেবল, সবাই আমায় দিচ্ছে গালি ।

কুটনা কোটায় আঙুল কাটে

হাট যেতে হায় যাই যে মাঠে,

মনের ভুলে হাত পা পোড়াই, মনের সরা-ও দুধেই ঢালি ।

আমার যে বোন আসছে কাঁদন, হহ করে প্রাণটা খালি ।

শেষ সম্মেল

পেলেছি যে ছাগলছানা একরত্তি হ'তে,
দাদাঠাকুর বেচতে তা'ত নারব কোন'মতে ।
খালি এ কোল ভরতে পালি ছাগল দুটো ঘরে,
করিনিক ব্যবসা পাঁঠার তোমার পেটের তরে ।

বল্ছো তুমি কালীপূজোর জন্তে নেবে পাঁঠা,
সেই ডরে হায় মোটেই এ-গায় দিচেনাক কাঁটা ।
অধঃপাতে যেতে হবে বলছ বটে হাঁকি ।
সেখানে হায় যেতে ঠাকুর আছে কি আর বাকী ?
অনেকগুলি ডাঁটো-সাঁটো অনেক কচি-কাঁচা,
মা-কালীরেই বছর বছর দিইছিত হায় বাছা ।

দেখা হলে বলো ঠাকুর এবার শ্যামা-মাকে,
“পাগল বুড়ী হয়না রাজী ছাগল দিতে তাকে ।
পেটের বাছা অনেক দিছি মিটেনি তায় ক্ষোভ ?
মামুষ খেয়ে পেট ভরেনি ছাগলছানায় লোভ ?
মরার বাড়ি নেই অভিশাপ, ব'লো ঠাকুর, যাও—
'সকাল সকাল বুড়ীটাকেই এবার শ্যামা নাও' ।”

গাইস্‌হ্য চিত্র

বৌদিদি

বধূর লজ্জা, মায়ের আদর, ভগিনীর ভালবাসা,
রোগে তাপে সেবা, শোকে সান্ত্বনা, অশ্রু পাথারে আশা,—
আরো যে কতই বিলায়ে মাধুরী মিলায়ে গড়িয়া বিধি
এই বন্ধের ঘরে ঘরে তোমা পাঠায়েছে, বৌদিদি ।

দেশের ভাগা-ভবিষ্যতের আশা-নিকেতন যারা,
তোমার নয়ন-পল্লব-ছায় মাছুষ হতেছে তারা ।
তোমারি রক্ষা-কবচ বাঁধিয়া সাধনায় ধাই মোরা
জীবন-সমরে বলাধান করে তোমার রাখীর ডোরা ।
যদি ক্ষতি ক্ষয় লাজ পরাজয় ভাগ্যে কখনো ছুটে,
তপ্ত জীবন জুড়াবার লাগি শ্রীচরণে আসি ছুটে ।

চীনে-করবীর কলিকার মত তোমার আঙুল গুলি
বিনত শীর্ষে চিকুরের ফাঁকে মুছে দেয় সব ধূলি ।
ব্রাতৃভবন তেয়াগিয়ে এসে ভাই ক'রে লও পরে,
দেবর-জন্মে পরম বন্ধু বাঙালীর ঘরে ঘরে ।

অবোধ অবলা বলি তব কথা করে না সে কভু ঘৃণা,
কোনো কাজ ভুলে করে না সে মূলে তব মঙ্গলা বিনা ।
তোমার আদেশ তাহার শীর্ষে সব নিদেশের বাড়া,
সব উপরোধ ঠেলিতে সে পারে তব অনুরোধ ছাড়া ।

তোমার শ্রবণে কি ভূষণ রাজে দেখেনি সে চোখ তুলে,
 চিনে ভাল করে' নূপুর ছুটিরে তোমার চরণমূলে ।
 জানে না সে তারি দেওয়া হেম-হারে কণ্ঠ তোমার সাজে,
 হেমবিনিময়ে ক্ষেম সে লভেছে ও পদ-রেণুর মাঝে ।
 তোমারে ভক্তি করিতে সে চিনে রমণীর মহিমায়,
 নিখিল নারীকে শ্রদ্ধা করিতে শিখেছে সে তব পায় ।
 দেবরেরে স্নেহ করিতে তোমারো মাতৃমমতা শেখা
 সন্তানে লভে পূর্ণতা সেই স্নেহের ইন্দুলেখা ।

মাতৃহারার তুমি হও মাতা অসহায়ে লও টেনে,
 আপন স্তন্থে বাঁচাও তাহার সন্তানসম জেনে ।
 মুখে হাসি আর চোখে জল নিয়ে বরণডালাটি শিরে,
 আপন অঙ্কে বরি' লও তার লাজনত বধুটিরে ।
 ভগিনীহীনের তুমিই ভগিনী সহচরী একাধারে,
 শুভ কার্তিক দ্বিতীয়ার ফোঁটা মনে মনে দাও তারে ।

তোমার চরণে দেবরের শিরে মধুর মিলন ভবে,
 উভয় পরশে উভয়ই মেধা স্বর্গীয় গৌরবে ;
 তব চরণেরে ধন্য করেছে দেবরের কেশগুলি,
 ধন্য করেছে দেবরের শিরে তোমার চরণধূলি ।
 যুগে যুগে তুমি ভরতে গড়িছ, ঘরে ঘরে লক্ষ্মণে,
 তোমার লাগিয়া ধরিতেছে জটা তাহারা ভবনে বনে ।
 স্বপ্না রূপে তুমি চির স্নেহময়ী, বধুরূপে তুমি সতী,
 বৌদিদি রূপে বজ্রের গৃহে সব হ'তে গুণবতী ।

বিদায়

যাই—তবে যাই ।

কেন মিছে দেৱী ক'রে মমতা বাড়াই ।
পশ্চিমে করেছে মেঘ হানিছে বিদ্যুৎ
ঘন ঘন ; ছাতাটাও নয় মজবুৎ ।
অঁটাল মাটির পথ বেজায় পিছল
পার আছে মাঝে, তায় নেমেছেও ঢল,
পথটাও কম নয় চার ক্রোশ পাকী
জলকান্দা পাকে ভরা । থেকে যাব নাকি ?
গোলামের না-না অত সুখে কাজ নাই
যেতে হবে—যাই ।

আসি তবে যাই—

ভেবে ভেবে দেৱী ক'রে কিবা হবে ছাই ।
এখনও দণ্ডুই থাকতেও পারি,
কাজ নাই, যাত্রা করা ভালো তাড়াতাড়ি ।
ইষ্টেশনে আগে হ'তে পৌছানই ভালো ।
মেঘটা যে ক্রমে দেখি হলো গো বোরালো ।
চার ক্রোশ আটক্রোশে বুঝি বা দাঁড়ায়,
দশ দিনই কেটে গেল কি হবে ঘণ্টায় ?
চাকুরী রাখিতে হ'লে আজই যাওয়া চাই ।
যেতে দাও—যাই ।

উঠি তবে—যাই,
 নরেন না যায় আমি যাবো একেলাই ।
 তার কথা দেড়ে দাও, সে ত ভাগ্যবান্ ।
 সবার চাকুরী কিছু নহে ত সমান ।
 সে পেয়েছে স্বপ্নের বিষয় আশয়
 পাক্কী চ'ড়ে যেতে পারে যদি ইচ্ছা হয় ।
 আমার ত বাবু হ'লে চলবে না দিন,
 উপোষ করিবে মনু পুলিন নলিন ।
 মলেও একটা দিন চলে না কামাই
 চলি—তবে যাই ।

আসি তবে যাই—
 না গেলে এ ছেলেপুলে কেমনে বাঁচাই ?
 সেই ঘানি, নাকে দড়ি, সেই ঘুরপাক,
 সাহেবের লাখিঝাঁটা ফিরিবে বেবাক,
 আধাসিদ্ধ, আধাপোড়া গুঁজে নাকে মুখে
 আফিসের পানে ছুটা দুরু দুরু বুক ।
 সেই দশা, সেই মশা, সেই ছারপোকা,
 দিনে থেটে থুটে এসে রাতে জ্বরে ধোঁকা ।
 সকলি ফিরিবে, মিছে ভাবি থামখাই,
 ছাতা দাও—যাই ।

আহরণী

উঠি—তবে যাই,

দেবী হলে বেড়ে যায় কথায় কথাই ।

কাল রাতে খাই নাই শরীর দুর্বল

মাথা ঘোরে বৌ বৌ করে' হাত পা অচল,

রাতে যেন হয়েছিল অরের মতন,

দেখ'ত কপাল ছুঁয়ে এখন কেমন ?

থেয়ে যাবো ? বেশ কথা, আর বারোমাস

ছেলে পুলে নিয়ে ঘরে করি উপবাস ।

মেয়ে মানুষের বুদ্ধি,—যা ভেবেছি তাই—

না—না—যাই—যাই ।

চলি তবে, যাই—

ছুটি পেতে পারি আরো, যদি ছুটি চাই !

দিন দুই থেকে যাবো ? বোঝনাত কিছু

শুধু কান্দতেই জানো মাথা করে' নীচু !

হঠাৎ আবার কোন ব্যাঘাত ঘটুক,

তখন কি হবে গতি ? মাহিনা কাটুক

হয় যদি বজ্রাঘাত—ধরে যদি যমে

বাওয়া বন্ধ হবেনাক 'আজ কোন' ক্রমে ।

দিন দুই আগে পিছে তফাৎ খোঁরাই ।

হরি—হরি, যাই ।

বাপ পিতামো'র ভিটে

এষে—বাপ পিতামো'র ভিটে,
সব চেয়ে এই মাটাই খাঁটি, সব চেয়ে এ মিঠে ।
এইত আমার গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন,
বাপ-পিতামো'র পুণ্যে গড়া তীর্থনিকেতন ।
এইত আমার তক্ষশীলা, অজন্তা, সারনাথ,
হেথাই প্রতুল প্রত্নধনের মিলিবে সাক্ষাৎ ।
সকল ঠায়ে যাই হারায় লোকজনতার মাঝে,
আমার হেথা স্বতন্ত্রতা সগোরবেই রাজে ।
অতীত সনে বর্তমানের এইখানে মোর যোগ,
জন্মে জন্মে পুণ্য-পাপের হেথায় ফল ভোগ ।

এষে—সাত পুরুষের ভিটে—
স্মৃতি তাঁদের জড়িত এর প্রত্যেক ইটে ইটে ।
পিতামহের পিতামহ টোপর মাথায় দিয়ে
এই আঙ্গিনায় ফিরে এলেন, ক'রে এলেন বিয়ে ।
মাতৃশোকে লুটেছিলাম এই ভিটেটি জুড়ি,
এই আঙ্গিনায় পিতামহ দিলেন হামাগুড়ি ।
তিন পুরুষের স্মৃতিকাগার কোণটিতে ঐ আছে,
সাত পুরুষই বিদায় নেছেন তুলসী-বেদীর কাছে ।
ঈশানকোণের আমগাছটি ঠাকুরমায়ের পোতা,
তাঁহার শীতল বস্ত্রধারা ফল্ছে আজি হোথা ।
ঠাকুরঘরের সামনে মাটি তীর্থে পরিণত,
সাত পুরুষের ললাট ছোঁয়া প্রণামে বিক্ষত ।

আহরণী

এযে——বাপপিতামোর ভিটে,
ইহার সাথে মোর জীবনের বাঁধন গাঁঠে গাঁঠে ।
অনেক অধিবাসন-ধূপে স্মরণি এর ধূলি
কুশণ্ডিকার ভস্ম সনে করছে কোলাকুলি ।
ভক্তিমতী কত সতীকুলবধূর আঁকা
আল্পনারি শিল্পকলায় মালিন্ত এর ঢাকা ।
এ বংশের এ পাছশালা, স্বর্গত আত্মারা
আনাগোনা করেন হেথা, পাই যেন তার সাড়া ।

এযে—— বাপপিতামোর ভিটে,
পিতৃ ঋণের বোঝা বহি—হেথায় ঘাড়ে পিঠে ।
আমার তরে হেথায় হলো কত আয়োজনই,
তিনশো বছর আগেও আমার বাজল আগমনী ।
অলক্ষ্যে সব রক্ষাকবচ, আমায় ঘিরে রাখে,
ছাড়তে গেলে অনেক পানিই পিছন হ'তে ডাকে ।
রোগের জ্বালায় পঙ্গু যখন, দৈন্তো ম্রিয়মাণ,
পাই না স্নেহ, বয় না দেহ, দেয় না কেহ স্থান !
সই যবে ফোভ, ক্ষয়, পরাজয়, লাঞ্ছনা, লাজ, কৃতি,
ইহার এ বুক ছাড়া আমার নেইক কোন' গতি ।
খাই বা না খাই নির্ঝিবাদে এইখানে রই পড়ি',
নারায়ণের শ্রীমন্দিরে দেই গো গড়াগড়ি ।

বাপপিতামোর ভিটে,
শেষেও যেন মুদি নয়ন এ তীর্থেরই পীঠে ।

সুবোধচন্দ্র

না বুঝে তোমরা সুবোধে আমার ব'লো না কুলাঙ্গার,
সুবোধই মোদের কুলের প্রদীপ, তুলনা মিলে না তার ।
চারি ভাই তার বিদ্বান বটে, চাকুরিয়া বড় বড়,
আপন-আপন বাড়ীও করেছে ঢাকাকড়ি করে' জড়ো ।
সুবোধ আমার শিথিতে পারেনি লেখাপড়া বেশী কিছু
ভায়েদের সাথে পারেনি আগাতে সে আছে সবার পিছু ।
মূর্থ সুবোধ আছে বলে' তবু দুইমুঠো খেতে পাই,
তাদের ভগিনী ভাগ্নে-ভাগ্নী দাঁড়াবার পায় ঠাই ।

সুবোধ আমার আঙুলি রয়েছে বাপপিতামো'র ভিটে,
সুবোধ আমায় সিঁদূর যোগায় কুললক্ষ্মীর পীঠে ।
সে না হ'লে হ'ত এ গৃহে নিরত শিয়াল পেঁচার বাস
বাজিত না শাঁখ, পড়িত না সাঁজ, উঠানে গজাত ঘাস ।
সে না হ'লে হায় পিতা পিতামহ পেত না পিণ্ডজল,
বংশের 'পরে নামিত কুপিত তুষিতের শাপানল ।
সে না হ'লে গৃহে বন্ধ হইত গোবিন্দজীর সেবা,
ভিখারী অতিথি অভ্যাগতেরে এ গৃহে তুষিত কেবা ?
স্বজনবন্ধু পাড়াপ্রতিবেশী গুরু-পুরোহিত সনে ?
প্রাণের বাধন সেই রাখিয়াছে সেবি' তুষি' প্রতি জনে ।
তাহারি জন্ত ঘর দুয়ারের চিহ্ন বায়নি ঘুচে,
গ্রাম হতে রায়বংশের নাম বায়নিক আজো মুছে ।
সকটে সে যে সকলের আগে দাঁড়ায় বন্ধ পাতি'
সকলের স্মৃতিতে দুখে সহভাগী, শ্মশানে বাসনে সাথী ।

আহরণী

তীর্থের পথে হাত ধরে' সাথে নিয়ে যায় সারাখন,
সকল পুণ্য-কর্মে আমার করে দেয় আয়োজন ।
এমন মূর্থ ঢের ভালো দেখি অনেক জ্ঞানীর চেয়ে,
কি বলে জানি না পুঁথি পত্তরে মূর্থ হিঁদুর মেয়ে ।

স্ববোধ আমার করিতে পারে না বেশী কিছু রোজগার,
নিজে খেটে চাষে মুনিষ খাটিয়ে চালায় এ সংসার ।
গোরুগুলি তার যেন কামধেনু দুধ ঢালে কেঁড়ে কেঁড়ে,
কলার বাগান বাঁশঝাড় তার ক্রমে যাইতেছে বেড়ে ।
মাছে ভরপুর দুইটা পুকুর গোলা ভরা থাকে ধান,
সারাটি বছর করে ভোগ আর দুই হাতে করে দান ।
বোমাটি মোর বড়ই লক্ষ্মী, নাহি সৌখীন সখ,
বাড়ীখানি তবু তার গুণে করে তক্-তক্ ঝক্-ঝক্ ।

নানা অজুহাতে হিসাবী ছেলেরা ত্যাগ করিয়াছে দেশ,
এখন তাঁদের খড়ো ঘরে নাই বাস করা অভ্যাস ।
না আসুক তারা যেখানে থাকুক সেখানেই স্থখে রোক্-
প্রার্থনা করি দিন দিন আরও বাড়বাড়ন্ত হোক ।
শুধাও যদি বা কোন্ ছেলেটির গোরব বেশী করি,
তবে সে করিব স্ববোধের নাম মুখ ভরি, বুক ভরি' ।
জনমে জনমে শ্রীহরির পায়ে এই মোর অঙ্গুনয় ।
একটাও ছেলে অস্তুতঃ যেন স্ববোধের মত হয় ।
শতক বিজ্ঞ অবোধের চেয়ে মূর্থ স্ববোধ ভাল,
শত তারা নয় একটা চন্দ্রে বংশ করে যে আলো ।

বন্ধার খেদ

কুঞ্জে আমার ফুটল না ফুল, ফল না ফল বাগানে,
বাজলনা শাঁখ আমার আঙিনায়,
বৎসলতার উৎসধারা ছুটল না স্থৎ-পাষণে,
মা বলে' কেউ ডাকল নাক' হয়।
আমার নারী-জীবনচুড়ায় বাজলনাক ডঙ্কা রে,
শূন্য আমার ময়ূর-সিংহাসন।
হলো না হয় গৃহে আমার ঝিনুক-বাটীর ঝঙ্কারে
বালগোপালের সোহাগ আমন্ত্রণ।
আমার শোণিত-সিন্ধু মথি' চন্দ্রমা ত উঠল না,
ঘুচল না মোর প্রাণের আঁধার ঘোর।
আমার বুকের পীজর গলে' ক্ষীরের ধারা ছুটল না,
বধূজীবন বৃথায় গেল মোর।

গয়না গায়ে পরি না আর, শুধুই তামার মাছলী
করেছি এ দেহের আভরণ।
পীর-দরগায় শিনী দেছি, অনেক টাকা আধুলি,
পূরল কৈ আর আমার আকিঞ্চন ?
বাবার ঠায়ে ধন্য দিয়ে নীলের ব্রত পেলেছি,
করেছি হয় অনেক উপবাস,
তীর্থে গেছি পায়ে হেঁটে, সাগরে গা ঢেলেছি,
যে যা বলে করেছি বিশ্বাস।

আহরণী

কেমন সে যে দেখতে হবে কতই করি কল্পনা—

দেব' তাহায় কি কি অলঙ্কার,

‘ভুজোনো’ তার কেমন হবে তাই নিয়ে হয় জল্পনা ।

দাঁইকে আমি দিব গলার হার ।

আদর ক’রে ডাকব’ বলে’ করেছি হায় পছন্দ

কত নাম, বা’ নেইক গোটা গাঁয়,

কোথায় আমার যাত্নমাণিক জীবনভরা আনন্দ

আসবি কবে ? সময় বয়ে’ যায় ।

তাহায় নিয়ে করব আমি স্বামীর সাথে কলহ

কি অছিলায়, তাও করেছি ঠিক,

তারে কিছু বল্লে পরে হবে আমার অসহ

বল্বে আমি ‘অমন বাপে ধিক্’ ।

রেখেছি তার বিত্ক কিনি, ছোট্ট থালা দুধ-বাটি,

চোয়ন-কাঠি খেলনা ভারে ভার ।

বস্বে বলে’ আসনখানি বুনিয়াছি ফুল কাটি’

পরবে বলে’ টুপিটা ফুলদার ।

শিখেছিলাম উপকথা ছড়া-শোলক-পাঁচালী

জানি কত ঘুম-পাড়ানী গান,

সে সব আমার কে শুনিবে কোথায় দুলালদুলালী ?

সে সব আমার কার জুড়াবে কাণ ?

বুক যে আমার আঁৎকে উঠে শিশুর কাঁদন-সাড়াতে

আপন ঘরে কেঁদেই সারা হই,

বন্ধ্যার খেদ

ইচ্ছা করে ছেলেপুলে মারলে কেহ পাড়াতে
ছুটে গিয়ে আঁকড়ে চুমে' লই ।
কাজ খুঁজে না পাই এ ঘরে বসে' থাকি জানালায়
হেরি' পথে শিশুর মহোৎসব,
হেরি' ছেলের কাঁথা দোলে পাশের বাড়ীর আনালায়,
শুনি পাড়ায় ছেলের কলরব,
ওরা-ত কেউ নয়ক আমার, হায়রে আমার কোল খালি
কিসের লাগি ভূতের এ সংসার ?
সন্ধ্যা হ'লেও, বায়নাক সাধ উঠে গিয়ে দীপ জ্বালি,
যাবে কি তায় গৃহের আশ্রয়ার ?

* * * *

দিবস আমার কাটেনা যে শূন্য ঘরে ভগবান্,
শেষ করো মোর অলস অবসর ।
অবকাশের মকুর জালা করো দয়াল অবসান,
যজ্ঞে তোমার লও এ কলসের ।
প্লায় কাদায় গড়াগড়ি অনেক ঘরে বাছারা,
ছেলের জালায় হচ্ছে জালাতন,
বাদের ঘরে ঠাই মোটে নাই, ভাত জোটেনা তা'ছাড়া,
তাদের ঘরেই পাঠাও অগণন ।
হাড়ীর মেয়ের, বনবাদারে কাঠ কুড়াতে গিয়ে যে
হচ্ছে ছেলে কুর্চি গাছের ছায়,
আপন হাতেই নাড়ী কেটে আসছে ছেলেয় নিয়ে, সে
অনিচ্ছাতেও বছর বছর পায় ।

আহরলী

চায় না যারা তাদের ঘরেই পাঠাবে আর কত বা ?

একটা দিয়ে পুরাও আমার সাধ,

একটি কালো, খাঁদা, খোঁড়া, কানা, কুঁজো অথবা

সেই হবে মোর মানিক সোণার চাঁদ ।

আর জনমে হয় ভগবান্, কেবেছিলান পদাঘাত

কার বাছারে ? আহা ম'রে যাই,

এ জনমে শান্তি তারি স'চ্ছি বুঝি দিবারাত

একটি বাছাও অঙ্কে নাহি পাই ।

কোথায় আছি স্ কাদাস্নে আর দুঃখী মায়ে আররে আ

আররে বাছা মা-ষষ্ঠীর ধন ।

তোর বিহনে সোণার ভবন শ্মশান হ'য়ে যায় রে হায়

উপবাসী পিতৃ-পুরুষগণ ।

বুখাই আমার ধেনুর সেবা, ফুলের গাছে জল ঢালা,

কলসি যায় অই তুলসী-বন ।

লক্ষ্মী গেলেন কাঁপি কাঁথে, ষষ্ঠী মা যে থই-ডালা

বিমুখ হয়ে' বাঁ-হাতে হায় ল'ন ।

খেলার সাথী না পেয়ে যে বালগোপাল হয় আস্ না ;

বন্ধ হেথা নান্দীমুখের যাগ,

খাখা করে এ ঘর দুয়ার, নাই আভিনায় আল্পনা,

দেওয়ালে নেই বসুধারার দাগ ।

দুলাল হ'য়ে কতকাল আর দেখবি রে বাপ মায়ে'র দুখ

আর কতকাল কাদাবি, বাপ, বল ?

কে ঘুচাবে কলঙ্ক মা'র ? রাখবে কে রে মায়ে'র মুখ ?

পবিত্র কর মায়ে'র হাতের জল ।

আগন্তুক

মোদের দৌহার মধ্যখানে কে এলি তুই বল ?

একুল ওকুল পূর্ণ করি সোহাগ গাঙের ঢল ।

দিবারাতির মধ্যে যেন জ্যোতিষ্ময়ী উষা,

তুইটা বুকের অন্তরালে গজমোতির ভূষা ।

জীবন-বীণার কঠিন কাঠে মায়ামুকুল মরি,

ঝঙ্কত তুই তুইটা তারে মিলে কোমল কড়ি ।

তুইটা হিয়ার নবীন বাঁধন পারিজাতের মালা,

নূতন ক'রে পরিণয়ের তুই রে বরণডালা ।

আকাশ-পথের প্রণয় মোদের চাপল্যে অধীর,

সংসারের এ কুঞ্জবনে বাঁধালি তায় নীড় ।

আবেশ-মূঢ়ে জীবন-পথের লক্ষ্যে দিলি এনে,

ভীষ্মদের আজ নিয়ে গেলি জীবন-রণে টেনে ।

মোদের প্রণয় কয়লিরে তুই কথিত কাঞ্চন,

বৌবনের এ উন্মাদনায় রে শুভ শাসন ।

প্রেম-পিপাসার পরিণতি অমৃত মঙ্গল,

মোদের দৌহের মধ্যখানে কে এলি তুই বল ?

তুইটা কচি হাতে আজি তুইটা জনা বাধা,

তোকে নিয়েই আজকে মোদের সকল হাসাকাঁদা ।

একটি ফুলের পাত্রে মোরা আজকে মধু খাই,

একটি স্বধার উৎসে ক্ষুধা পিপাসা জুড়াই ।

আহরণী

উঠলি মোহের ধোঁয়া ভেদি পুণ্যাশিখা জলি,
পুষ্ট করুক দুইটা হিয়ার স্নেহের ধারা গলি' ।
কুশণ্ডিকার কুশের বনে তুইরে কুসুম ফল,
মোদের দোহের অঙ্ক জুড়ি কে এলি তুই বল ?

পুনর্জন্ম

আবার মোদের আঁধার আগারে প্রদীপ জ্বলেছে আজ,
আজিকে প্রেয়সি যচ্ছে কুণ্ডা, প্রলয়-লীলার লাজ ।
ঘরের প্রদীপ নয়ন মেলিলে মুদিয়া রহিতে আঁখি,
সঙ্কোচে মুখ-পঙ্কজ তব অঞ্চল দিয়ে ঢাকি ।
পরিহাস-পটু চটুল নিলাজে নিভালাম মুখবায়,
কুসুম-শয়ন-রজনী হইতে 'নিভিয়া রহিল হায় ।
নির্ঝাণ পেলে জন্ম হয় না এ কথা কে আর শোনে ?
আবার বর্ত্তী লভেছে জনন জ্বলিছে এ গৃহ-কোণে ।
মোদের দোহার হৃদয়-পাবকে কনক-প্রদীপ জ্বলে ;
তোনার অঙ্ক-বেদী 'পরে তায় তব স্নেহ-রস গলে ।
সোনার প্রদীপ জ্বলেছে বলিয়া মাটির প্রদীপো তাই ।
সারারাত্রি জ্বলে দহে পলে পলে, আজি বিশ্রাম নাই ।
বাছনির লাগি আজিকে তাহার বাড়িয়াছে সমাদর,
কখন জাগিবে উঠিবে সে কেঁদে কখন পাইবে ডর ।
সচেতন ঘুম, জাগ দশবার রাতে বাড়িয়াছে কাজ,
বহুদিন পরে আবার এ ঘরে প্রদীপ জ্বলেছে আজ ।

পৌরাণিক

প্রার্থনা

বৈরী যদি দিতে হয় দাও তবে ভীষ্মসম, ওহে জগদীশ,
যার শরজাল দেয় বক্ষ চিরি পরাজ্ঞান শিরে শুভাশিস ।
চাহিনাক মিত্র আমি সে যদি শকুনিসম চাটু-সুধা মাখি,
সেবন করায়ে নিত্য কুপথ্যের হলাহল মৃত্যু আনে ডাকি ।

করগো ভিথারী মোরে সে যদি বিহ্বলসম চিরতৃপ্ত প্রাণ
মধুর ক্ষুদের লাগি যার দ্বারে ফিরে ফিরে আসে ভগবান ।
করো না নৃপতি মোরে সে যদি যবাতিসম ভোগ-লালসায়,
নিজ জরা-বিনিময়ে পুত্রের তারুণ্য তরে মরে পিপাসায় ।

দাও প্রভু পরাজয় যদি নাসি-রাজসম হারায়ে ত্রিলোক,
বামনবটুর পদরেণুতে আঁকিতে পারি ললাট-তিলক ।
চাহি না বিজয় তবু সমগ্র ভারতভূমি জিনিয়া সমরে,
স্বজনসন্ততি-হারা কুরুক্ষেত্র-শ্মশানের সিংহাসন 'পরে ।

থর বর্ষা দাও মোরে, কর মেঘবজ্রময় জীবন আমার,
বর্ষণে বিদারি বক্ষ, আনে যেন কমলার আশিস-সম্ভার ।
চাহিনা ফাক্তন ফল্ল ফুল-দল-কিসলয়ে অলস সুন্দর,
সে যদি স্বপন ভাঙি নিয়ে আসে বৈশাখের ব্যাধিত মন্দির ।

—

দুর্ভাসা

কোথা যান্ত্রিক, আজি অজ্ঞানে ভুলেছ^১ নিত্যবাগ,
কোথা ঋত্বিক, করনি সাধন আত্মকর্ষভাগ,
কোথায় শিষ্য, ভুলেছ ভাষ্য মাধবীর সৌরভে,
দুর্ভাসা আসে দুর্ভার বেগে, অবহিত হও সবে ।

কোথা ঋষিবালা পুর্ষিছ পরাণে মোহারুণ কামনায়,
অতিথি আসিয়া ফিরে যায় তবু হয়না চেতনা তায়,
তরুলতাগুলি পায়নি পানীয়, হরিণী,—শল্যদল,
দুর্ভাসা আসে দুর্ভাষা মুখে, কোথায় পাণ্ডুল ?

কোথা নরপতি লালসালালিত, পুষ্পবাটিকামাঝে
বিলাস-বাসনে আছ সারাবেলা, হেলা করি রাজকাজে ?
কোথা শূরবর ভুলেছ সমর প্রেমিকার কর ধরি ?
দুর্ভাসা আসে, দুর্ভলচিত ! জাগো মোহ পরিহারি ।

ভুলি দেবদ্বিজ পূজা, ব্রত, নিজ জনমের তিন ঋণ,
কোথা গৃহী হায় শফরীলীলায় বিলসিছ নিশাদিন ?
গৃহকাজ কোথা ভুলিয়াছ বধু বিরহের বেদনায় ?
দুর্ভাসা আসে জাগো জাগো সবে নিজ নিজ সাধনায় ।

আসিছে মূর্ত রত্নশাসন, ভ্রুকুটীকুটিল মুখ,
শিরে জটাজাল নয়নে দহন, শঙ্খগহন বুক ।
সাধনার ভার বহ আপনার, মোহের আধার নাশি,
জাগ্রহ রহ, উগ্র তাপস কখন পড়িবে আসি' ।

রাজর্ষি ভরত

পরিহরি পরিজন গৃহস্থ সিংহাসন,
মুগশিশু, তোরে ভালবেসে,
হায় হায় শতশত বরষের তপ ঘট
যাগ জপ যায় সব ভেসে ।

থেয়ে নিস তুই সব সোম চক্ৰ কুশ বব,
কোশাকুশী হ'তে গঙ্গাজল,
স্থণ্ডিলে সমিধ্ পরে ঘুমাইবি অকাতরে,
কেমনে জালিব হোমানল ?

একি অত্যাচার তোর, মন্ত্রপূত হবি মোর
 শ্রক হ'তে তুই নিম্‌ কাড়ি ;
 যোগে সমাহিত হ'লে আসিয়া শুইবি কোলে,
 স্পন্দহীন নাহি হ'তে পারি ।

তরল আয়ত চোখ ভুলাল'রে হৃদ-শ্লোক,
দাঁতে ধরে' টানিস্ বাকল ।
সর্বাঙ্গ লেহন করি' সব তপ নিলি হরি',
শেষে কি রে করিব পাগল ?

পরিহরি ঘনসার কুঙ্কুম, রোচনাভার,
কালাগুরু, উশীর, চন্দন,
স্নগন্ধ বিলাস সবি ছেড়ে এসে, এ সুরভি
‘মৃগমদে’ মজিল রে মন ।

আহরণী

রূপতৃষা, রসতৃষা জয়তৃষা বশ'তৃষা
সর্বতৃষা গর্বে জিনি হায়,
কান্তারে প্রান্তরে ঘুরি' ব্রাস্ত আজি পছা চুঁড়ি
মরুভ্রাস্তি 'মৃগ-তৃষিকায়' ।

ছিঁড়ে এসে মায়া-ভোর ওরে মায়ামৃগ মোর,
তোর লাগি ঘোর অধোগতি,—
প্রতিহিংসা প্রকৃতির, এঘে দণ্ড বিদ্রোহীর !
ভগবন্ ! দাও স্থিরমতি !

* * *

থাক্ তুই রে শাবক, অঙ্কে মম, শুষ্ক হোক
চতুর্ধর্গ-ফলের পাদপ ।
জীবন্ত সবার চেয়ে স্নেহ প্রেমে শিশু পেয়ে
হত্যা করি করিব কি তপ ?

যদি যোগ-কুযানলে শাসন-শোষণ-বলে
রসলেশশূন্য সারা প্রাণ,
অন্তরে বাহিরে জটা, তবে মিছে তপোঘটা
বৃথা রস-ব্রহ্মের সন্ধান ।

বৈরাগ্যের শ্রেন যদি অনুসরে নিরবধি
প্রেম-শুক ভ্রাণ কোথা পায় ?
সব ঠাই হ'তে তারে তাড়াইলে বারে বারে
মৃগবক্ষে বাঁধিবে কুলায় ।

একলব্য

হে অনার্য্য, একদিন গুরুকুলে পাণ্ডনিক স্থান,
যুগে যুগে তাই তুমি আর্য্যদণ্ডে কর লজ্জা দান ।
নিঃস্ব বনবাসী তুমি মহাসত্য-ধনের ভাণ্ডারী,
যাহারা সর্ব্বস্বগ্রাসী তাহারাই এ বিশ্বে ভিখারী ।
চাহনিক রাজছত্র, দিগ্বিজয়, রত্নের ভাণ্ডার,
সত্যের প্রতিষ্ঠা করি সমাপিত সাধনা তোমার ।
দেখায়েছ কভু নহে একনিষ্ঠ সাধনা বিফল,
শোণিতে বুদ্ধদুঃসম জনমে না তপস্কার বল ।
কাম্য কিছু নাহি তব যোগ্যতারই করেছ প্রমাণ,
মহাভারতের পীঠে দর্ভাসনে লভিয়াছ স্থান ।

শক্তি সে যে ব্রহ্মময়ী, ত্যাগ সে যে পরমার্থময়,
আর্য্যের নাহিক লজ্জা তার কাছে লভি পরাজয় ।
সত্য চির হোক প্রিয়, মিথ্যা হোক চির তিরস্কৃত,
মহাভারতের কথা তাই গেয়ে হইল অমৃত ।

বিশ্বব্যাপী জ্ঞান-ব্রহ্ম, অংশ তার প্রজ্জাবীজময়
কানন-কান্তার-গিরি যথা রোক্ হবে অভ্যুদয়
সৃষ্টির বিধান-সূত্রে । কে রোধিবে তাহার উন্মেষ ?
অক্ষয় জীবনধর্ম্ম, কি করিবে অহুয়া-বিদ্বেষ ?
কে পারে রোধিতে বিশ্বে পঙ্কমাঝে পঙ্কজবিকাশ,
খনির তিমির গর্ভে অঙ্গারকে মণির নিবাস ?

আহরণী

যে শক্তি ছুটিবে বিশ্বে ব্যোমমার্গে পুষ্পকের রথে
কে রাখিবে তারে বাঁধি দ্বিজত্বের বাঁধা রাজপথে ?
জাহ্নবী চলিবে ছুটি অবিচারে গিরি বনে মাঠে,
কে তারে রোধিতে পারে বারাণসী-প্রয়াগের ঘাটে ?
মানব-সমুদ্র মাঝে কে করিবে শাস্ত বিনাগ
বাধ বাধি ? বিরাতের অঙ্গে অঙ্গে কে কাটিবে দাগ ?
যে শক্তি নিহিত মূলে কেমনে তা করিবে উচ্ছেদ
শাখার ছেদনে বলো ? অথও সে মূলে কই ভেদ ?
যেখানে জীবাত্মা রাজে সেইখানে শিবত্ব বিরাজে,
শিবত্ব আবদ্ধ নহে আভিজাত্য-পাষাণের মাঝে ।

দীক্ষার দক্ষিণ্য ছলে করিয়াছ সর্বস্ব প্রদান,
এর কাছে অশ্বমেধ বিশ্বজিৎ হয়ে যায় ম্লান !
লক্ষ গুণ প্রতিশোধ, হে বীরেন্দ্র, দিয়াছ স্তম্ভার,
* অক্লেশে বজ্জিয়া তর চিরার্জিত জীবনের সার !
আর্য্য সে করুক গর্ষ দস্তে কাটি অঙ্গুলিটি তব.
অনার্য্য নিষাদ, তবু তোমারেই আর্য্য মোরা ক'বো ।
জাগো তুমি হে নিষাদ, ভারতের গুরুকুলমাঝে
পশু-মাংস-পুষ্ট দেহে রক্তসিক্ত কৃষ্ণাজিন সাজে ।
জলন্ত সত্যের মূর্তি—আগে আগে চল ত্যাগ-বীর,
নত হোক পদে যত রক্তগর্ষী দ্রাস্তৃজন-শির ।

মেনকা

মা মেনকা, অশ্রু তোমার ডুবাল আজ বঙ্গভূমি,
গলাইয়া শিলার হিয়া কত কঁাদন কঁাদবে তুমি ?
বহর খানেক হলো-ষে হায়, দেখনি মা তোমার উমায়,
দেছ বিদায় সেই বিজয়ায় প্রাণ-তুলালীর বদন চুমি,
আজ বরষায় অশ্রুধারায় ডুবল বুঝি বঙ্গভূমি ।

প্রাণ-কুমারের পক্ষ শাতন নূতন করে জাগল মনে,
অকারণে বন্দী সে যে সিদ্ধু-মাঝে নির্বাসনে ।
শিখর-শিলা আজকে ভাঙি, মাতৃ-হৃদয় রক্তে রাঙি,
চলল ছুটে অশ্রু তোমার হারাধনের অন্বেষণে ।
নির্যাতনের যাতনা তার নূতন ক'রে জাগল মনে ।

কেমন করে সহিছ ব্যথা, রইছ তুমি শূন্য ঘরে,
মেঘের ডাকে না জানি মা প্রাণটা তোমার কেমন করে ।
করনাক কেশ-প্রসাধন, রুচেনাক রাজ আয়োজন,
পাষণ-স্বামীর চরণতলে অঝোরে ঐ নয়ন ঝরে ।
কেমন করে রইছ আহা শৈল-চূড়ার শূন্য ঘরে ?

অশ্রু তোমার তিতা'ল সব মাতৃ-হৃদি বঙ্গভূমে,
জননীরা চমকে উঠে বক্ষে চাপি বাছায় চূমে ।
তুলাল যাহার নেই মা কাছে কেমনে আজ সেই মা বাঁচে,
ঘনধ্বনির বজ্র ব্যথা হরেছে তার চোখের ঘূমে,
করল আকুল অশ্রু তোমার মাতৃ-হৃদয় বঙ্গভূমে ।

আহরণী

শুভ্র-সুধা উছলে উঠে দেশ-জননীর পয়োধরে,
ক্ষেত্রমাতার নেত্র আজি ভালবাসার ভাষায় ভরে ।
বনজননীর বাহু-লতায় জাগল স্নেহ নিবিড়তায়,
গোষ্ঠ-মাতার ওষ্ঠ-সুধায় শ্যামল সোহাগ উথলে পড়ে ।
রোমাঞ্চিত মমতা আজ বঙ্গমাতার কলেবরে ।

পক্ষি-মাতা বক্ষপাখায় শাবকগুলি আগলে রাখে,
বৎসহারা দেখে আজি বৎসলতায় হাঙ্গা ডাকে,
মীনজননীর ডিম্ব কটে, চখীর প্রসব-বেদনা উঠে,
মক্ষী-মাতা অনাগত বংশধরের জন্ত চাকে
অনশনে আপনি রয়ে' প্রাণের নধু সঞ্চি রাখে ।

অশ্রু তোমার বক্ষ্য-বুকে ও দিল অকাল শুভ্র এনে,
সৎমা হঠাৎ সতীন পুতে আঁকড়ে ধরে আপন জেনে ।
পুল্লহারা বিড়ালছানায় বক্ষে ধরে রাখে ঘুমায়,
কল্যা বাহার গলগ্রহ সেও তারে নেয় গলায় টেনে
অশ্রু তোমার, ফল্গু বুকে দিল স্নেহের বক্সা এনে ।

মা মেনকা জেগে আছ বাংলা মায়ের গেহে গেহে,
বৎসলতায় বিরাজিছ জননীদের দেহে দেহে ।
পুত্র তব পক্ষহারা, বন্দী, চির ছুঃখে সারা,
গঙ্গাসাগর হলো লোনা নয়ন-ঝরা তোমার স্নেহে ।
কাঁদছ তুমি যুগে যুগে বাংলাদেশের গেহে গেহে ।

স্বভাব-ধর্ম

প্রকট করেছ ব্রহ্ম আপনারে এই বিশ্বলোকে
নিত্যকাল । চিরদিন রসলীলা বৈষ্ণবের চোখে
ভূমায় বিস্তার তব ।—‘সৃষ্টি’ কহে সংহিতা-পুরাণ ।
মায়াবাদী কহে ‘মায়া’—উর্গনাভ-তন্তুর সমান ।

যাই হোক এই বিশ্ব—পণ্ডিতেরা করুক বিবাদ,
লীলা হোক, সৃষ্টি হোক, হোক শূন্য, অবিজ্ঞা-প্রমাদ,
পরব্রহ্ম ! ছিলে তুমি প্রতীক্ষায় যুগ যুগ ধরি
বৈদিক আর্থ্যের তরে, চিদানন্দ অন্তরে সংহরি,
সত্তা অনুভূতি ক্রমে জাগাইতে অভিব্যক্তি মাঝে,
একথা হয় না মনে । কোনদিন অপূর্ণতা রাজে
হে পূর্ণ, তোমার ভাবে, কোন ক্রটি, কোন অঙ্গহানি,
আছিল সত্তায় তব, কারো বাক্যে আমি নাহি মানি ।

মহাকাল তব বিশ্ব-বিকাশের ক্ষুদ্র দলসম,
তারে অনুসরি’ তুমি বিদারিয়া ক্রমে রজস্তমঃ
পূর্ণতা লভিলে ধীরে, জাগাইলে শাস্বত বিভূতি ?
এ বিশ্ব কি মহাযজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞান যার পূর্ণাহতি ?
আদি যদি থাকে তবে আদি হতে ভূমার বিস্তারে
নানা ছলে, নানা রূপে জানাওনি তুমি আপনারে ?
প্রতি অভিব্যক্তি-বিশ্ব পায়নি কি তোমার সন্ধান ?
পালিয়াছে তব ধর্ম আপনারে করিয়া প্রতান

আহরণী

চিন্ময়ী, মৃন্ময়ী ধরা লতাগুল্মে কোটী কোটী জীব
আদি হতে ঋতুচক্রে স্থখে দুঃখে, শিবে ও অশিবে ;
তোমারি প্রথায় সবে করে পুনঃ সর্ব সংহরণ
আপনারি মাঝে তাই যুগে যুগে আপাত মরণ ।
পেলেছে তোমারি ধর্ম সুরাসুর কিম্বদন্তি
আদি হতে যক্ষ রক্ষ নাগ ঋতু গন্ধর্ব মানব ।
তোমাতে জেনেছে আর তোমাতে খুঁজেছে অবিরত
তোমাতে ফিরিয়া যেতে কচ্ছপের প্রত্যঙ্গের মত ।

আমমাংসে দেহ পুষ্টি গুহাশায়ী বনচারী নর
শ্মশ্রুণোমারণ্য-তনু ভাষাহীন উলঙ্গ বর্ষর
অপূর্ব বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির বিরাট চত্বরে,
সীমাহীন অবসরে নিশিদিন কি বা চিন্তা করে ?
সভ্য মানবের যাহা অনুমেয়, চির অগোচর
সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব সবি তার নিত্য সহচর ।

বিশ্বয়ে রহস্তে ভয়ে মূর্ছশূন্যঃ চমকি চমকি,
উল্কে অধে চারি পাশে মুগ্ধ দৃষ্টি থমকি থমকি,
রুদ্ধতা, প্রশান্তি, সৌম্য প্রসন্নতা, বিশাল বিস্তার,
বিচিত্র বিবর্ত-লীলা, অজস্রতা, মহিমা-সম্ভার,—
বহা, ঝঙ্কা, মেঘ, বজ্র, উদয়াস্ত, কুহু, পৌর্ণমাসী,
স্কন্ধ সিক্ক, দাববহি, গিরীশ্বরের হিম অট্টহাসি,
সবার মাঝারে তারা খুঁজেনি কি আপন নিদানে ?
বিশ্বাতীতে খুঁজেনি কি এ বিশ্বের বিচিত্র বিদানে ?

ঝঞ্ঝা, বজ্র, সিংহ, সর্প, ব্যাধি, মৃত্যু হ'তে আপনায়
বাঁচাতে আরণ্য নর খুঁজেনি কি শরণ্য সহায় ?
নদ হ্রদ দারু শিলা তরু গিরি ভূচরে খেচরে
বহুশ্রমগুণিত করি পূজেনি কি আধ ভক্তিভরে,
আম মাংসে চর্মে লোমে শুক্তি শব্দে পত্র পুষ্প ফলে,
পর্বতে গুহায় বনে সিঙ্কুতটে কিংবা তরুতলে ?
বংশী-শৃঙ্গ নিনাদিয়া করেনি কি তোমার বোধন ?
তাদের সর্বস্ব তুচ্ছ, তাই দিয়ে করিতে আপন
চাহেনি কি তারা তবু ? জানায়নি আর্তি আকুলতা
অর্থহীন বাক্যান্বরে হৃদয়ের কৃতজ্ঞার বাথা ?

অনুসরি একই মনোবৃত্তি-ধারা একই সে প্রেরণা
মানুষ আজিও চাহে করিবারে তোমার ধারণা ।
দারুশিলা বিবর্তিত রক্তমাংসে অনলে অরুণে,
খুঁজে তারা গ্রন্থে, তন্ত্রে, স্বর্গে, শূন্যে, গুণে বা নিগুণে ।
নরত্বে উন্নীত আজি জীব তরু জড়ত্ব-আশ্রয়,
মৃশ্ময় বান্ধব ছিলে আজি তুমি বিদেহ চিন্ময়,
মন্দির মসজিদ গীর্জা রূপ ধরে গুহাতরুতল,
অর্ঘ্য আজি দস্তভরা আত্মভোগ্য ঐশ্বর্যের ফল ।
নানা স্তরে নানা যন্ত্রে আজি তব মন্দিরে বোধন,
ভাষায় বন্ধুত ছন্দে স্তব স্তুতি পূজা আবেদন ।
সূক্ত-শ্লোক-বন্ধ বেদ বাইবেল কোরান পুরাণ,
প্রথম তোমার বার্তা জানে বলি করে অভিমান ।

আহারণী

বর্ষের নখদন্ততরু শাখা, প্রস্তর, মুদগর,
লৌহ-বহি বিষ-বাষ্পে শতাব্দীতে দতি রূপান্তর
সভ্য মানবের আজি রাষ্ট্র যুদ্ধে হয়েছে সহায়,
তোমার সন্ধানপথে তবু সেই বর্ষেরি প্রায় ।

বেশভূষা, শয্যাসন, বাসগৃহ, আহারবিহার,
রূপান্তরে বিবর্তিত । সে ত সবি বাহ্য উপচার ।
অস্তুরে বর্ষেরে সভ্যে খুঁজে নাহি পাই কোন ভেদ,
নগ্নেরে করেছে মগ্ন মস্তভারে তন্ত্র-স্বৃতি বেদ ।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভয়-নিদ্রা-লোভ-ক্ষোভ-স্নেহ-ভালবাসা,
রিংসা-জিগীষা-ঈর্ষ্যা রাগ রোষ ক্রোধরপিপাসা,
নৃত্য-গীত-ক্রীড়া-তৃষ্ণা, সর্ব তৃষ্ণা লালসা বাসনা,
সমানই বর্ষেরে সভ্যে মেলিতেছে লেলিহ রসনা ।
‘কেবল সাধনা-লাভ ব্রহ্মতৃষ্ণা সুসভ্যের মনে,’
আমার বর্ষের-চিত্ত এ প্রলাপ মানিবে কেমনে ?

শিশু যথা পিতা চিনে, সভ্য চিনে তোমারে তেমনি,
বর্ষের চিনিল যথা শিশু চিনে আপন জননী ।
তোমারে পাইতে হ’লে পূর্ণরূপে, কহে জ্ঞানিগণ
চাই দ্বিধাক্রোদশূন্য অকপট বর্ষের মন ।
তোমার সন্ধানে ভক্ত সভ্যতার সর্ব সমারোহ
তেয়াগি বিচ্ছিন্ন করি ভোগ-সুখ-ধনজন-মোহ,
চীরবাসে ফিরে হয় গুহাগর্ভে আবার বর্ষের,
হে ব্রহ্ম, কেমনে কই তারে তুমি কর অনাদর ?

অপরাবিছায় দৃপ্ত সভ্য নর আর্ধ্য অভিমানে,
রসহীন গ্রন্থে রত বৃথা রসময়ের সন্ধান।

বর্ষের ব্রহ্মত্বমা, ব্রহ্মে কর্মফলের বিরতি,
গহন দণ্ডকারণ্যে শবরীতে হয়ে মূর্তিমতী,
একাগ্র করিয়া চিত্ত উগ্রতম ব্যগ্র তিতিক্ষায়
রামব্রহ্ম লাগি রয় পথ চাহি দীর্ঘ প্রতীক্ষায়।
শৈশব কৈশোর দশা একে একে চলে যায় ক্রমে,
যৌবনের ধূপ দহে যুগমদে ভরি সে আশ্রমে,
জরা এসে হ'রে লয় শীর্ণ পদে প্রতীক্ষার বল,
দবল পক্ষের তলে ক্ষীণ দৃষ্টি নেত্র ছল ছল,
পাণিতে শানিত করি দৃষ্টি তার হানে প্রাণপণে,
পৃথ্বী 'পরে পদ-নখে রেখা টানি দিনগুলি গণে।
বর্ষের ব্রহ্মত্বমা তবু নাহি লভিবে বিরাম
পুনর্জন্ম ভরসায়,—বাত্রাপথে চাহে না বিশ্রাম।
রাম নাম উচ্চারিয়া ফেলিছে সে প্রত্যেক নিশ্বাস।
মিথ্যা হবে? এ আকৃতি এ অটল অখল বিশ্বাস?

একি শুধু ত্রেতা যুগে? আদিকাল হ'তে এই ধারা
বহমান গিরি বনে,—মরুতেও হয়নিক হারা।
তোমাকে স্মরণে পেতে সভ্য খোঁজে সদা ফন্দি ফাঁকি,
সারাটি জীবন ধরি চেয়ে থাকে বর্ষের আঁখি।

মন্দিরে না সিঙ্কুনীরে

মন্দিরে কি সিঙ্কুনীরে কোথায় আছ জগন্নাথ ?
 পুরীধামে এসে তোমায় কোথায় করি প্রণিপাত ?
 হেরি হেথায় সকল ঠায়েই কি তারকা কি গ্রহে,
 অনন্ত নীল মহিমাতে—দেবালয়ের বিগ্রহে ।
 অসীম হতে সসীম পথে নিত্য রথে যাতায়াত,
 সিঙ্কুতীরে শ্রীমন্দিরে তোমায় নমি জগন্নাথ ।

শিল্পশোভায় তেম্নি আছ যেমন আছ নিসর্গে,
 আছ তুমি সংসারেতেও যেমন বিরাগ-বিসর্গে ।
 সংগ্রামে আর শাস্তি মাঝে সমান তোমার অধিষ্ঠান,
 চক্রগদায় ধ্বংস কর শঙ্খপদ্মে পরিত্রাণ ।
 অন্ন দিয়ে পালন কর বস্ত্রা দিয়ে সমুৎখাত,
 স্তব্ধ তুমি, ক্ষুব্ধ তুমি তোমায় নমি জগন্নাথ ।

শাস্ত্যসাকার তুমি আবার অপ্রশান্ত নিরাকার,
 বাঙ্‌মনসাতীত তবু যোগক্ষেমের বইছ ভার ।
 মহোৎসবের উপচারে লুপ্ত তোমার পদদ্বয়,
 প্রচণ্ড তাণ্ডবে আবার ঠেলছ পায়ে অর্ঘ্যচয় ।
 শ্রীমন্দিরে পাতা তোমার মধুপুরীর সিংহাসন,
 উদ্বেল উদ্‌গু লীলায় সিঙ্কু তোমার বৃন্দাবন ।
 মানব তোমায় চামর ঢুলায়, দানব ঢুলায় ঝঞ্ঝাবাত,
 দারুব্রহ্ম বারিব্রহ্ম তোমায় করি প্রণিপাত ।

চিরসুন্দর

ওগো সুন্দর, পরমানন্দ, সুন্দর তব বিশ্বভূমি,
শ্রষ্ট-মাধুরী লভেছে সৃষ্টি, ধ্বংসেও আছ কাস্ত তুমি ।
মঙ্গল-ঘট নিঃশেষ করি রুদ্রও তব পারেনি পি'তে,
ভীষণেও আছ অ-লোক কাস্তি তব রচনার সাক্ষ্য দিতে ।
মরু মনোহর মরীচিকাহারে, মেরু মনোহর অরোরালোকে,
গহন, কুম্ভমে,—অরবিচন্দ্র নিশীথ-গগন তারার চোখে ।
সাগরগর্ভ রত্নছটায়—উপকূল কূল তমালতালে,
অশনি তড়িতে, গিরিদরীণ্ডহা যোগীর জটীর রশ্মিজালে ।
ভূধরশৃঙ্গ তুষারপুঞ্জে—উষার অরুণ পট্টবাসে,
মশান শোভন দেবীর বোধনে, শ্মশান শিবের অট্টহাসে ।

প্রান্তর আলো আলেয়া মালায়, বর্ণে বিশ্ব, স্বর্ণে খনি,
বন্থ আঁধার, খন্তোতিকায়, সিংহ, কেশরে, মণিতে, ফণী ।
বন্থা শোভন উর্ধ্বরতায়, পঙ্কের শোভা পদ্মমালা,
কোকিল-মধুপ, কুজন-গুঞ্জে, শীতল ছায়ার রৌদ্রজালা ।
শৈশব চারু অকারণ হাসে, যৌবন চারু, প্রেমের স্বাদে,
পলিত জরাও সৌম্য শোভন তোমার শুভ্র আশীর্ব্বাদে ।
দৈন্ত শোভন শম সংবমে, বিরহ শোভন প্রিয়ের ধ্যানে,
প্রসব-বেদনা অঙ্ক-শশীতে, কৃচ্ছ্রসাধনা সিদ্ধি-জ্ঞানে ।
বিরোগ-বিলাপে কাতর কণ্ঠ শোভন, অশ্রু মুকুতাহারে,
মরণো মধুর তোমার চরণ-সরোজ-মধুতে ধরার পারে ।

অন্ধকার

এস এস অন্ধকার, এস ঘিরে অসিত বরণ,
অগোচর, সর্ববর্ণবৈচিত্র্যের নিশিচ্ছ মরণ ।
এস শরীরীর স্নেহ মুদাইয়া লোচন-পল্লব,
এস করালীর রূপ করালের আশ্রয়ে-গোরব,
আমারে ঘিরিয়া ফেল প্রকৃতির সুনীল অম্বর,
হে স্নিগ্ধ গাহন এস চিত্ত মম দাহন-কাতর ।

বিশ্বের চঞ্চল সব, লভি বঁটে সত্যের আভাস
গুহাহিত রহি তা' যে পূর্ণ রূপ করে না প্রকাশ ।
বিশ্বভরা ঘূর্ণি মাঝে হায় হায় কোথা অচপল ?
ভূমার বৈচিত্র্য-মোহে মূল সূত্রে হারাই কেবল ।
হারাই গোলোকনাথে ভুলোকের গোলক-ধাঁধায়,
আলোর ছলনা লীলা অন্তরেই কেবল কাঁদায় ।
তর্ক দ্বন্দ্ব কোলাহলে মহাসত্য হয়ে বিড়ম্বিত
তেয়াগি আলোক মালা হয়েছেন মনো গুহাহিত ।
তাই কবি ধ্যানী জ্ঞানী সাধকেরা দুয়ার রুধিয়া
তোমারে বরিল, তম, সাধ ক'রে নয়ন মুদিয়া ।

আলোক বহরে দিয়া, জানাইল একের সন্ধান,
অন্ধকার তুমি তারে মোর নেত্রে কর ভাসমান ।
জ্যোতির্বর্ষে মম দৃষ্টি বার বার লভিল বঞ্চনা,
দিবালোকে সর্বচেষ্টা লভিল যে নিষ্ঠুর গঞ্জনা,

অন্ধকার

সর্বদৃষ্টি সর্বচেষ্ঠা আন তুমি একত্র সংহরি'
ফিরাও চিত্তের দিকে সর্বচিন্তা কেন্দ্রীভূত করি' ।
রূপে রূপে মধু পিয়ে চিত্তভৃঙ্গ গুঞ্জে মত্ততায়,
ইন্দীবরদলসম আত্মাকোষে রুদ্ধ কর তায় ।
আলোকের যবনিকা অন্তরালে লুকাল যে জন
মিছে আলোকের মাঝে খুঁজে তায় পার্থিব নয়ন ।
এ বিশ্বের মরুভূমে আলোকের মৃগতৃষ্ণিকায়
মিছে খুঁজি দম্ব মোরা স্বর্ণবর্ণ তপ্ত বালুকায় ।

ধূমপুঞ্জ-ভস্মজালে মগ্ন করি নেত্র দুটী মম
চিত্তেরে আলায়ে তুল' যাজ্ঞিকের অগ্নিহোত্রসম ।
জ্যোতিষ্ক-সমান হোক মম আত্মা তোমায় উজ্জ্বল,
তোমার তনসা-নীরে হোক চিত্ত স্বর্ণ-শতদল ।
অনিত্যের দীপাঘিতা নিভাইয়া এস কুহু ঘোর,
করালীর মন্দিরের খড়্গাসম কর চিত্ত মোর ।
শ্রামরূপে বিশ্ব ভরি স্পন্দমান শ্রামবংশীতানে
ওগো অভিসার-বন্ধু নিয়ে যাও দোলকুঞ্জ-পানে ।
লোক হ'তে লোকান্তরে মৃত্যু-পথে, জন্ম-জন্মান্তরে
ক্রমে ক্রমে কে আমাদের নিয়ে এলো মায়ের আদরে ?

ধানরূপে ঘনাইয়া এস ভরি দুটি আঁখিপাত,
তুমি বিনা লভিব না এ শ্রাশানে শস্যের সাক্ষাৎ ।
হারিয়ে বিশ্বের আলো পথভ্রমে হব না শঙ্কিত,
শঙ্করের অট্টহাস্তে মনোমার্গ হবে আলোকিত ।

বক্তা

(১)

লোকপাল দেবেন্দ্রের শ্রীহস্তের অস্ত্র থরশান,
ধ্বংস তব ধর্ম নয়। ভয়াবহ তব অভিযান
অশিবে নাশিতে শুধু। গর্জি কহ মা ভৈঃ মা ভৈঃ,
প্রলয় আসন্ন ভাবি মূঢ় মোরা ভয়ে সারা হই !
মঙ্গলেরে শিশুসম বক্ষে ধরি জননী কোপনা,
ছুটিয়াছ উদ্ধাবাগে, নেত্রে ক্ষরে অনলের কণা ;
অসুরেরি বক্ষপানে তব রুদ্র অব্যর্থ সন্ধান,
উদ্বিগ্ন-বিস্ময়-ভয়-মিশ্ররসে এ ক্ষুদ্র পরাণ,
উদ্বেলিত, অঙ্গে তায় অতর্কিত রোমাঞ্চ-সঞ্চারণ,
গূঢ়মর্ম্ম জানে মর্ম্ম সেথা উঠে আনন্দ-ঝঙ্কার।

ধ্বংসুরি-করে তুমি ক্ষতহর শলাকা-বেধনী,
বিশ্বকর্মা-করে তুমি ক্ষুরধার আগ্নেয়ী ছেদনী।
চিরিয়া নীরদপুঞ্জ রুদ্রহস্তে কোটি কোটি ভাগে
ঝরাও জীবনরস, শুষ্ককণ্ঠে ধরা যাহা মাগে—
যার লাগি সারা গ্রীষ্ম তপ করে তপস্বিনী ধরা,
অঙ্গে তার আঁচ লাগে, বিন্দুমাত্র নহে সে কাতরা,
ছিন্ন করি' তমঃছদ হের তার স্প্রশসন্ন মুখ,
ধরা হাসে তুমি হাসো, ভুঞ্জ' দৌহে অপূর্ব্ব কৌতুক,
অঙ্গে তার জেগে উঠে রোমাঞ্চনে কোটি রোমাঙ্কুর,
উল্লাস-বেপথু জাগে—মোরা মিছে হই ভয়াভুর।

বীজবক্ষ বিদারিয়া বীজমন্ত্র উদ্বেদনোপম
 মুক্তিফল-সম্ভাবনা দাও তুমি দীক্ষাগুরুসম ।
 মীন-ডিম্বকোষ চিরি প্রাণময় করো জলধারা,
 গিরিগাত্র বিদারিয়া ভাঙ্গিয়াছ নিকরের কায়া ।
 বনবক্ষ বিদারিয়া সঙ্গীতেরে আনিয়াছ টানি ;
 কুটালে শ্রামল ছন্দে প্রান্তরের অন্তরের বাণী ।
 হৃদের গুটিক-বক্ষ বিদারিয়া বজ্রমণি দিয়া
 প্রাণময় কারুশিল্প 'পদ্ম'-রাগে তোল কুটাইয়া ।
 নিরুদ্ধ জীবন যারা গর্ভে পোষে, তোমার মহিমা
 জানে তারা, সজোজাত বাৎসল্যের নাহি পায় সীমা ।
 মোরা ভয়ে কঁপে নরি,—জ্ঞানাজন-শলাকা তোমার
 জাগায় চৈতন্য-দৃষ্টি জড়দেহে চিরি অন্ধকার ।

মন্ত্রময় শব্দ তব মন্ত্রময় গুপ্ত আশীর্বাদ
 গ্রীষ্ম-রশ্মিশিখা-শিরে,—কহে কানে অভয়সংবাদ ।
 বাত্রার হৃদয় তুমি জীবনের জয় অভিযানে,
 জীবনের অরাতির মর্ম্ম তার মন্ড্রে মন্ড্রে জানে ।
 লাঞ্ছনা-বধির বিশ্ব সুবিরাট, কোলাহলময়,
 তাই তুমি বিরাটের সুবিরাট আশ্বাস অভয়,
 মন্ত্রিত ভৈরব ছন্দে । নিত্য মোরা করি শুধু ভুল
 আশীর্বাদে অভিষাপ মনে ভাবি হই শঙ্কাকুল ।
 দেবের দাক্ষিণ্য-দয়া বরাভয় এই ধরাধামে,
 হে অশনি, চিরদিনই তব ছন্দে তব রূপে নামে ।

তুমি শুধু মেঘে নও,—যাত্রা তব ব্যাপিয়া জগৎ
 সৃষ্টির বিজয়পথে মঙ্গলের তুমি জৈত্ররথ ।
 ঘনীভূত তপঃশক্তি তুমি শত দধীচি-কঙ্কালে,
 সংযম নিবিড়ায়িত স্মররিপু শঙ্করের ভালে ।
 ঘনীভূত শব্দশক্তি তুমি বজ্র প্রণব-ওঙ্কারে,
 কন্দর্পশক্তি শূরশ্রেষ্ঠে,—ধর্ম্যশক্তি মূর্ত্ত অবতারে,
 কল্পশক্তি কাব্যে শিল্পে,—বোধশক্তি প্রজ্ঞানে বিজ্ঞানে,
 মৃতি-শক্তি বজ্রমণি—চিত্তশক্তি ঘনীভূত ধ্যানে,
 সৃষ্টিশক্তি বিন্দু-সারে, দৃষ্টিশক্তি তৃতীয় নয়নে,
 সংহত আলোক ভর্গে, তাপসার তুমিই দহনে ।
 অগস্ত্য-গণ্ডুঘে, সিন্ধু,—জড়শক্তি, বৈদ্যাতী-ছটায়,
 বজ্র তুমি ঘনীভূত রসধারা রুদ্ধের জটায় ।
 মানবের মনে তুমি কেন্দ্রীভূত সকল ইন্দ্রিয়,
 ঘনীভূত মধুরিমা, মৃত্যুজয়ী তুমিই অমিয় ।

যে বলে তোমার ধর্ম্য ধ্বংসমাত্র, বুঝে সে ত ফুল,
 হস্তত শাসনে তুমি ‘প্রতিকূলে’ কর ‘অমুকূল’ ।
 তব জয়-বশীভূত সে যে হয় সৃষ্টির সহায়,
 মোরা তারে ধ্বংস ভাবি’ মুঢ়কণ্ঠে করি হায় হায় ।
 শক্তি লভে রূপীস্বর তব তেজে, সৃষ্টির বাধক
 তোমার মঙ্গলব্রতে হয় তব উত্তরসাধক ।
 মঙ্গলার হাতে খড়্গা, মঙ্গলের হাতে তুমি শূল’
 আপনারে বৃত্ত ভাবি’, বজ্র, মোরা নিত্য করি ভুল ।

প্রেমাত্মক

রেবারোথসি

(রেবারোথসি বেতসীতকৃতলে চেতঃ সমুৎকঠতে)

মন পড়ে' আছে রেবাতটভূমে বেতসকুঞ্জতলে,
যেথা তব দেখা পেতাম চকিত কৈশোর-কুতূহলে ।
হেথায় পোর সোধ-সদনে তোমার নিবিড় বাহর বাধনে
সেই স্মৃতি আজো অন্তরে ঘুরে সন্তরি' আঁখিজলে ।

সেই লুকোচুরি গোপনাভিসার সেই দুক-দুক বুক,
এলা-গন্ধিত নিভৃত আঁধারে চকিত মিলনসুখ,
সে সুখের তুলা নাহি এ জীবনে সে সুখ-বিরহ আজি এ মিলনে
ধিকি ধিকি জলে, তোমার বিলাস-জতুগৃহ তায় গলে ।

নূপুর খুলিয়া নীলবাসে সেই ক্ষতপদে আসাযাওয়া,
বন-মরমরে চমকি চমকি ঠায় আশাপথ চাওয়া,
বিদায়ের ক্ষণে হৃদয় বিবশ আঁখিজলে লোণা চুখনরস,
এমনি কতই মনে আসে নবমালতীর পরিমলে ।

আছে বা কেমন আহা রেবাতটে সেই তরুলতাগুলি,
হয়ত তাহারা নব অনুরাগে আমাদের গেছে ভুলি ;
জানে না হেথায় সোনার পিঁজরে বনের পাখীরা ছটফট করে,
পল্লবছায় গোপন-কুলায় স্মরিতেছে পলে পলে ।

বাসর-স্মৃতি

ভুলিনি সেই ভুলিনি সেই প্রেমজীবনের প্রথম স্মৃদিন,
হলা'ম যে দিন, হৃদয়বাণী, তোমার অপার রূপার অধীন,
লতিয়ে-পড়া অঙ্গখানি, লুলিত সেই মুণাল-পাণি,
অঙ্কুরিত প্রেমের বাণী, —— তজ্জাহত নয়ন-নগ্নিন,
ভুলিনি সেই সঙ্কচিত শঙ্কানত দৃষ্টি নগ্নিন ।

অলির প্রথম গুঞ্জ সেদিন ফোট'-ফোট' কলির কঁাকে,
ত্রয়োদশীর শশীর পাশে প্রথম মানস-চকোর ডাকে,
মোদের অশোক-বকুলবা'গ মলয় সেদিন প্রথম হাগে,
জীবন প্রথম মধুর লাগে কিশোর-হিরার মধুর চাকে,
তাকণ্য মোর প্রথম সেদিন রসাজনী পরল আঁখে ।

ভুলিনি সেই ভুবন-ভোলা প্রথম ভালবাসার রাতি,
তোমার আঁখি থাক্ত মুদে মেলে আঁখি বাসর-বাতি ।
প্রথম চুমায় যেদিন দৌহার, থলে গেল ত্রিদিবত্য়াব
কপোলতটে উঠল ফুটে পারিজাতের হিরণ-ভাতি,
ভুলিনি হেন-সিংহাসনে মোদের প্রেমের বরণ-বাতি ।

কুণ্ঠায় অবগুষ্ঠিত মুখ,—যেন কতই অপরাধী,
রেখেছিলে মুখর ঢটুল কঁাকণচুড়ের কণ্ঠ বাধি ।
কিশোরপ্রাণের সব অল্পভব গোপন করে' রইলে নীরব,
রোমাঞ্চ হৃৎস্পন্দ ঘন গোপন করার হলো বাদী—
কইতে কথা, মনে পড়ে ? সেদিন আমি কতই সাধি ?

পুনর্জন্ম

কণ্ঠে তোমার রসের আবেশ নিল সকল বচন হ'রে,
অকথিত বচন তোমার বাচাল হলো নয়নজোড়ে ।
আলসে চোখ জড়িয়ে এল দেড়প্রহরেই মুদে গেল,
স্বপনঘোরে আপন ভেবে বাঁধলে আমায় মুণালডোরে,
বৌবনের এই ভাটির দিনেও সেই স্মৃতি দেয় বিবশ করে' ।
ভুলিনিক যেদিন প্রথম বসলে হয়ে' হৃদয়রাণী,
সিংহাসনের একটা কোণে,—সঙ্কুচিত পা-দুখানি ।
কিরীট হেলায় পড়ছে খসে', চাইতে সরম সভায় বসে'
ছত্র চামর ধরতে নিজেই বাড়িয়ে দিলে কমল-পাণি,
সে সব স্মৃতির বস্তুত রূপ ধরো, আমার গানের রাণী ।

পুনর্জন্ম

প্রথম রাতে অগড়া করে' শেষের রাতে মিলনটা যে হয়,
স্বাধ কবে' কি মিটাই মোরা ? দৌহার মাঝে কমতি কেহ নয় ।
প্রথম রাতি পূর্ব জন্ম যেন দধ্যরাতি কাটে গহন মোহে,
শেষ রাতে সব-স্মৃতি-হারা ফুটে উঠি এক বোটাতে দৌছে ।
প্রথম রাতের ছাড়াছাড়ি আড়াআড়ির বাড়াবাড়ি বত
নীন্দ পাথারে সব ধুয়ে যায় সাগর-বেলায় টানা রেখার মত ।
স্বপ্ন-বিস্মরণীর পারে মিলন আরো নিবিড় হ'য়ে উঠে,
নূতন পরশ রোমান্সুরে নূতন সোয়াদ দেয় সে অধর-পুটে ।
প্রথম রাতির থাকলে স্মৃতি হ'ত কি আর মিলন গাঢ় অত ?
নোদের মাঝে কম কেহ নয়, কেহই মোরা হ'তাম নাত নত ।

নীড়ের স্মৃতি

দাওগো বিদায় আজ অভাগায় পল্লীবনের প্রবাসভূমি,
 আপন গৃহ হ'তেও প্রিয় স্মৃণীয় আমার তুমি ।
 তিস্তা নদীর ধরণী সম অশ্রু করে নেত্রে মম,
 সহস্রবার আজকে তোমার তুলসীশাখার মুকুল চুমি ।
 শোন বিদায়-ব্যথার গীতি আমার প্রীতির প্রবাসভূমি ।
 তরুণ প্রেমের লীলার দোলা তোমার সাদর স্নেহের কোলে
 প্রিয়ার সহ ছিলাম আহা আনন্দ-তিল্লোলের দোলে ।
 কত খেলা, মান অনিদান নিত্য নূতন প্রেম অভিধান,
 সে সব স্মৃতি জীবন-ভরা কেমন করে' এ-মন ভোগে !
 পরাণ-প্রিয়ায় পেলাম হিয়ায় নিভৃত ঐ তোমার কোলে ।
 যে সব দিন আর ফিরবেনাক সে সব দিনের পুঞ্জ-স্মৃতি
 ভরে' আছে তোমার ধূলা আকাশ বাতাস কুণ্ডলীথি ।
 বোশেখ রাতে হেনার স্বাস মধুরাতের নিশ্ব নিশাস
 প্রিয়ারে মোর প্রিয়তরা কান্ততরা করত নিতি ।
 উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা জাগায় যে আজ সে সব স্মৃতি ।
 শারদ রাতে জ্যোৎস্নারাগী দিত জরির আঁচল পেতে,
 বসে' তাতে দুই জনাতে ফুল তুলিতাম আকাশ-ক্ষেতে ।
 শীতের স্পর্শ-নিবিড়তা উষ্ণ মধুর পীবরতা
 পেয়েছিলাম তোমার নীড়েই দুরু দুরু আনন্দেতে ;
 যৌবনের মৌ তপ্তমন্দির পান করেছি নেশায় মেতে ।

নীড়ের স্বতি

শ্রাবণরাত্রে, মনে পড়ে, জৈমিনিরে কেবল স্মরি ;
কল'কল' জলের স্রোতে টল'মল' ভবন-তরী ।
মেঘের গভীর গরজন, পাগলা হাওয়ার হাহাধ্বনি,
দিত আকুল উদ্দীপনায় আশ্লেষণে নিবিড় করি,
বর্ষানিশার শঙ্কা-মধুর হর্ষ আবেশ আজকে স্মরি ।

শতেক অভাব ক্রটি নিয়ে ছোট্ট গৃহস্থালী পাতি,
তোমার ঝোঁপের অন্তরালে নিত্য মোদের চড়িতাতি ।
একটা নীড়ে আমরা দুজন, চলত সদাই কাব্যকৃজন,
শাসন করার দৃশ্য ধরার কেউ ছিলনা সঙ্গীসার্থী ।
পেতেছিলাম তোমার কোলে গৃহস্থালীর খেলাপাতী ।

অনভ্যাসের বিড়ম্বনা, উপহাসের কতই বাথা,
জাগাইল দোহার পরে দোহার অটল নির্ভরতা ।
প্রিয়ই হ'লেন দিবারাতি সচিব সখা শিষ্য সার্থী ;
বন্ধপ্রবাস করল সফল পুষ্পিত তার বাজলতা,
রোমাঞ্চিত বাহুর পাশে ভুলে যেতাম বিদেশ-বাথা ।

তারুণ্যের সুস্বপ্ন-ত্রিদিব, সুধাময়ী তোমার প্রীতি ;
ইন্দ্রসভায় আসন পেলেও অরবো আমি তোমায় নিতি ।
মধুপুরীর আজ-আয়োজন ভুলায় কিরে কদম্বন ?
অযোধ্যা-রাজহর্ম্যে কি যায় গোদাবরী-তটের স্বতি ?
জীবন-মধুমাসের কুলায়, শোন' আমার বিদায়-গীতি ।

সহশ্রমিনী

দেবতা হ'তে নাই বাসনা চাই না তোমার আরাধনা,
 শূন্যে নাই চাই তোমার মুখে 'হুজুর জনাব জাঁহাপনা।'
 বাইরে পরের গোলাম হ'য়ে ঘরের ভিতর সেলাম নিয়ে,
 মর্যাদা মান সমাজ মাঝে একটি কণাও বাড়বে প্রিয়ে ?
 কে হবে মোর সঙ্গিনী সই করই যদি চরণ-সেবা ?
 রইলে হ'য়ে পূজারিণী, আমার হবে সচিব কেবা ?
 প্রেমদীক্ষায় শিক্ষা কোথায় নিজেকে যদি অবোধ ভাবো,
 সঙ্কোচে রও দাসীর মত, গৃহিণী মোর কোথায় পাবো ?
 কণ্ঠে তোমার কুণ্ঠা কেন, দৈত্য কেন হায় বচনে ?
 মুক্ত প্রাণের কই পরিচয় উচ্চ হাসির আন্দোলনে !

সত্যে যদি হারাই মোহে, করবে আমার শাসন, প্রিয়া,
 বিপদে মোর সহায় হ'য়ো বিপথ পানে দ্বার রুবিয়া।
 মগোরবে চলবে সাথে জ্বায়ে দিকে সদাই টেনো,
 নাতৃজাতির মর্যাদাটি বজায় রেখে আদেশ মেনো।
 ভামিনী হও, সইতে পারি, কামিনী মোর না হও যেন,
 পথের সাথী হওগো সতি, হবে খেলার পুতুল কেন ?
 ভীক্‌ বারা ভোগের ফের দাস্য বাহার জীবন জুড়ে,
 খুঁজুক তারা—দাসীর বুকে সিংহ-আসন অন্তঃপুরে।
 চাই না তোমার প্রণাম-পূজা, দাসীপনা চাই না আমি,
 চাই যে তোমার ভালবাসা পূজার চেয়ে অনেক দামী !

প্রেম

এ ধরাপথ দীর্ঘ দারুণ, শ্রান্তি কে তার সহিত ?
ঘাড়-ভাঙা ভার বোঝার বালাই কার তরে কে বহিত ?
থাক্তে বিশাল মুক্ত উদার পুলিন ভূধর কানন কেদার,—
লোকালয়ের কূপের আঁধার মাঝে কে হায় রহিত ?

বলোদ্ধতের পীড়ন-জ্বালা সহিত কে হায় মুখ বুজে ?
মরত কে এই মর্ত্য লোকে বার্থ লাভের পথ খুঁজে ?
সমাজ-পীড়ন রাজার শাসন হাজার গণ্ডী হাজার বাধন ;—
তার মাঝারে থাক্ত কে হায় ভেকের মত ঘাড় গুঁজে ?

দুটল, তে প্রেম, তোমার টানে সকল পক্ষ পঙ্কজে,
পায়ের তলের নৃ-কঙ্কালো হলো হাতের শঙ্খ যে ।
বিষ হারিয়ে বাথার ফণী আঁধার ঘরে জ্বালায় মগি,
বনের কাঁটা পড়ল ঢাকা লজ্জাবতীর সঙ্কোচে ।

কশ্ম-শ্রমের ঘর্মে, হরি-চন্দনে আজ ন্নান করি ।
বৈতরণীর কূলে রয়েও গঙ্গা-বারিই পান করি ।
দৈতু-শরের শয্যা মম বাসর-ঘরের শয্যা-সম,
ভাঙা শানাই উঠল বেজে আজ সাহানার তান ধরি ।

হে প্রেম, তুমি কংস-কারায় করলে মোরে সংসারী ।
পোড়া বাঁশের ছিদ্রপথেও তুলে কী সুর বঙ্কারি ?
জল দিয়েছ শুষ্ক মুখে বল দিয়েছ রুগ্ন বুকে ।
পথের দাহ দূর করেছ অশোক ছায়া সঞ্চারি ।

করুণা ও প্রেম

আজ এ দেহ হঠাৎ যদি জীর্ণ হ'য়ে যায়,
নাহি থাকে এ লালিত্য চিক্ণতা তায়,
রোগে বিকলাঙ্গ বিকূপ পশু ম্রিয়মাণ,
বজ্রাহত তরুর মত কষ্টে ধরি প্রাণ,
তবু যদি বল “তোমায় তেমনি ভালবাসি”
আত্মপ্রবঞ্চনার তোমার, আমার পাবে হাসি।

আজকে যদি মনটি আমার বিকার লভে সখি
উন্মাদের ঘোরে যদি প্রলাপ শুধু বকি,
শক্তি যদি নাহি থাকে প্রেম নিতে, প্রেম দিতে,
বিস্মরণের ব্যথা জাগে কাতর চাহনিতে
তবু যদি বলো “তোমায় তেমনি ভালবাসি,”
তখন তোমার দক্ষিণতায় ক্ষেপার পাবে হাসি।
বলবে বল প্রেম তাহারে, সেত মুখের ভাবা ;
তোমার সেত অপার রূপা, নয়ক ভালবাসা।

দেহমনের মিলেই ভালোবাসায় গ'ড়ে তোলে,
ভারুণের অভাবে সে প্রেম কারুণ্যে যায় গ'লে।
যৌবনে সই জন্ম বাহার কচিরতায় ধাম,
অসুন্দরের পরশে সে রয় কি অভিরাম ?
যদি একের বিকারে রয় করুণাময় প্রীতি,
ভালবাসা নয় কভু তা,—‘প্রেত প্রেমের স্মৃতি’ ॥

প্রেম ও শিক্ষা

তোমার অমৃত-রসে কবির লেখনী সিক্ত, হে প্রেম সুন্দর,
আপন জীবন-যোগে করে তারা যুগে যুগে তোমাতে অমর।
এ মর্মে তোমার কীর্তি-কীর্তনের লাগি হ'ল সাহিত্য-সম্ভব,
লোকে লোকে হল শ্লোক-মুক্তাফল ও চোখের শোক অশ্রু-লব।

তোমারি কুসুম-শরে রসিকের চিত্তে চিত্তে খাত রসকূপ।
ছন্দ কার অলঙ্কারে তোমার মহিমা, মরি ধরে চারুরূপ।
করে বংশ, শরৎপু, পশুত্বক, অস্থি-শুদ্ধ তোমার অর্চনা,
তোমার বন্দনা লাগি ধাতুতে বন্ধার উঠে দারুতে মর্চ্ছনা।

তোমার উৎসব লাগি বিলোল চরণে এলো লীলায়িত গতি,
মঞ্জীর মুখর হলো, তুলিল মেখলা, কাঞ্চী, কুণ্ডলের মতি।
ভূমিল তোমার কণ্ঠ কানন মালিকা গাঁথি মালতী-মল্লীতে,
মণ্ডিতে তোমার অঙ্গ কটিল হীরার কুল কনক-বল্লীতে।

ক্ষুদ্র স্রুতি নিশিদিন ঘুরে মরে তন্তুবনে ও তহু ভূষিতে,
ধরিছে কীটের লাল ময়ূর-কণ্ঠের রূপ তোমাতে ভূষিতে।
শিল্পীর তুলিকা সিক্ত হৃদি-রক্তে তব কর-চরণ-বজনে,
সে তব প্রীতির লাগি রেখার পিঞ্জরে বাধে কপোত-খঞ্জে।

কুটীর-মন্দির-হর্ম্যা নিৰ্ম্মাণের মূলে শুধু তোমারি গৌরব,
ভাস্কর তত্ত্বরসম পাথর খুঁড়িয়া খুঁজে তোমার বৈভব।
কল্যাণ-যজ্ঞের ভূমে স্ববর্ণ-প্রতিমা তব ভবনে ভবনে,
গাজার তাজের স্রুতি তোমার স্মৃতির তরে মৰ্ম্মর-স্বপনে।

প্রেম ও পূজা *

পূবের আকাশ লাল হয়ে ঐ এলো
 উঠেছে ঐ শুকতারাটি অলি',
 ওগো নিদ্রয় নয়ন দুটি মেলো
 জাগো আমার হৃদয়-কোষের অলি ।
 পুষ্প-জীবন ফুরিয়ে এলো মোর
 পূজারী ঐ আসছে হাতে সাজী,
 জাগো বঁধু হৃদয়-মধু-চোর,
 ভোর আরতির কঁাসর উঠে বাজি ।
 হাজার চোখে পূব আকাশে চাই
 হাজার কানে শুনছি প্রতি ধ্বনি,
 কুরাল সব আর যে দেবী নাই
 জাগো আমার হাজার চোখের মণি ।
 বারেক জেগে আমার বিদায় দাও
 হের এ চোখ শিশিরে যায় ভাসি',
 শেষ কথাটি গুজরিয়া গাও
 কর্ণে বহি বিদায় নিক এ দাসী ।
 দেবীর পায়ে ভিক্ষা এবার লব
 "ভয় দিও, এবার নিয়ে প্রাণ
 এমন দেশে, হয় না বেথায় তব
 পূজার লাগি প্রেমের বলিদান ।"

* লেখকের পূর্ণপুট ও ব্রজবেণুতে বহু প্রেমাত্মক কবিতা ও প্রণয়সঙ্গীত আছে ।
 ঐ দুইখানি গ্রন্থ হইতে এই শ্রেণীর কোন কবিতা লওয়া হইল না ।

নিসর্গ-চিত্র

ঋতুসংহার ও কুমার-সন্তব

মত করি করভকে কুল করি কুবকে
বসন্ত আসিল চারিদিকে
একপাত্রে মধুভ্রত প্রিয়া সহ পানে রত
কানন ভরিল শুক পিকে ।
কবিয়া ইন্দ্রিগণে উপবেশি বোগাসনে
মগ্ন তুমি কোন্ সাধনায় ?
কর্ণে কণিকার ঢল গলে তলে বনকুল
উমা তব অর্ঘ্য আনে পায় ।

সহসা ভাদ্রিল তপ জলে গেল দপ্ দপ্
অকস্মাৎ তৃতীয় নয়ন ।
শুদ্ধ পত্র মর মর আসিল নিদাঘ ধর,
ভস্মীভূত মকরকেতন ।
বহি-কুণ্ড-মধ্যগতা উমা তপস্কার রতা,
স্বর্গাপানে মেলি দুই আঁখি,
তরুপর্ণ হিমবারি তোমা লাগি তাও ছাড়ি
অস্থি-চন্দ্র আছে তার বাকী ।
বরিবার বারি ঝরে জীর্ণ ধরবীর পরে
চাতকীর দীর্ঘ কণ্ঠ মাঝে,

আহরণী

তপঃশীর্ণা গিরিজারে তুমি এলে ছলিবারে
মেঘবজ্রে নব ছদ্ম সাজে ।
জলভরা টলমল অঁখি তার ছল ছল
পল্লবিত পুলক অঙ্কুর ।
শত গুণে কান্তি তার উপচিত পুনর্বার,
সর্ব দাগ-জ্বালা হ'লো দূর ।

আসিল শরৎ সিত আনোদিত আলোকিত
কৌমুদী কুমুদী ফুলকাশে,
শুভ্র কৈলাসের পরে লীলা-শতদল করে,
গৌরী আজি হাসে তব পাশে ।
সুরভি লহরী ঠেলি অবিভ্রান্ত জলকেলি,
রচে মীন মেথলা সুন্দর,
মরকত-শিলা মাঝে ' উমার নৃপূর বাজে,
সিংহ পায়ে ঢুলায় কেশর ।

হেমন্ত আসিল ধীরে, মধুর সঙ্কোচ ঘিরে
শেফালির আরক্ত বয়ানে,
পা গুর বদনখানি তুলিয়া তোমার রাণী
চাহে নন্দ-বিমুখ নয়ানে,
শস্ত্র-গর্ভা শালিসমা অন্নপূর্ণা মনোরমা,
দোহদ-লক্ষণ সারা গায়,

শিশির

পল্লবিনী অঙ্গলতা পীন শ্রোণি-ভারানতা
আকম্পিতা লজ্জায় কুণ্ঠায় ।

শীত এল পথে ঘাটে স্বর্ণ-শস্ত্র মাঠে মাঠে
শঙ্খ বাজে উটজ-প্রাঙ্গণে ।

লাজবর্ষ গেছে গেছে, নব হর্ষ দেছে দেছে
রোমাঞ্চ দুটায় ক্ষণে ক্ষণে ।

হলুদ-কাজল-মাখা ঢুকুলেতে আধ' ঢাকা
কুমারে সে কোলটি উজল,
উমা হাসে তব পাশে, তোমার নয়নে ভাসে,
শিশিবাশ্র আনন্দে উচ্চল ।

শিশির

শিশির রে তুই স্বপ্ন ক্ষণিক, আঁধারসাগর-সেঁচা মানিক,
জহরী—নয়ন এ মোর এ মন-বণিক তোর মাপুরী-শোভায় ধনী ।

ভৃগু-বালার নাকের নোলক, কিরণ-বালার মুকুর-ফলক
সায়রে—কমলিনীর হাশ্র-পুলক—কুমুদিনীর অশ্র-মণি ।

অরুণ-বাজির কেশর-ঝরা স্বেদকণা তুই তিতাস্ ধরা,
তমসায়—স্নানের শেষে গড়িয়ে-পড়া উবাসতীর অলক-বারি,

জাগ্রে শিশির আঁখির পাতায় জাগ্রে আমার প্রাণের গাথায়
আমার এ—কল্লনাগের হাজার মাথায় সাজা রে তুই নিধির সারি ।

আমাত্ম্য প্রথম দিবসে

আমাত্মে আদি-বাসর পুন আসিল অই ফিরিয়া,
নিবিড় ঘোর মন্দির মোহে দিগ্বিদিক বিরিয়া ।
কাজল চোখে অমিয়া ঝরে সজল পাতা নমিয়া পড়ে
অতীত স্মৃতি জাগিছে ধীরে ব্যথিত চিত পীড়িয়া ।

কে কোথা আজি বিরহী আছ জড়তা হ'তে জাগ'রে ;
চপলা-তরী ভেসেছে হের বেদনা-শোক-মাগরে ।
কূটজফুলে ভরিয়া ডালা যুথী-বকুলে গাঁথিয়া মালা,
অর্ঘ্য রচি স্বর্ণচারী দূতের রূপা নাগ'রে ।

দরদী সে বে ঘুনিয়ে তাই বনায়ে আসে গোপনে,
বয়ান তার করুণা মাথা সহানুভূতি নয়নে ।
ভুবনে যেন আড়াল করি নিভৃত রচি, কণ্ঠ বরি
শুধায় তোমা কোন বারতা পাঠাবে প্রিয়া-সদনে ?

বারতা তব বিরহ-দূত, প্রিয়ারে তব বলিবে,
ভব-বিদিত কূলে সে জাত কখনো নাহি ছলিবে ।
দিয়াছে কবি নির্দেশ যবে যুগে যুগে তা বহিতে র'বে,
বিরহ-লিপি তাহার বুকে দামিনী হ'য়ে জলিবে ।

আষাঢ় প্রথম দিবসে

হিয়ার হৃদে প্রিয়ার মুখ ফুটিছে কার পুলকে ?

সুখীয়ে শুনি উদাস মতি নামিলে মেঘ ভুলোকে ।

বিরহী তরে উদাসমনা

ফেলিও রূপা-অশ্রু-কণা

দীনা ধরারে ক'রো না ঘৃণা রহিয়া সুখ-ছালোকে ।

হে কবি, তুমি কল্পলোকে পাঠালে কোন্ বারতা ?

প্রতি জনমে জাতিস্বর দূতটি স্বরে সে কথা ।

প্রিয়ারে প্রতিলিপিটি তার পাঠাই মোরা ভাবি না আর,

বহিয়া বৃকে অমর তারে করেছে ঘন-দেবতা ।

মেঘ-মসীতে লিখিল তব চপলাময়ী লেখনী,

স্বতি-ফলকে প্রতি পলকে গুমরে আজো সে ধ্বনি ।

প্রেম-ত্বারে চাতকী-রূপ

দিয়াছ মেঘে হে কবি-ভূপ,

ত্রিলোক লাগি লিখেছ কবি, একের লাগি লেখনি' ।

হে কবি, তুমি, জানি না, কোন অলকা পানে চাহিয়া,

শোকেরে শ্লোকে সান্দ্র করে নৃ-লোকে গেলে গাহিয়া ।

উজ্জয়িনী রাজসভার

পূজা যিনি কি বাধা তাঁর ?

গুঁজেছ কোন ছালোকে কুল মেঘের তরী বাহিয়া !

হে কবি, অভিষাপের কথা ব্যথিত চিতে স্ববি যে ।

ইহ-জীবনে নির্বাসনে কাহারে দূত বরি হে ?

অলকা-স্মৃতি ভুলোক-তীরে

উদাসী করে এ প্রবাসীরে ।

স্বদেশে যাব কবে যে ফিরে অকূলে কোথা তরী রে ।

শরতের গান

বরষা গতে মরাল রথে শরৎ এলো বঙ্গে,
চকোর কলবিষ্ক অলি মকরকেতু সঙ্গে ।

বরষে লাজ লতিকা-শাখী
স্বাগত গায় চক্রবাকী,
সিনানে শুচি ধবল-রুচি বরিল ধরা রঙ্গে ।
তরল পথে মরাল-রথে শরৎ এল বঙ্গে ।

বন-দুহিতা অপরাজিতা করবী হলো ফুল,
সিত বকের শাখায় শত বকের শিশু ডুলো ।

বাতাবি নাগরঙ্গ-বনে
পশিল চোর সঙ্কোপনে ।
ফুটিল আজ কমলরাজি কান্তানন-তুল্য,
অরুণাধরে হাসিটী তার শেফালিবনে ফুল ।

গগনরাজ খুলেছে আজ বিরাট দানসত্র,
বিথারে শোভা শীর্ষে কিবা সিত বারিদ-ছত্র ।

লহরী নাচে পাইয়া মণি,
আঙিনা হলো সোনার খনি,
বাড়ায়ে পাণি হয়েছে ধনী নিঃস্ব তরু-পত্র,
কিরণ দান-স্থত্রে মণি-হিরণ-দান-সত্র ।

ছাতিন ছায়ে পাতিল ঘর-করনা বন-লক্ষ্মী,
ফুটিল পায়ে থল-নলিনী জুটিল মধু-মক্ষী ।

শরভের গান

দুধের ঢেউ কাশ-কুসুমের
আলতা মাথে ও-পদ চুমের
ছন্দোহারে বন্দে তারে অযুত বনপক্ষী ।
ছাতিম তলে সদল বলে জুটেছে বনলক্ষ্মী ।
গর্ভভরে নীবার শালি ঢলিয়া পড়ে ক্ষেত্রে,
সরসী রস-চপলা চায় চল সফরী-নেত্রে ।
নদীরা আজি অধীরা নয়,
তটের বিধি মানিয়া রয়,
নন্দী শিপি-পুলিন বুঝি শাসিছে হেম বেত্রে,
ইক্ষু চাহে ঘোমটা থুলে চক্ষু মেলে' ক্ষেত্রে ।
চপলা আজি অচলা হলো সন্ধ্যা-রাগ-পুঞ্জ,
চাতক এসে আলির বেশে ফুলের দেশে গুঞ্জে ।
জলের বান শুকিয়ে ব্যোমে
আলোর বান তপন-সোমে,
মেঘের রঙ লুটিয়া ভূমি শ্যামলা শত গুণ যে ।
ইন্দ্রধনু কোটিধা হলো বনকুসুম-কুঞ্জে ।
শরভে বারি অমল পূত মুক্তাভাতি-যুক্ত,
'ভারত'—পাঠে জনমেজয় যেন কল্মষ-মুক্ত ।
মন্দির লোল বাসনারাজি
শাস্ত্র শূভ শাসনে আজি ।
বিতুর কৃপা-বিভব ধীরে নীরবে উপভুক্ত ।
গগন বন, জীবন, মন, পাবন রূপযুক্ত ।

দখিনা

ওগো দখিন সমীরণ,

এসেছ ভাই, রঙ্গীন মধুর সুরভি তাই বন ।

লোকে বলে গাছে পাখী পুষ্পে ভরে বাছে শাখী ।

মূলের খবর কেউ রাখে কি বকায় অকারণ ।

আমায় কেবা ফাঁকি দেবে কার কথা বা মানি,

বনের হৃদয়-পঞ্চতারায় বাজাও তুমিই, জানি ।

ঐ বীণা-তান শাখায় জাগে মাতাল করে কানন বাগে,

পুষ্প ও নয়, রঙীন রাগে ঝঙ্কত স্বপন ।

গমক তোমার নীড়ে নীড়ে কুজন হয়ে বাজে,

তোমার সুরই নীড়ে নীড়ে কীচক-বেণু ভাঁজে ।

ছন্দ তোমার গন্ধরূপে ঘুরে বেড়ায় চুপে চুপে

সুরভি মুচ্ছনা তোমার মাতাল করে মন ।

সুরের মধু জাগছে ফুলে জমছে চাকে চাকে,

ফিরে আবার হচ্ছে মুখর অলির ঝাঁকে ঝাঁকে ।

তোমার যত রাগ রাগিণী পরশে ভাই সবই চিনি ।

কাঁদায় আনায়, হাসায় আমায়, জাগায় শিহরণ ।

পঞ্চশরের সখা,—বাজাও পঞ্চ-তারা বীণ,

পঞ্চমে তান তুলে গাহ নিত্যই নবীন ।

গন্ধ, পরশ, রূপে, রসে সে সুর আমার মর্মে পশে

পঞ্চ দুয়ার খুলে প্রাণে করছি আবাহন ।

চুত-মঞ্জরী

আম্র-মুকুল ছন্দোদোতুল গন্ধে মৃদুল মিঠে,
বনের তৃণীর ছাপিয়ে জাগিস রতিপতির পিঠে ।
রূপ ছেড়ে কোন্ তৃষ্ণা লয়ে তীক্ষ্ণ কুহঃ শব্দ হ'য়ে,
আসিস ছুটে বিধিস মোদের প্রাণের গিঁঠে গিঁঠে ।
আম্র-মুকুল অমৃত ফুল মন্দির রসের ঝোরা,
বন-বালাদের হাজার হাতে পিচকারী কি তোরা ?
রাখিস বাগান রঙ্গীন ক'রে তুলিস কুজন গগন ভ'রে,
তোদের দোলে মনে প্রাণে রঙ্গীন হলাম মোরা ।
রঙের মশাল, মুকুল রসাল, আছিস রসে ফুলি,
মাধবিকার আঙ্গুলে সব আতস-রঙ্গিল তুলী ।
নানান রঙের চিত্র এঁকে দিলি বনের শ্রামল ঢেকে ।
গগন-পটে আঁকবি বুঝি বনের স্বপনগুলি ।
রসাল মুকুল, সঙ্গীতাকুল ফুলন্ত মঙ্গল,
কষায় ঢুকুল জয়কেতু তুই দিগন্তে উজ্জল ।
ভ্রমর-পাঁতির আঁখর লেখা জয়-গাথা তায় যাচ্ছে দেখা,
নবং বাজায় তাহার তলে বৈতালিকের দল ।
রসাল মুকুল, রসরাজের পূজার আয়োজন,
ধূপশলা—নৈবেদ্য—মধুপর্ক—নিবেদন,
ভোগ আরতির বাগ্‌ঘটা হোমানলের শিখার ছটা,
বোধন-কলস অর্ঘ্য-বিলাস সবার সম্মিলন ।

বসন্ত-বিদায়

পাংশুল হইয়া আসে কিংশকের কুঞ্জ সুশোভন,
 পাণ্ডুর, ভাণ্ডীর-চম্পা কুরবক অশোক-কানন ।
 নীরক্ত, বনশ্রী নব-জাতকের প্রসূতির মত ।
 পিঙ্গল, কামনাবহি পূর্ণাহুতি লভি ভঙ্গগত ।
 স্বপ্নের মুকুল লভে রুঢ় সত্য-ফলে পরিণতি,
 'দাড়িম্বের' শাখে শাখে 'অলাবুর' লতা ফলবতী ।
 আজিকে চৈতালি-ক্ষেত্র ভুলি মধু উৎসব-বারতা.
 শুষ্ক পত্র-পুষ্পে কহে ধরিত্রীর দন্ধোদর-কথা ।
 যৌবনের বাধাহীন নৃত্য-গীতে আনন্দ-মেলায়
 সহসা কি অবিবেকী গুরুজন দেখা দিল হায় ?
 লাগ্ন-লোল চরণেরে থামাইয়া আনে লজ্জা-ভার,
 মাঝখানে থেমে আসে মজলিসে বসন্ত-বাহার ।
 'গোলাপী' কেশর ঝরে 'রাখি' বৃন্তে জামরুল-গুটী,
 বেলা-শেষে খেলাশেষ ছকে ছকে গড়াগড়ি ঘুটী ।
 হায়রে তিভিরি শুক স্মর করি তত্ত্ব-কথা গায়,
 পেচক তর্জনে আজি স্বপ্নলোক কোথায় উড়ায় ।
 জ্ঞানাজ্ঞান-শলাকায় কেরে আঁখি করে উন্মীলন ?
 'চোখ গেল, চোখ গেল' বিশ্বময় উঠিল রোদন ।
 হৃদয়ের দান-সত্রে কে আনিল হিসাব নিকাশ ?
 ছাড়িছে মালিনী-কুঞ্জ ঋষি-শাপে মর্ম্মর-নিশ্বাস ।
 অক্রুরের ক্রুর বাণী কে শুনা'লো তমাল-তলায় ?
 বেণু-বনমালা তাজি নিল আজি বসন্ত বিদায় ।

রূপকাত্মক *

টবের গাছ

বন্দী আমি বারেন্দাতে টবের চারা গাছ ।

গাঁচায় পোষা নয়না, ঘেন-চোবাচ্চায় মাছ ।

উজ্জল রবি-চন্দ্রকরে নাই নীলাকাশ মাথার পরে

পাই না শিশির পাই না হাওয়া পাই না আলোর আঁচ ।

মায়ের বুকের স্তন্য রসের অধিকারীই নই,

মাতৃহারা শিশুর মত দাইয়ের বুকেই রই ।

বোতলভরা ছুধের মত ঝারির ঝারি পাই না' বত

হায় রে তাতে মায়ের ছুধের তৃষ্ণা মিটে কই ?

আহা যদি ঐ মাটিতে নীল আকাশের তলে,

একটুখানি জায়গা পেতাম তরুলতার দলে,

সবার সাথে অশেষ আশায়, আলো-হাওয়ার ভালোবাসায়

কন-ফনিয়ে বেড়ে হ'তাম শোভন ফুলে ফলে ।

আহা যদি ঐ কাননে একটু পেতাম ঠাই—

ঘন-শ্যামল হর্ষে বধা ছলছে সকল ভাই ।

শাখায় শাখায় গলাগলি মনের কথা বলাবলি

কতই হতো, ভাবতে গেলে পুলকে চমকাই ।

* : আহরণীর বহু কবিতার বাচ্যার্থের অন্তরালে কিছু কিছু ব্যঙ্গার্থ আছে । ব্যঙ্গার্থ বাদ দিলে যে কবিতাগুলির একেবারে কোন সার্থকতাই থাকে না—সেইগুলির দুই চারিটিকে ‘রূপকাত্মক’ শিরোনামায় সংকলনে স্থান দেওয়া হইল ।

আহরণী

বনের পাখী শাখায় বসে' গাইত কতই গান,
কুলায় রচি করত মুখর আমার শ্রামল প্রাণ ।

হরত কোন লতা মোরে জড়াইত বাহর ডোরে,
মোমাছির করত শাখায় মোচাকও নির্মাণ ।

জানি আমি, করকাঘাত, গ্রীষ্ম দাহ খর,
শ্রাবণ-ধারা সহ্য করা কঠিন বটে বড় ।

জানি আমি ঝড়ের দাপে শাখাও ভাঙে পরাণ কাঁপে !
তব সকল দুখেও স্বাধীন জীবন প্রিয়তর ।

ছিঁড়ত পাতা, ভাঙত শাখা, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
দপদপিয়ে ছুটত শোণিত আনন্দ উচ্ছ্বাসে ।
ভেঙে চুরে দ্বিগুণ জোরে অটুট জীবন উঠত গ'ড়ে ।
ডুবত সকল ক্ষয় বা ক্ষতি প্রচণ্ড উল্লাসে ।

স্বপ্ন সবি, ও সব কথা বলৈ' কি আর হবে ?
বামন-জীবন বইতে হবে গণ্ডী-ঘেরা টবে,
বাধা পেয়ে শিকড় যথা ফিরে এসে জানায় ব্যথা ।
জানি না এই টবের জীবন শেষ হবে বা কবে ?

তব আমার হাসতে হবে নেইক পরিভ্রাণ,
উৎসবে হায় করতে হবে আনন্দেরি ভাণ ।

বুকের রুধির নিঙড়ে হেসে ফুল ফুটাতেও হবে শেষে,
এই দগুই সবার চেয়ে কাতর করে প্রাণ ।

গোপ্পদের জয়

দূর দিগন্তে উদিত ইন্দু মধু-পূর্ণিমা সাঁঝে,
তুমুল হৃন্দ বাধিল সিঙ্কু-তড়াগ-নদীর মাঝে ।
লক্ষ্যে বক্ষ্যে প্রসারিয়া বাহু সিঙ্কু গরজি কয়,
“বিশাল বক্ষ্যে পূর্ণ চক্রে ধরি নিব নিশ্চয় ।
ফেনিল তটিনী গরবে নাচিয়া কয় কলকল তানে,
“সুন্দরী আমি,—পূর্ণ চক্রে আমি ধরি’ নিব প্রাণে ।”
কুমুদ ফুটায় মরাল ছুটায় তড়াগ হাসিয়া কয়,
“কেন এ হৃন্দ ? পূর্ণ চক্রে মোর বই কারো নয় ।”
উদিল ইন্দু ! লজ্জিত সবে, ভাঙ্গা চাঁদ বুকে ভায়,
গোপ্পদে তার পূর্ণ বিশ্ব বিষয়ে হেরে হায় !

ধূলি

হা ধূলি, তোমায় কেনন করিয়া নিঠুর চরণ দলি ?
প্রাণহীন হয়ে তপ্ত শরনে আজি পড়ে আছ বলি’ ।
আমিও ছিলাম তোমারি দোসর কত শত যুগ নীরস-ধূসর,
আজিকে না হয় মানবাত্মার অনলে উঠেছি জলি’ ।
সে কথা স্মরিয়া, হা ধূলি, তোমায় কেননে চরণে দলি ?
আজ বাহা আছে চরণের তলে প্রাণহীন কণা অণু,
কালি তাহা পাবে নিয়ম প্রভাবে জীবনোদ্ধত তলু,
কালি যদি তুমি গজরাজ হ’য়ে রাজাধিরাজেরে গোরবে বয়ে’
মন কঙ্কাল-চূর্ণ চরণে উড়াইয়া যাও চলি,
সে কথা স্মরিয়া, হা ধূলি, তোমায় কেননে চরণে দলি ?

মধুপের নিবেদন

মধুপেরে দিতে হবে মধু পি'তে, কর্ত্তের যদি মাধুরী চাও,
স্বষমার মাঝে মধুপ-সমাজে ফুলবনে তারে রহিতে দাও ।
তড়াগে ভবনে প্রাস্তরে বনে কুসুম-পুঞ্জ ফুটাও তবে,
মধু চাই তার, কেন না মধুর গুঞ্জন তায় করিতে হবে ।

মধু নাহি দিলে মধু কোথা পাবে ? সুধাধারা কভু মিলে কি বিষে ?
মধুপ-কণ্ট না র'লে সিক্ত শ্রবণ তোমার জুড়াবে কিসে ?
বকতে মেরতে খনি খাতে কেবা অলি-গুঞ্জন শুনেছে কবে ?
মধু চাই তার, কেন না মধুর বন্ধার তায় তুলিতে হবে ।

কি হবে সে ফুলে রঙীন হলেও মধু নাহি চাহে একটি কণা ?
পাতাবাহারের যত শোভা থাক মধু তায় কভু মিলিবে ত না ।
ঘাস-ফুলো ভালো কিসলয় চেয়ে মধু যদি অলি তাহাতে লভে ।
মধু চাই তার কেন না তারে যে শ্রবণ তোমার জুড়াতে হবে ।

মধু মিলে যদি গহন বনেও সেই লোভে অলি যাইবে ছুটি ।
পরাগে অঙ্গ হোক পিশঙ্গ হউক অঙ্গ নয়ন দুটি ।
রহিবে রুদ্ধ কুসুমের কোষে কণ্টক-ক্ষত সকলি সবে,
মধু চাই তার, মধু না জুটিলে কল-মূর্চ্ছনা নীরব হবে ।

তিক্ত কষায় তীক্ষ্ণ করিবে শুধু ভ্রমের বিষের হল,
মধু-বন্ধার চাহ যদি তার বিশ্ব ভরিয়া ফোটাও ফুল ।
মধুপ-জীবনে চির মধুমাংস ক'রে দাও, মধু যোগাও সবে,
মধু চাই তার, কেন না তাহারে গুঞ্জে মধু ঢালিতে হবে ।

রথ

অই আসে রথ

পদাঙ্কুঠে দিরে ভর উৎকণ্ঠিত নারী-নর

ভরে' আছে সারা রাজপথ ।

তরুণ বালক বৃদ্ধ কৃপণ দরিদ্র ঋদ্ধ

গৃহ ফেলি' দুধারে দাঁড়ায় ।

প্রহরী বন্দীর সাথে, বস্ত্রী তার যন্ত্র হাতে

পশারিণী পশরা মাথায় ।

শিশুরা উঠেছে কাঁধে এ উহার হাতে বাধে,

শত্রু মিত্র সবে গায়-গায়,

ভাণ্ডার পেটিকা খোলা ছড়ান টাকার কোলা

চোর তবু জুটেছে হেথায় ।

এক পায়ে লাফা পরি' কটিতে বসন ধরি

বাতায়নে জুটে বধু যত,

শুনিয়া মেঘের ধ্বনি রথচক্রে শব্দ গনি

বার বার ভুল করে কত ।

অই এলো রথ ।

হুড়োহুড়ি জনদলে চারিদিকে কোলাহলে

সমবেত নিখিল জগৎ ।

আগে যেতে সবে চায় কে কাহার পড়ে গায়,

নাহি খোঁজ ঠেলাঠেলিমাঝে,

আহরণী

কেবা ভরে সিপাহীরে ? চামারো সে চলে ভিড়ে
 পাশে ঠেলে ফেলে মহারাজে ।
 হুগুগুনি করে নারী লাজ বর্ষে দুই ধারই,
 বাজে শাঁখ-ঢাক-ঢোল-কঁাসী,
 বালক হারাদে যায় খুঁজিয়া মিলায় তায়
 ফুঁয়ে-বাজা তালপাতা-বাঁশী ।
 রথের দেবতাটিরে হারাইয়া ফেলে ভিড়ে
 মহোৎসবে সবে মত্ত হায়,
 তর্ক দ্বিধা দ্বন্দ্ব দোলে মূঢ়ানন্দ কলরোলে
 প্রত্যয়েরে যেন গো হারায় ।

চলে গেছে রথ
 নিমেষের কোলাহলে কোন্ দিকে গেল চলে,
 মিলাইল স্তম্ভ-স্বপ্নবৎ !
 চক্র-চিহ্ন বুকে ধরি বক্র পথ আছে পড়ি
 হাহাকার করে শূন্যতায় ।
 ফিরিতে আপন ঘরে মন আর নাহি সরে
 ভরে হৃদি হতাশ ব্যথায় ।
 রথ চির গতিশীল স্থির নহে এক তিল,
 এসে চলে দিগন্তের পারে,
 শ্রীক্ষেত্রের শ্রীমন্দির- সম ইহা নহে স্থির,
 একবারই যায় দ্বারে দ্বারে ।

দুয়ারে পেয়েও মোহে ঘটা-ছটা-সমারোহে
 ভুলিলাম ঠাকুরে হেরিতে,
 দেখি সেই চাঁদ মুখ জুড়ানো হলো না বুক,
 রথ হেরে হলো যে ফিরিতে ।

কুন্দ

অতসী গাঁদা হেম-গরবে মগন সুখ স্বপনে,
 দৈত্য-হিমে,—ফুল না তুল ?—জাগিছে হেথা গোপনে ।
 তাদের আভা লভিয়া মম অশ্রু হলো ভূষণসম,
 সকলে ক্ষম সাহস নম, বরিতে ঋতুরাজেরে
 পুষ্পময় শুভ্র লাজ আমি এ বন মাঝে রে ।
 বাণীরে সঁপি বরণ মম লভিছে বাহা তুষারে,
 অলিরে সঁপি মাদুরীটুকু পরাগ সঁপি উষারে ।
 কটায়ে প্রিয়া-দন্ত-কচি কবিরে সঁপি চর্ষ শ্রুতি,
 রবিরে সঁপি নীহারটুকু সুরভি করি পরশে ।
 পল্লী-রমা-কেশে বরিব মরণ শেষে হরষে ।
 কটেছি আমি, কচি কুঁড়িতে হয়নি মোরে ঝরিতে,
 তুচ্ছ হোক—সবিত মোর পেয়েছি দান করিতে ।
 এ সুখময় সার্থকতা গর্ক্ষে অরি ! কিসের ব্যথা ?
 আদর প্রীতি ? উপরি পাওয়া না মেলে যদি কি ক্ষতি ?
 ফোটার স্থখে বেদনা ত্বা লভেছে সবি তৃপতি ।

গীতিমালা

বঙ্গভূমি

নমি শ্রামা মৃগাজিন-বসনা ।

কুজন-গুঞ্জ-কল-ভাষণা ।

মঠে মঠে পূজা তব তটে তটে বৈভব,

দেশে দেশে তব যশোঘোষণা ॥

ঘনবট-সুশীতলা, নবঘন-কুস্তলা,

সরসিজবিলোচনা, শূটনীপকু ওলা.

উদ্যানচচ্চিতা ধূপদীপে অর্চিতা—

কুন্দকোরকচারুদশনা ॥

স্নেহ তব খনিভরা, তনুভরা বনভূষা ;

* শ্রিতফণিমণিমালা, ধৃতহেমমঞ্জুষা ;

গিরিবন্ধবদেহা বেতসকুঞ্জগেহা.

বিরচিতমীনযুথ-রশনা ।

হৃদনদগদগদ-মধুনাদবন্দিতা,

চমরীবীজিতকায়া মৃগমদগন্ধিতা,

সিন্ধুদোলনধূতা, সুরধুনী-ধারাপূতা,

দুয়ার-সুশীত-সিতঃসনা ॥

অঙ্গললক্ষ্মী

(মালিনীছন্দে)

নমি সুরনরবন্দ্যা, নন্দিতা কাব্যকুঞ্জে,

নব নব মধুছন্দে, মণ্ডিতা অর্ঘ্যপুঞ্জে,

শুভ বর তব হস্তে, দৃষ্টিতে দুগ্ধকুল্যা,

চরণ-নলিন-গন্ধে মুগ্ধ এ মর্ষ-মক্ষী ।

সুতগণ তব অঙ্গে তুষ্ট মা স্তম্ভ অগ্নে,

পূরজনপদ রঙ্গে পুষ্ট মা স্বর্ণপণ্যে ।

রহ তবু অতি থিন্না ছুঃখিনী দৈত্য়পিষ্টা,

নহ তুমি সতি ঘণ্যা চৌদিকে দৈবরক্ষী ।

শতশত মঠ-চৈত্রে মন্দিরে শঙ্খঘণ্টা,

বিগলিত মধুচিন্তে ভারতী মুক্তকণ্ঠা,

কমল-কুমুদ-মল্লী-মালিকা দিব্যবক্ষে,

মুখরিত রসবল্লী, কোতুকী লক্ষ পক্ষী ।

জয় জয় নমি মাতঃ ভারতী ক্ষেমলক্ষ্মী ॥ (ক্)

সুন্দর

ওগো—সুন্দর, তব মন্দিরে মোরে কর কৃপা করে' পূজারী ।

ঢালি পায় তব জীবনের সব অর্ঘ্যবিভব উজাড়ি ॥

দাও এ কণ্ঠে মন্দার মধু-রসতরঙ্গ, সুন্দর বঁধু,

তোমারি নান্দী পরমানন্দে—নবীন ছন্দে প্রচারি ।

তোমার আসন-দসন-ভূষণ চিন্তামণিতে খচিত,

মনোদীপ জালি সারারাতি খালি আরতি-দেয়ালী রচিত ।

আহরণী

বনদেবীদের কবরীভূষণ কুসুমগুলিরে করিয়া চয়ন,
ভরি আনি ডালা গাঁথি দিব মালা ওগো ফুলদোলাবিহারী ॥

দিবস-রাত্রি জুটিবে যাত্রী আমারি শঙ্খ-বাদনে,
সবার অর্ঘ্য নিজ হাতে তুলি দিব অঞ্জলি চরণে—
শ্রী-বেদমন্ত্রে দীক্ষা আমার দাও জ্ঞানর, ভিক্ষা আমার—
পদতলে রব আমি শুধু তব সেবাগোরব-ভিখারী ।

আমন্ত্রণী

এসগো—গ্রাম বন্য-শ্রী কাননে অলক ঢুলায়ে ।
তোথা যে—দোল লেগেছে খোল বেজেছে পাখীর কুলায়ে ।
কুহর ঐ—পিচকারিতে রঙ-ঝরণা পিকপতি ছুটায় ।
সহকার—লাল পরাগের ফাগ ছুড়িছে মঞ্জরী-মুঠায় ।
সারিকা—নটকোনাতে ফটফটিয়ে কুমকুমি ফুটায় ।
মহারা—ভার নিয়েছে চোখ রাঙাবার নেশায় ঢুলায়ে ॥

মধুতে—রঙ গুলে মো-বন রেখেছে অশোক শিমূলে,
চাঁচরের—আঙুরা গুলো ভোমরা হয়ে কিংসুকে বুলে,
দখিনা—হিন্দোলাতে দোল হানে বন-বালারা ছলে,
হরিণী—কন্তুরী-বাসে দেবে গোষ্ঠ-গোধন ভুলায়ে ॥

যশোদা—মায় ছেড়ে হৈ-থায় আসিতে ভয় কি নীলমণি ?
মাধবী—চুম দিয়ে থাওয়াবে বঁধু ফুলমথা ননী ।
শিখীরা—ঘাম পেলে ঢু-লাবে গায়ে পাখার ব্যজনী,
শাখীরা—ঘুম পেলে ঘুমঘোর ঘনাবে আঙুল বুলায়ে ॥

মধুমাসে

সেথা—কি স্থখে রয়েছ বঁধু আজিকে দূরে ?

হেথা—মধুমাস এলো ফিরে গোকুল জুড়ে,

হেথা—চল আবেশে নব—মলয়া এসে

তব—বেগুর কুহরগুলি খুঁজিয়া ঘুরে ॥

পুন—পিয়ালতলায় মৃগ এসেছে ফিরে,

শুন—দোয়েল ফিরেছে তার তমালনীড়ে ।

শুক—শারিকা ছুঁ কেন—কুজিছে মুহু ?

বনে—কোয়েল কুহরে কুহু করণসুরে ॥

ঐ—পাপিয়া ফুকারে ‘পিউ কাঁহারে’ বলি’

কারে—বনে বনে গুঞ্জে খুঁজিছে অলি ?

হায়—ফিরিয়া স্মর হলো—হতাশ বড়,

কোথা—লীলাসার্থী পাতিপাতি কাননে চুঁড়ে ॥

নব—পলাশ বিলসি পুন আলসে ঢুলে,

রাঙা—অশোক সশোক বৃকে ঝরিছে মূলে,

নব—বকুলদলে মধু—মদিরা জলে,

চুত—মুকুলে পরাগ অলি-নিশাসে উড়ে ॥

হায়—আজি মধুমাসে বৃষি বরষা এলো,

তায়—গোকুল অকালমেঘে ছেয়ে যে গেল ।

রাঙা—আঁখির পুটে মুহু—বিজুরী ছুটে,

কালো—কাজর গলিয়া লোর অঝোরে ঝুরে ॥

আহরণী

সেত—নামে মধুপুরী, সেথা কোথায় মধু ?

আজি—পুরা মধুপুরী ব্রজ হয়েছে বঁধু ।

তবু—সেথায় রবে ?

মোরা—বুঝিব তবে

নব—কংস হয়েছে কাল মথুরা-পুরে ॥

পল্লী ব্রজ

গ্রামের ঐ,—প্রান্তঘেরা বনটি আজি কেন আমার মনটি হরে ?

অদূরের,—কুন্তভরণ-মুখর নদী নীল যমুনার রূপটি ধরে ॥

বাগানের,—বাবলা-শিরীষ-নিম-সজিনা,

তমালের—মতন দেখায়, যায় না চিনা ।

ওপারে,—কাশের বনে দধির নদী, গোকুল আমার মনে পড়ে ॥

ও কি ও,—ঝিল্লী ?—না—না, বুঝুরবুঝুর ঘুঙুর বাজে—

কি শুনি ?—শুকসারী কি কইছে কথা বনের মাঝে ?

সাদামেঘ,—যায় না চেনা আজকে দেখে,

ধেছুরা,—নামছে যেন পাহাড় থেকে,

আজিকে,—কীচকবনের উতল হাওয়া পাগল করে রেণুর স্বরে ॥

ফুলে ঐ,—তুইয়ে পড়ে কৃষ্ণচূড়ার উজল শাখা,

দেখা যায়,—উহার তলে কাঁর যেন পা'র আলতা-জাঁকা,

কৌকড়া,—চুলে গোঁজা সন্ধ্যামণি,

কোমরে—গামছা বাঁধা, ঐ পাচনি,

রাখালের,—বেশটি মোহন বাকা চলন আজি আমার উদাস করে ॥

অকূলে পাড়ি

তরী মোর কূলে বাঁধা দেবতা তুফান আনো ;
এ কূলের বাঁধন কাটো অকূলের পানে টানো ।
চড়া সব ডোবাও জলে মরা গাও তরাও ঢলে ;
গগনে আঁধার করো সঘনে তড়িৎ হানো ॥
আমার এই শীর্ণ পা'লে কর দেব পীণায়ত ;
অলস এই জীর্ণ দাঁড়ে কর আজ বলোদ্ধত ।
পাথারে গাইব সারি, অকূলে দিব পাড়ি,
কোথা যে ভিড়বে তরী সে কথা ভুগিই জানো ॥

বাউল বাতাস

আজ ফাগুনে বাউল বাতাস বেগুর বনে বাজায় বাঁশী ।
ও তার—ঝাঁকড়া চুলে ঠিকরে পড়ে রুমচূড়া রাশিরাশি ॥
খোলা মাঠের তলাট ভরি গোঠের পথে ধূলোট করি
বেবাক উলোট পালট করে, গোধন হারায় অবাক চাবী ॥
বাউল বাতাস হয়েছে আজ মউলবনে মাতোয়ালী,
আম-বোলের বোলি কাণে গলায় দোলে অশোকমালা ।
ঐ হের তার পাংল নাচে, আটকে গেল পলাশগাছে,
গেরুয়া আলখাল্লাখানি বন-বাগানে ছুটল হাসি ॥
পানকোড়ি ডুব দিয়ে ঐ ডুবকি বাজায় তালে তালে
গাবগুবগুব বাজায় ঘুঘু রঙীন গাবের ডালে ডালে ।
চরণে তার হাজার স্রমর, ঘুঙুর বাজায় ঝমর-ঝমর,
উদাসবিতোর পরাণ আমার চায় হ'তে তার সেবাদাসী ॥

গীত-মহী

হয়ত আমার নাম হারাসে আমার গীতি যত,
তোমার মহিমাতেই হবে নিখিলে সন্তত ॥
খালী ক'রে আমার এ বুক তোমায় দিয়ে অমৃতটুক,
মধুহারা ফুলের মতন পড়বে ঝরে স্বতঃ ॥
তোমায় অমর করবে আমার গোত্রহারা গীতি,
সেই গরবেই তোমার কথা গাচ্ছি আমি নিতি ।
কবি-বঁধুর নাম না হবে, গীতময়ী অমর হবে,
কথকহারা উপকথার রাজহুলালীর মত ॥

বিরহ

বিরহের বিরোধী ঘোর কেমন ক'রে বলব ওরে,
প্রণয়ে সে বন্দী রাখে, বাঁধে নতুন নতুন ডোরে ॥
পরিণয়ের প্রফুল্লতা হারায়নাক জীবনলতা
নতুন নতুন গ্রন্থিতে সে ফুটায় কুসুম জোড়ে জোড়ে ॥
ছুটী ধারার মধ্যে পাষণ যৌবনের এই গিরির গায়ে,
দূরে দূরে ঘুরায় বটে দেবদারু-শালবনের ছায়ে,
যুচিয়ে দিয়ে উপলব্যাথা পাগলা ঝোরার উদ্দামতা,
কস্তুরীময় মনঃশিলায় মিলায় আবার নতুন ক'রে ॥
দিনের স্মৃধা রাতের স্মৃধায় করে যেমন রোচন স্বাদু,
স্বপ্ন প্রেমে তেমনি মাতায় ব্যবধানের মোহন বাহু ।
প্রেমের জিঁজির মর্শ্মালায় গড়া,—তাহার কর্শ্মশালায়,
গাঁথছে সে যে নর্শ্মমালায় মিলনফুলে হৃৎচের ফোঁড়ে ॥

কাজরী

(১)

বায়ু বহে পুৰবৈঞা আজিলো বায়ু বহে পুরবৈয়া,
নায়ুভরে স্মরবহ্নিশরে তরা আয়ু হবে মোর সৈয়া ॥
দেয়া ডাকে সখি গম্ভীর মস্ত্রে, মর্শ্যে না অশ্বরে বাজে ?
বজ্র হয়ে শ্রামকাস্ত-বিরহ জলে শ্রামকাস্তি ঘন মাখে ।
অস্তুরে বাহিরে বর্ষা এলো, আঁখি নীদ গলায়ে নীর ঢালে,
চন্দ্রতারা রবি মগ্ন মেঘে সবি মোরি দুঃখে দুখী হৈয়া ॥
কাস্ত দূরে ঋজু পন্থা পেয়ে কু-তাস্ত ধরেছে এ কেশে,
মল্লীজাতী যুথী রঙ্গভরে মোরে ব্যঙ্গ করে সখি হেসে,
নীপবনে জলে লক্ষ শিখা চিতা মোরি জন্ত বুঝি জ্বালে,
মানপথে ফিরে আসিব না চলি কাঁথে গাগরীটি লৈয়া ॥

(২)

শোভন গহনে ঘন হরিৎ ঘটা তরা বনে এস সহ ॥
সঘন গগনে হেন তড়িৎ ছটা মোরা কোণে কেন রই ?
কি কথা শুনাও দেয়া নীপের কাণে সে যে—শিহরে সাথে,
রজনীগন্ধা কেয়া গন্ধ হানে অলি—বিহরে ঝাঁকে,
বুলবুল কূজে মুহু গুলবাগানে শিখী—ডাঙ্ক ডাকে,
ঘোল সাজে সেজে এস বনের পানে,—নাচ তাঁথে তাঁথে ॥
কবরী ঢুলায়ে এস ঘাঘরা পরি, এস—গাগরী কাঁথে,
মঞ্জীর-রবে সারা নগরী ভরি এস—নোলক নাকে,
বরষা চলিয়া যায়, এসেছে তরী, ফিরে—পাইবে তাকে,
ফিরিবে না যৌবন বিশ-বছরী তুমি—কাঁদ না যতই ।

আহরণী

প্রেমের গান

আমাদের—দৌহার প্রেমের দুই পাখাতে ভর করে' গান

ছুটলো দেশে দেশে,

বলাকা—শ্রেণীর মত মালা রচি নীল আকাশে

চললো ভেসে ভেসে ।

চমকি—পল্লীবধূ ঘাটের পথে কলসী কাঁথে,

ধমকি—তুলবে গ্রীবা চাইবে কিবা উদ্দাস আঁথে ।

নাগরী—হর্ষাচূড়ে নাগর প্রিয়ে নর্ষ্যভরে

দেখাবে তায় হেসে ॥

সহসা—তরুণ পথিক তাদের হেরে উদ্দাস প্রাণে

যাত্রা যাবে ভুলে,

মাঝিরা—দেখবে অবাক, ঠেকবে তাদের অলস দাঁড়ের

নৌকা গিয়ে কূলে ।

ইহারা—বাস্তব ঘরের বাতায়নের আশে পাশে,

সারারাত—করবে কূজন, শুনবে কূজন রসোল্লাসে,

আঙিনায়—রচবে কুলায় তুলসীতলায়, বধু-সভায়

বসবে যেঁ যেঁ যেঁ যেঁ ॥

এ গানে—সুবর্ণেরে পায়ে ঠেলে সুবর্ণারেই

বাস্বে সবাই ভালো,

ইহারা—বিরহিণীর জীবন-নিশায় আনবে উষা

চাল্বে আশার আলো ।

পল্লী-গীতি

ইহারা—উড়ে উড়ে বস্বে অনেক হৃদয় জুড়ে,
এ গানে—মানিনীদের মান অতিমান যাবে দূরে ।
এরা সব—পাথার হাওয়ায় উড়িয়ে বাধা তরুণ জগৎ
জিনবে অবশেষে ॥

পল্লী-গীতি

দাঁড়াও দাঁড়াও ওগো দখিনপাড়ার রূপসী,
নেকনজরে আমার ঘরে হও লো প্রেয়সী ।
দিব শাড়ী শান্তিপূরে গামছা দেব রঙীন ভূরে,
জল আনিতে দেব তোমায় পিতল কলসী ।
ফিতে কাঁকুই দেব তোমায় গোঁপা বাঁধিতে,
দেব নতুন তাতারসি পায়স রাঁধিতে ।
পৈছা শাঁখা দেব হাতে রাখব তোমায় দুধে ভাতে,
না হয় নিজে বাদলা রাতে থেকে উপোষী ।
দেবনাক মাজতে বাসন গোয়াল কাড়িতে,
ঢেঁকী জাঁতা চালুন পাবে নিজের বাড়ীতে ।
করতে আমোদ রসিকতা কইতে পাড়ায় মনের কথা
অনেক পাবে রসবতী সমান-বয়সী ।
হাঁটতে পাছে কাদা লাগে আল্‌তাপরা পায়,
আষাঢ় মাসে ঝামা পেতে দেব আঙিনায় ।
নতুন-ছাওয়া আমার ঘরে নতুন-বোনা মাহুর 'পরে,
এসো তোমায় পূজ্ব দিয়ে দুকো তুলসী ।

বিদায়শ্রুতি

বিধুমুখি সখি একি একি দেখি কপোলে গড়াল চোখের জল,
গলিল যে হিয়া কোথা গেল প্রিয়া এত গরবের বুকের বল ?

বলেছিলে সখি বিদায়ের ক্ষণে

রহিবে অটল দেহে, প্রাণে, মনে,

হাসিমুখে হায় ধানিবে বিদায়, এবে হেরি সব মুখের ছল ।

বড় ছিল ভয় বিদায়-সময় শুষ্ক ও আঁখি হেরিতে হবে,

সারাপথ মম, ধূ ধূ মরুসম মৃগতৃষ্ণায় জলিতে রবে ।

আহা সখি আঁখি মুছনা মুছনা,

শুচি শোচনার ও শুভ হুচনা,

বয়ানে চলেছে, নয়ানে ফলেছে প্রেম-মিলনের সুখের ফল ।

নৈরাশ্যে

মালা গেঁথে আর কি হবে বলোনা মালিকা-বিলাস হয়েছে শেষ ।

কি হবে টানায়ে ফুলের দোলনা নিয়ে এস সখি ষোগিনী-বেশ ।

ছিঁড়ে ফেলে দাও লীলাশতদল দ্রাক্ষার বনে জ্বালাও অনল,

মল্লীকুঞ্জে চালাও কুঠার রেখনাক তার সুষমালেশ ।

পিঁজর ছয়ার দাও থুলে দাও উড়ে যাক মোয় ময়না-শুক,

প্রিয় বঁধু মোর হলো অকরণ কুসুমশয়নে সয়না সুখ ।

থুলে লও সখি হেম অভরণ ধুয়ে দাও মোর রাঙান চরণ,

মুছে দাও রাঙা ঠোঁটের বরণ, মুড়াইয়া দাও মাথার কেশ ।

জীবদেউলে

দীনদেউলের হে দেবদয়িত, আমি হব চির সেবিকা তব,
তব বেদিকার ধূলিমলাভার মাথার চিকুরে মুছিয়া লব ।

দীনের ছন্মে রয়েছ গোপন

সে কথা আমি যে জেনেছি স্বপনে,

সারানিশি ভাঙাদেউল-সোপানে আঁচল বিছায়ে শুইয়া রব ।

নাহি ও দেউলে ভাস্করকলা, জ্বলেনা শীর্ষে কনকচূড়া,

অশথের মূল বেড়িয়া বেড়িয়া তোরণস্তম্ভ করেছে গুঁড়া ।

আসিনিক আমি দেউলে পূজিতে

এসেছি দেবতা তোমারে খুঁজিতে,

কবির প্রাণের অর্ঘ্যরাজিতে জীবন-দেউল পূর্ণব ।

বিরহে

মিলনে তোমার পাইনি যা সখি বিরহে তাহার সকলি পাই,

আজি সখি তুমি জুড়ে বসে' আছ মম মানসের নিখিল ঠাই ।

আজ তুমি সখি নহ অকরণ

আখিযুগ আজ নহে রোষাকরণ,

আজি নহ তুমি মানিনী ভামিনী আজিকে নয়নে ক্রকুটী নাই ।

আজি নহ তুমি মনের বাহিরে মানসবৃত্তে রয়েছ ফুটি,

প্রেমদেবতার সেবা-অপরাধে করনাক আজ হাজার ক্রটি ।

শিশিরসিক্ত নয়নোৎপল,

করণায় আজ করে ছলছল,

আজিকে তোমার প্রতিবিন্দুটি আমার জীবনে পেয়েছি তাই ।

আহরণী

দিন ফুরালে

এ দিন যদি ফুরিয়ে যায় আঁধার আসে ঘিরে,
চিন্তা কিসের ? গগন ছেড়ে ফিরব তখন নীড়ে ।
মিলিয়ে যাবে রূপের ভুবন, প্রসার পাবে রাসের জীবন
করবে পরশ সরস তখন রূপের স্মৃতিটিরে ।
তোমার ভূষণ বেশ প্রসাধন লাগবে না আর কাজে,
তত্ত্ব ছেড়ে লোভন শোভা জাগবে মনের মাঝে ।
কাঁদবনাক পদ্ম-শোকে জুটবে কুমুদ চন্দ্রালোকে,
নিবিড় হবে বাহর বাঁধন স্বপ্নসারের তীরে ।

দুঃসময়ে

কাঙাল হ'লে, কুটীরতলে আরও হব কাছাকাছি,
সোনার মালা নাইবা জুটুক, জুটবে ত ফুলমালাগাছি ।
না পাই যদি পায়সপিঠে শাকভাতই মোর লাগবে মিঠে,
ভাবনা কিসের ? আছে তোমার অধরপুটে সুধার টাচি ।
দেহে যদি না রয় ও রূপ, মনে তা ত' রবেই রাবে,
প্রেম যদি রয়, পিঞ্জরে তার যৌবনেরও রইতে হবে ।
স্বাস্থ্য যদি না রয় সাথী, তোমায় পা'ব দিবসরাতি,
উঠবে বেঁচে তোমার প্রেমে যত্নে সেবায়, যদিই বাঁচি ।
বশ যদি যায়, সহস্রগুণ গাইবে তুমি পুরাণো বশ,
দৃষ্টি গেলে, স্পর্শগোচর দ্বিগুণ হবে আমারই বশ ।
অটল যখন মোদের এ প্রেম, যায় যাবে যাক রূপযশোহেম,
অদৃষ্টেরে কশায় শাসি', তেমনি র'ব যেমন আছি ।

হৃৎপদ্যে

এই দেহটির পরে অত কর'না সই করোনা নির্ভর,
মরদেহের বালাই কত আজ সে তরুণ কাল সে যে জর্জর ।
এই দেহটির ফুল-শয়নে হাজার কীটই রয় গোপনে,
কত কাঁটাই গুপ্ত আছে, অনেক আঁঠাই ঝরছে নিরন্তর ।
তা' ছাড়া এই ফুলশয়নের এ ফুল তাজা রইবে কতদিন ?
কতক হবে বিদলিত কতক হবে শুকনো রসহীন ।
পাপ্‌ড়িগুলি যাবে ঝরে' ভরবে এ শির মালার ডোরে,
গন্ধবিহীন রেণুর ধূলায় ধূসর হবে কনক-কলেবর ।
তার চেয়ে এই মানস-সরের শতদলে আসন রচ' রাগি ;
প্রেমের কলতরঙ্গেরা নাচাইবে তোমার আসনখানি ।
এ যে সজীব তাকুণ্যায় কীট বা কাঁটার নেই কোন' ভয়,
দেহের শয়ন তোজে সখি, বিরাজ কর' হৃদয়-সরোজ' পর ।

জপ

জ্ঞানে ধ্যানে তপে ফুলচন্দনে অনেক হয়েছে বন্দিত
শুধু নাম জপে মম মনে মনে হও হে বন্ধু নন্দিত ।
ঋতুনেমি-রাশিচক্র অয়নে
ব্যোমে ব্যোমে সোমে তারকা তপনে
তব জপমালা ক্রমাবর্তনে নিখিল বিশ্বে নন্দিত ।
থেমে যাক যত শঙ্খ, ঘণ্টা, ঢাকা, ডঙ্কা, ঝঙ্কনা,
থেমে যাক যত তর্ক-দ্বন্দ তত্ত্ব-বিচার-জল্পনা,

আহরণী

গন্ধপরশে রসে রূপে রূপে,
তব নাম জপি শুধু চুপে চুপে,
উল্লী-কুসুম-ধূপে ধূপে ধূপে হোক জপ-মালা গন্ধিত ।
শুধু তব নাম জপি অবিরাম নিশিদিন প্রাণমন ভরি,
কণ্ঠের বাণী লুণ্ঠন কর সঙ্গীত লহ সংহরি' ।
করুক শুদ্ধ বীজের আঘাত,
গীতি-মঞ্জিত সন্ধ্যাপ্রভাত,
অমৃত ভূমায় ডুবাক আমার প্রেমরস নিঃসান্দিত ॥

সন্ধ্যাকালী

আজ বরষার দিবসশেষে তোমার পূজা সন্ধ্যাকালী,
শশান করে আরতি তায় উন্মাদখীর দেউটি জালি ।
অঞ্জলি দেয় আলেয়াতে, নৃ-কঙ্কালে মালা গাঁথে,
চিতায় চিতায় হোম করে সে মজ্জাবসার আজ্য ঢালি ।
বিদ্যুতেরি থড়কাবাতে পশ্চিমাকাশ-যুপাদানে
কালো মেঘের মেঘমহিষের রক্ত ছুটে প্রস্রবণে ।
ঢলছে তমাল-ঝাড়ের চামর তুলছে সমীর তুমুল ডামর,
কল্লিত ঐ নীপযুথীতে শ্বেতাক্ষে নৈবেদ্যথালি ।
খজোতেরা ধূপ জ্বালে ঐ লাল-করবী জবার শাখে,
দাছুরী দেয় হলুধ্বনি ঢাক বাজে ঐ মেঘের ডাকে ।
বিষবনে ঝিল্লী-নিকর বাজায় পূজার কঁাসর ঝাঁঝর,
অট্টহাসে পট্টবাসে নদ-নদী দেয় করতালি ।

বিদ্রোহী

তুমি যা গড়বে প্রভু ভাঙ'ব আমি ভাঙ'বে যা, তা গড়ব হে ।

তুমি যা করবে খালী বা-খুসীতে তব্ব তারে ভর'ব হে ।

যে পথে বল'বে যেতে যাব কি সেই পথেতে ?

কখনো শুন'বনাক নিষেধ-মানা উল্টা পথই ধর'ব হে ॥

জানি হে তোমার ধারা নিরীহ সুবোধ বারা

তাদেরে—দাওনা ধরা ভোগাও শুধু

ঘোরাও ক'রে ছন্নছাড়া ।

আমারে বোকাও বত, আমি নই অবোধ তত,

যাব না ঘুরের পথে সোজা পথেই বোকাপড়া কর'ব হে ॥

আমার যে সয়না দেবী অসহ পায়ের বেড়ী,

বাড়ায় যে—অধীরতা অবিরত

মুক্তিলোকের বিজয়-ভেরী ।

ওগো-ও বজ্রপাণি তোমারে আন'ব টানি,

ভেবেছি রিক্তহাতে তোমার সাথে বোকাপড়া কর'ব হে ॥

যাবে যে বেজায় কেঁপে আমারে ধর'বে চেপে

দুহাতের—বাঁধন দিয়ে কর'বে পীড়ন

ভয় ভরসায় মর'ব কেঁপে ।

তখন ঐ সুযোগ পেয়ে আনন্দে গেয়ে গেয়ে

মরিয়া জিন'ব তোমায়, চরণ-ধূলায় সগৌরবেই মর'ব হে ॥

অপূর্ব আগমনী

দোলায় চড়ে' আয় জননি রোদনে তোর বোধন বাজে,
অট্টহাসির কোলাহলে আয় এ ভীষণ শ্মশানমাঝে ।
শ্মশান ভালবাসিস্ বলি' করলি এ দেশ শ্মশানস্থলী
মানুষ কোথায় ? কুকুরশৃগাল পিশাচবেতাল হেথায় রাজে ॥

মড়ার কাঁথায় আসন রচি, ভাঙ্গা কলস নেচে বাজাই,
গাঁথি মহাশঙ্খমালা করেটিতেই সাজাই ।
শ্মশানভরা শবের 'পরি রুদ্রাণী তোর বরণ করি,
আয় মা তারা মহাকালী আয় মা শবাসনার সাজে ।

অসময়ে

আজি—শারদপ্রভাতে কোরকসভাতে করুণ পূরবী ধরিলে কে ?
কিশোর আশার কল-উল্লাস একটি নিমিষে হরিলে কে ?
না ভরিতে শুভবোধনগাগরী কে বাজালে আহা বিজয়াবীশরী ?
বলসি লুলিত নবপত্রিকা, হেন অঘটন করিলে কে ?

তরুণ প্রেমের বাসর-সভায় গীতগোবিন্দ থামাইয়া হায়
বজ্রকণ্ঠে পঙ্খটিকায় মোহমুদগর পড়িলে কে ?
ভাসায়ে গোকুল অকুলসাগরে কেবা দিলে ডাক মথুরানগরে ?
প্রমোদকুঞ্জ রতিবিলাপেব শোকসঙ্গীতে ভরিলে কে ?

গানের বাণী

এ গান আমার নিজের বলি জানাই এবং জানি ।
একটু ভেবে দেখলে ঘুচে সকল অভিমানেই ॥
মোদের দৌহের মিলেই প্রিয়া এ সুর উঠে ঝঙ্কারিয়া
মোনী হ'লেও বেশীর ভাগই তোমার গাওয়াই বাণী ।
আঙুল আমার, তুমিই প্রিয়ে একতারাটির তার ।
তটের বাঁধন তুমিই,—আমি তরঙ্গ গঙ্গার ।
বাঁধী তুমি হে স্নানরি, আমি সমীর, রক্ত ভরি ।
আমি যে সুরছন্দ কেবল তুমিই আমার বাণী ॥

দেহ ও আত্মা

দেহটারে ভালবাসিতে না পারো, নাহিক ক্ষতি ।
দেহাঙ্কিতে ভালবাসিতেই হবে ওগো ও সতি ।
পুরাজনমের পাপ-অজ্জিত
এই দেহখানা রূপবর্জিত
মৃণালের মত তাই হলো তার পক্ষে গতি ।

আত্মা আমার রাঙা ঢল ঢল সরোজসম,
মধু-সৌরভে গৌরবে তব চরণবরম ।
শত দলে সেবে রহিবে ঐকড়ি
কেমনে তাহায় যাবে পরিহরি
অনাদরে তারে কেমনে ঠেলিবে, সরস্বতি ?

আসল পাওয়া

সব চেয়ে মোর আসল তারেই পাওয়া
এই অসীম মাঝে তার চাহনিই ধুব-তারার চাওয়া ।
মিলনে পাই স্থখের মাঝে বিরহে সে ব্যথায় বাজে
যুগের ঘোরে আরো আপন সোণার স্বপনছাওয়া ।

দূর অতীতের স্মৃতির রাঙা কমল পরে সে,
ভবিষ্যতের ভীতির মাঝে আঁকড়ে ধরে সে ।
যুগেযুগে তপ আচরণ তারেই বরে করতে বরণ,
জন্মে জন্মে তাহার পরেই অটল দাবি দাওয়া ।

সোনার চাঁদের হাটে তাহার তাহারে পাই ফিরে,
এক চাঁদেরে বহুধা পাই—জীবনধারার নীরে ।
যত্ন-সেবা-গৃহশ্রীতে সংসারে তায় পাই প্রীতিতে
তারে পাওয়ার কথাই গীতে ছন্দে আমার গাওয়া ।

নিশ্বাসে পাই স্পর্শনে পাই তাই তাহারে প্রাণে
কায়মনোবাক ধ্যানেনে পাই পাই তাহারে প্রাণে ।
ভেলার মত পাই সঁতারে, তারেই অপার শোক-পাথারে
ওপার হতে পাওয়ায় তারে এপার-ছোয়া হাওয়া ।

ভাষান্তরী

শিবসঙ্কল্প

ওগো প্রবুদ্ধ মানস আমার অমৃতের সন্ধানে
সব সীমা বাধা লঙ্ঘন করি যাও অসীমের পানে ।
দিব্যধামের অধিবাসী তুমি সকল জ্যোতির জ্যোতি,
দেশকালাতীত ওগো মন হও কল্যাণ-ব্রতে ব্রতী ।
তুমি প্রজ্ঞান, দৈব-চেতনা, তুমি ধৃতি, তুমি প্রাণ,
চির অরাধ্য দৈবত, তুমি ভাস্বর ছাতিমান ।
সব অন্তর্ভূতি চিন্তারে দাও সাধনায় পরিণতি,
সত্য-প্রেরণা-উৎস হে মন হও কল্যাণ-ব্রতী ।
হে অমৃত মন তোমার অমৃতে প্রাণবান নন্দিত,
ভূত-ভবিষ্য বিশ্বভুবন জাগ্রত নিয়মিত,
হোম-হতি-হোতা তোমারি সৃষ্টি, নাশ' তুমি ক্ষরক্ষতি,
বিশ্বস্রষ্টা ত্রিযোকদধী, হও কল্যাণ-ব্রতী ।
রথনাভি হতে অরার মতন চারিদিকে প্রসারিত,
শ্বক যজু সাম বেদসংহিতা তোমা হতে নিঃসৃত,
তোমাতে নিহিত মানবাত্মার সব জ্ঞান-সংহতি,
বেদ-বেদান্ত-প্রতিষ্ঠাতুমি হও-কল্যাণ ব্রতী ।
নিত্য নবীন হে অজর মন ধীর সারথির মত,
বল্লিত করি বিশ্বধারারে রাখিয়াছ সংযত,
তুমি লঘিষ্ঠ বিশ্বভুবনে অবারিত তব গতি,
বেগবন্তম হও মন মম কল্যাণ-ব্রতে ব্রতী ।

শ্রীমদ্ভক্তকবী

সীতার প্রতি রাম

কুন্দকোরক-দন্তে শোভন সুন্দর মুখখানি,
 যেন বা মূর্ত্ত পরমোৎসব বর্ত্তুল পীন পাণি,
 কণ্ঠে আমার যেন তা চন্দ্রকান্তমণির হার,
 তব মুখেন্দু-মরীচিতে স্বেদ-বিন্দু-বিলাস বার ।
 বাণী তব, শ্রান জীব-রাজীবের বিকাশিকা, অবিরাম
 শ্রতিমণ্ডলে বীণাপাণি হ'য়ে তুলে মঙ্গল-সাম ।
 অর্পণ করি ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণ মধুরস,
 অবসাদহত চিন্তে সতত রসায়নে করে বশ ।
 তোমার দৃষ্টি তুঙ্কের হ্রদে নিত্য করাও শ্রান,
 করিয়া রাজীব-কুটালনিভ প্রণামাজ্জলি দান ।
 নয়নে জ্যোৎস্না, কমলশ্রুতা কমলা আমার গেহে,
 জীবনের সার, হৃদয় আমার মূর্ত্ত দ্বিতীয় দেহে ।
 বর্ষোপলেক মতন শীতল চারু অঙ্গুলি তব,
 যেন ঘনসারসিত সুকুমার লবলীকন্দ নব ।

পরশ তোমার মূর্ত্তপ্রসাদ, সব তাপ হরে মম,
 চন্দন-নদে পরমানন্দে অবগাহনের সম ।
 হস্ত মোহন করে মোর মন সুধালিপ্পনে ভরা,
 পুলকাক্ষিত ও-তনু ললিত ইন্দু-মৃণালে গড়া ।
 বেগথু পুলক স্বেদে নগিত তনু তব প্রেমমাধা,
 প্রাবৃত্ত-সমীরে স্পন্দিত ধীরে পুষ্পিত নীপশাখা ।

উত্তররাম চরিত হইতে ।

অলকাপুরী

হেথায় শুভ্র সৌধ-নিকর অত্র ভেদিয়া রাজে,
দামিনীর মত পুরকামিনীরা বিহরে তাহার মাঝে ।
চারু চিত্রিত কাচ-বাতায়নে চীনাংশকের কেতনে-কেতনে
শোভিছে ইন্দ্র-নিকেতন সম ইন্দ্রায়ুধের সাজে,
মর্ম্মরময় হর্মানিকর অত্র ভেদিয়া রাজে ।

গুরু গুরু উঠে মুরজধ্বনি বারিদ-মল্লোপম,
কুটে কুটে শোভে কুটজমালিকা বলাকার শ্রেণীসম ।
পূর-অলিন্দে কুটিমবুকে নীর-লবসম নির্ঝর মুখে,
ঝর ঝর ঝরে মৌক্তিকমণিবহু রম্যতম,
অলকাপুরীর সৌধ শোভিছে শারদ নীরদোপম ।

হেথায় ললনা সমৃণাল লীলাকমলে বাজন করে,
নব অবদাত কুন্দ-কলিকা অলকে পুলকে ধরে ।
বিলেপি লোপুপরাগ মোহন গণ্ডেরে করে পাণ্ডুবরণ,
শ্রবণে শিরীষ চূড়াপাশে চারু নবকুরবক পরে,
নবনীপ শোভে সীমন্তিনীর সীঁথিপথে থরে থরে ।

বড় ঋতু তথা ছন্দ ভুলিয়া একই দেহে হলো লীন,
ষড়ালনসম বনগৌরীর শ্রীঅঙ্কে সমাসীন ।
সারা বৎসর অমলতিকায় হাসে ফুলবালা বনবীথিকায় ;
মঞ্জরী' পরে মধু পিয়ে অলি গুঞ্জরে নিশিদিন,
রচিছে রশনা সরসীসতীর হংস সারসী মীন ।

আহরণী

সারাটি বরষ সরসীকাসারে সরসিজ ফুটে রয়,
ভবনে ভবনে চিরভাস্বর শিখীর কলাপচয়,
বিতত বর্হে মোহন মাধুরী কেকাকাকদীতে মুখরিত পুরী ।
নিশি নিশি যথা পৌর্ণমাসীর গরিমা গগনময়,
তিমির, তমালকুঞ্জেরো মাঝে প্রবেশিতে পায় ভয় ।

পরমানন্দ ভিন্ন তথায় আঁখিনির নাহি ঝবে,
যাহা কিছু ব্যথা প্রণয়িহুদয়ে মন্থথকুলশরে ।
প্রণয়-কলহ অভিমান ছাড়া ছিন্ন হয় না মিলনের ধারা,
নাহি শৈশব জড়জরা হেথা রূপে না স্তানিমা ধরে,
চির-যৌবন-বৈভব যথা বিরাজিছে ঘরে ঘরে ।

বিস্তিত তারাপুঞ্জের প্রায় পাটল-প্রহনে ভরা,
তোরণ-বেদিকা-সোপান হেথায় স্ফটিকমণিতে গড়া ।
যক্ষের চারু করকহঘাতে পুষ্পর হেথা বাজে মধুরাতে,
বাজায় বধূরা অদূরে তাদের মধুরা সপ্তস্বর ।
কণ্ঠ তাদের নিয়ত কল্লতরুজাত সীধুভরা ।

মন্দাকিনীর সলিলশীকর-স্নানাত বায়ে বায়ে,
শ্রমসম্ভব রোন-জলরব বিদূরিয়া গায়ে গায়ে,
বক্ষবালারা হেমসিকতায় নিহিত করিয়া নখিনুকুতায়,
লুকোচুরি খেলে বেশভূষা ফেলে মন্দার ছায়ে ছায়ে,
বাজে মঞ্জীর উড়ে হেমরেণু লোল রাজ্য গায়ে গায়ে ।

অলকাপুরী

প্রণয়িণী যথা মধু-বামিনীতে কুসুমের শয্যায়,
চপলদয়িত-কর্ষণজাত কৃত্রিম রোষণায়,
লাজ-আবরণী একহাতে ধরে চূর্ণমুষ্টি ছুঁড়ে আন করে,
নিলাজদৃষ্টি বিলাসদীপেরে অন্ধ করিতে চায়,
নিষ্ঠুর নাথের হাসিতরঙ্গে সব নিষ্ফল হয় ।

অভ্রংলিহ প্রাসাদের শিরে বিভ্রমশালা রাজে,
তরুরসম বাতায়নপথে পশে মেঘ তার মাঝে,
তিতাসে বধুর বদন-নলিন চিত্রাবলীরে করিয়া মলিন
শীর্ণ হইয়া পলায় তুর্ণ ভয়ে সঙ্কোচে লাজে,
ধূপধূমসম ধূসর বরণে বাতায়নপথ সাজে ।

নিশীথে যখন মেঘবনিকা গগন হইতে সরে,
গোরোজ্জল কোমুদীছটা সৌধ-শিখরে পড়ে ।
নিতম্বিনীর নগ্ন হিয়ায়, চুষন করি উরোজে গড়ায়,
চন্দ্রকান্ত-মালিকার তার শীতস্বরধুনী বারে,
রোমে রোমে পশি স্বরপীড়িতার তনুর উন্মাদ হয়ে ।

যক্ষের গৃহে লক্ষ্মী অচলা ময়ূর-সিংহাসনে,
দিনযাপে তারা অম্বর সহ মধুর সন্তোষণে ।
ধনপতি-গুণ-বন্দনারত মধুর কণ্ঠে কিন্নর যত,
তাদের সমাজে ঘুরে নিশিদিন বৈভ্রাজ উপবনে ।
শ্রীঅচলা তথা ভবনে, জীবনে, দেহে, মনে, যৌবনে ।

মৃত্যুর কাল

শরতের শেষে পাতা পড়ে খসে রহেনাক কেউ তরুর গায়,

শুকাইয়া ঝরে ফুল ধরা 'পরে তুহিনশীতল মেরুর বায় ।

আছে তারকার চক্রবালের তলে ডুবিলার কালের ঠিক,

হে মরণদেব, তব অধিকারে সকল সময় সকল দিক !

জীবনের কাজ সাধনের লাগি আছে নিরুপিত দিনের বেলা,

নর-নিলয়ের উৎসব লাগি সন্ধ্যায় মধু-মিলন মেলা ।

সুপ্তি, শ্রমের উপশম লাগি মার স্নেহসম রাত্রি আসে,

হে মরণ, তব নাহি কালাকান্দ, সমান সকলি তোমার পাশে ।

জানি কবে আসে আমার আঁধার জানি কবে হাসে পৌর্ণমাসী,

জানি নিদাঘের পায়ীগুলি কবে অর্ধপারে ঘাইবে ভাসি ।

জানি শ্রামতরু কবে পীতবাস পরিয়া হাসিবে গহনে গোষ্ঠে ।

কে শিখাবে মোরে হে মরণদেব, কবে চুনা দিবে আমার ঠোটে ?

সেকি মধুমাসে, চম্পকী হাসে যবে মলয়ার কম্প চুমে ?

মল্লিকা যবে আঁখি মেলে চাবে, নন্দীন্দো নাগ যবে না ঘুমে ?

সেকি ধুতুরার ফুটিবার দিনে ম্লান যবে লাল গুলের গাল ?

কে বলিবে তাহা ? সকল কালের মালিক তুমি যে- হে মহাকাল !

সেকি গো যথায় ফেনিল সিদ্ধ উর্ধ্বি গরজি কাঁপায় প্রাণ ?

সেকি গো যথায় মরুবিহগেরা মৃগতৃষ্ণারে শুনার গান ?

সেকি গো সোনার সংসারে যথা ফুলে ফুলে ভরা বাসক নাজ ?

কে বলিবে তাহা ? দীন দুনিয়ার মালিক তুমি যে রাজাধিরাজ ।

তুমি আছ যেথা সখা সখী মিলি রচে বটছায়ে মোহন মেলা,
 আছ যেথা পুর-সৌধ-শিখরে বরবধু খেলে মধুর খেলা ।
 তুমি আছ হ্রেয়া বৃংহণে যেথা শানিত আয়ুধে শোণিত ছুটে,
 রথ-কেতু যেথা শতবা ছিন্ন, রথীর কিরীট ধলায় লুটে ।
 তরুশাখা হ'তে পলিত পত্র ঝরে প'ড়ে বায় শরৎ সাঁঝে,
 শিশির ঋতুর বিষ-নিশ্বাস কালব্যাদি আনে ফুলের মাঝে ।
 গ্রহতারকারা ডুবে বায় নভে, আছে নিরুপিত সময় তার—
 দিগ্ দিগন্ত যুগ-যুগান্ত তোমার শাসনে, হে সংহার !

সহীদ

প্রাণ দিল বারা সাক্ষিতে দেশের কাজ,
 শায়িত তাহারা রয়েছে ধূলির মাঝে,
 নাহি হেথা কোন' স্তম্ভ নীনার তাজ,
 তাহা হতে উঁচু গৌরব-চূড়া রাজে ।
 মধুমাংস তারে সাজায় কুসুম-হারে,
 এত মনোরম স্বপ্নও নাহি পারে ।
 হরীপরীগণ ফুলাচন্দন-দানে
 আত্মাগুলিরে লয়েছে ত্রিদিবে বরি,
 বন্দিছে কল-জয়মঙ্গল গানে
 মহিমা, হেথায় তীর্থ-যাত্রা করি,
 স্বাধীনতা হেথা তপোরতা, ব্রত পালে,
 অশ্রম রচি অশ্র-শিশির ঢালে ।

আহরণী

হাফেজের আশ্রয়দান

বাঁধিতে হরিণ হিয়া কোথা হতে এলো প্রিয়া
তোমার অলকে এত ফাঁস,

তোমার নয়ন-কূপে স্বপনেরা ব্যাধরূপে
নীরবে গোপনে করে বাস ।

তব—চিকন চাঁচর চুলে চামেলি চমকি উঠে,
‘আদীন’-প্রবাল গুলি ও-অধরতটে লুটে,
সুয়ার সুবতি সুর শিরায় শোণিতে ছুটে
মদালস তব মুদুহাস ।

নীত বায়ু-চঞ্চল তব পীত অঞ্চল
বিতরিছে আতরের বাস ।

প্রিয়ে—তব রূপ রশ্মিতে সবার গরব গুঁড়া,
হরী পরী গড়াগড়ি লুটায় হীরার চূড়া ।
লাজ্জা হেম উষা স্নান জ্যোছনা শ্যামায়মান,
বাগে বাগে গোলাপ হতাশ,
মিছে আভরণ ফেলি পিছে আবরণ ঠেলি,
কর যদি সুবমা প্রকাশ ।

তব—গমন-পথের ‘পরে পাতি’ দেই এই হিয়া,
দুমালে চরণরেণু কুমালে মুছাই প্রিয়া ।
ও স্মিত কপোল-কূপে পরাণ সঁপিয়া দিয়া,
নিবারিব মরুভূ-পিয়াস,
তব তনু লতিকার ছোঁয়া পেতে একবার
হ’তে পারি চির ক্রীতদাস ।

মগ্নবাসর

ঝঙ্কাঝঙ্ক সন্ধ্যা তিমিরে উতরোল ভাগীরথী,
ফেনিল অশ্বে উপজিল তীরে মগধের সেনাপতি,
সঙ্গে তাহার ভীতি-কম্পিতা
কোশলরাজের সোহাগী ছুহিতা,
প্রণয়ীর সহ পলায়ে এসেছে না হেরি অন্তগতি ।

নাবিকেরে তারা ডাক দিয়ে বলে, “পার ক’রে দাও ভাই,
কণ্ঠের হার দিব উপহার,—দিব যাহা চাও তাই ।”
নেয়ে কহে, “এই ঝঙ্কা-ঝড়িতে,
কেমনে উঠাই থেয়ার তরীতে,
নাঝ-গঙ্গায় এসেছ মরিতে,—মরার পেলে না ঠাই ।”

সেনাপতি কহে, “বাঁচিবারই লাগি, মরিবার লাগি নয়,
দারুণ বিপদে তরুণ নাবিক, তোরে করি অনুন্নয় ।
যদি মুহূর্ত দেবী হয় আর,
ধূলার লুটাবে এ শির আমার ।
অশ্ব-পদের ধ্বনি শুনিছ না ? সময় করো না ব্যয় ।

মগধ দেশের সেনাপতি আমি রণধীর, ওরে নেয়ে,
সঙ্গে আমার প্রণয়িনী ইনি কোশলরাজের মেয়ে,
চলেছি পলায়ে আমরা দু’ জন,
পার করে দাও নাবিক স্বেজন,
জাহ্নবী মার অঙ্কত ভাল কোশলের কোপ চেয়ে ।”

আহরণী

উল্লাসে কহে যুবক নাবিক “উঠ মোর তরী ’পরে
মাঝ দরিয়ায় দিব আজ ঝাঁপ তোমার প্রেমের তরে,
প্রেমিকের লাগি যায় যাবে প্রাণ,
বল প্রাণভরে ‘জয় ভগবান’,
তরুণ প্রেমিক তরুণী প্রেমিকা ডাক তাঁয় জোড়-করে।”

ডুবিয়া ভাসিয়া গিয়াছে তরণী নদীর মধ্য নীরে,
নরপতি শেষে উপজিল এসে তখন গঙ্গাতীরে।
প্রাণপণে ডাকে, “ফিরে আয় নেয়ে,
তরীখানা আন এই-কূলে বেয়ে,
একটি রাজ্য ছেড়ে দিব তোরে, আয় আয় তুই ফিরে।”

একহাতে বালা প্রিয়ের কণ্ঠ জড়ায়েছে প্রাণপণে,
আর হাত ভুলে বলে “ভগবান, রাখ বিপন্নজনে।”
চপলা আলোকে হেরিয়া নৃপতি
বলে, “আর মোর হয়েছে স্মৃতি,
ফিরে আয় বাছা বুকে আয় ফিরে”,—ধারা বহে হৃদয়নে।

“তোমার দয়িতে প্রাণের সহিতই করিরাছি নাগো ক্ষমা,
ফিরে আয় ওরে ক্ষমা করি মোরে ফিরে আয় প্রাণসমা।

এস জননীর বুক ভরা ধন
আঁধার করোনা মোদের জীবন,
ফিরে এস সত্য স্বপ্নের জ্যোতি, ফিরে এস রাজবন্দী।”

বৃথা ইঁকাইঁকি হা হা করে’ ঝড় তরণীর পানে ছুটে—
ফেনিল উর্ষি লক্ষ ফণায় ফৌদ ফৌদ করি উঠে।

প্রেমোন্মেষ

নূপ করে তীরে বৃকে করাঘাত,
পাথারের তাহে নাহি দৃকপাত,
তনয়ার চির বাসর শয়ন পাতাল-হর্ম্যাকূটে ।

প্রেমোন্মেষ

মাঠ দিয়ে সে চলে যখন আঁচল উড়ে বায়,
বতদূর মোর চাঁউনি চলে দাঁড়িয়ে থাকি ঠায় ।
সাদ বায় বাই পিছন-পিছন হয় না সাহস মোটে,
দেখলে তারে প্রাণটা আমার কেমন ক'রে ওঠে ।

মইতে নারি চায় যদি সে অক্ল কারো পানে,
মইতে নারি কথা যদি কেউ কহে তার কাণে ।
মোদের দলের আর কারো সে তারিক যদি করে,
প্রাণের ঈদার দোস্ত হলেও চটি তাহার পরে ।

সাঁতার কাটা, গান তানাসা জল্‌সা আমোদ খেলা,
ঠাকুর-বাইচ, চড়ক, গাজন, দোল-ঝুলনের মেলা ।
সে যদি রয় হাজির তবেই সবাই লাগে মন,
তার বিহনে সব লাগে বিষ বিফল আরোজন ।

সে যেন ভাই গাঁয়ের রাণী, রূপের দেমাক ভারি,
গ্রাহ তারে করবনাক ভাবিত কই পারি ?
নিজের এ হাল ভেবে আমার নিজেরই পায় হাসি ।
এই কি স্যাঙাৎ ভালবাসা ? তার কি ভালবাসি ?

ইউসুফের প্রতি জুলেখা

দয়িত, তোমায় দেছেন বিধাতা গুলভাতি, তব কপোলে ফুটে,
 রূপ-চঞ্চল ছনিয়া পাগল, হের তব পদ-যুগলে লুটে ।
 ও ললাট-তটে যে ছাতি প্রকটে চক্ৰমা তায় পাণ্ডু ম্লান,
 তব অপাঙ্গে চারু ক্রভঞ্জে পেল অনঙ্গ ধনুর্ধ্বাণ ।
 তোমার তলুর বসনে ভূষণে শুভ সুষমার আলোক লাগে,
 লোহিত স্মৃতি কুসুম অযুত ফুটে যেন তায় ছালোক বাগে ।
 মধুর অধরে মদির হাসিটি চারু কোরকের বিকাশসম,
 গুলের পাপড়ি-ঝরার মতন তব পদক্ষেপ মানস-রম ।
 তুমি আছ বলি সর্বসংগ্রহ সব গুরুভার বহিতে পারে,
 তোমাতে হারালে সে বুকি পাতালে অতলে ডুবিলে ভূধর-ভারে ।

তুলে ধর' হুমায়ে, ডাকি করজোড়ে শরণ-বন্ধু, করুণা কর'
 শুন এ কাকূতি প্রাণের আকূতি বাখা হর' মোর শোচনা হর' ।
 তপ্ত স্বপনে বহি-শেষণে চপল অশ্রু উপল-ঘায়,
 অশনি-আহত অশথের মত অন্তর মোর বিদরি যায় ।
 প্রলেপ স্নিগ্ধ করি নিদিগ্ধ ভূলাও দন্ধ হৃদির আলা,
 ছুলাও বন্ধ ছুলাও কণ্ঠে চোমার বাহুর নির্ঝির মালা ।
 নিরাশা-তপন দহেছে স্বপন, হয়েছে জীবন সাহারা যেন,
 খোসবাগানের খোসবো এমন বহাইলে তায় আহা রে কেন ?
 বহাইলে যদি, বলসিত হৃদি-কুটুন্ডে ঢালো সোমের স্নেহ,
 চির-অনশন-ক্লিষ্ট জীবন, মিটাও মোহন, প্রেমের ক্ষুণ্ণ ।

বিরহে

যতদিক হতে বায়ু বয়ে আসে, তার মাঝে
আমি—দখিনেরে বাসি ভালো,
সেই দিকে মোর মনপ্রাণচার প্রিয়া রাজে,
আহা—সেইদিক করে আলো ।
বন, প্রান্তর, পল্লী, নগর, থনি-থাত
হায়—দৌহা মাঝে রয়ে কত,
তারি সাথে থাকি মন মন-পাখী দিবারাত,
তবু—ঘুরে ফিরে অবিরত ।

আমি হেরি তায় কুসুমসভায় গুণ্ঠনে
যেন——পুষ্পিত অন্তরয়,
শুনি তার স্বর মধুপনিকর-গুণ্ঠনে
কল——মধুবাক্যরময় ।
যত ফুটে ফুল সুরভিবাঁকুল নামহীন
হৃদ——সরোবর উপবনে
যত পাখী গায় শাখায় শাখায় নিশিদিন
তারা—তারে শুধু আনে মনে ।

আয়রে অবীর দখিনা সমীর বয়ে আয়
যত—গাছে গাছে ফোটা ফুল,
পুলকি' হৃদয়, বনপথময় লয়ে আয়
শত—প্রজাপতি অলিকুল ।

আহরণী

এনে দে' ফিরায়ে হৃদয়কুলায়ে প্রিয়ধনে
বার—নাম জপি দিবাবামী,
আন তার হাসি, সব আলারাশি-বিমোচনে
বুকে—তারে শুধু চাই আমি।

বিদায়ের ব্যথা কত কাতরতা ছুঁছমাঝে
মুখে—কত যে শপথবাণী,
আহা সেই শেষ-মিলন আবেশ, আজো বাজে
বুকে—স্মৃতিশেল-শূল হানি'।
কি ব্যথা যে প্রাণে আর কেবা জানে, ভগবান,
এক—তিনিই জানেন শুধু,
আজি খনে খনে তাহার বিহনে মম প্রাণ
হায়—মরুসম করে ধু-ধু।

গোলামের তেজ

ঘুড়ি ডেকে কয় “ওরে প্রজাপতি, যোজন খানেক তলে,
রোস্ তুই, তবু দেখি তোরে শুধু দিবা দৃষ্টি-বলে।
আচ্ছা বলত,—গ্রহমণ্ডলে চলা-ফেরা দেখে নোর,
অবাক হ'য়ে কি রোস্নাক চেয়ে হিংসা হয় না তোরা?”
প্রজাপতি কয় “মর, কি বুদ্ধি, কাণ্ডজে চিড়িয়া ঘুড়ি,
আমি কেন তোরে হিংসে করব? মধু খেয়ে খেয়ে উড়ি।
তুইত বন্দী, কর না বড়াই বতই উপরে থেকে,
স্বাধীন কখনো হিংসে করে কি গোলামের তেজ দেখে?”

শ্রমিকের গান

কামারশালে আগুনতাত ঐ নিভ্‌ল ধীরে,
নেহাই পেল রেহাই আজ এ দিনের মত ।
ধুলোয় ঝুলে ভূত সেজে সব চন্‌ছি ফিরে,
বিশ সারিতে বিশ কক্ষার সেবক বত ।
বাজাও বাঁশী জোরসে বহুং বাজাও বাঁশী,
ফেরার বেলায় এলায় শরীর চরণ-রথে ।
বাজাও তবু বাঁশের বাঁশী ছড়াও হাসি,
নাচব তাহার তালে তালে নগর-পথে ।

তাঁতগুলোতে থাম্‌ল এখন ঠকঠকানি,
ঘূর্ণি হতে রেহাই পেল নাটাই টাকু ।
টানা-পড়েন থামায় তাদের টানাটানি,
আসা বাওয়ার পথে এখন ঘুমায় মাকু ।
বাজাও বাঁশী বাজাও সানাই সানাইদারও
চুলের গেছো ছুলিয়ে নাচো বালিকারা ।
রাজা উজীর ধার ধারি না এখন কারো,
ধুলোয় ঘামে যদিও সব ভূতের পারা ।

হাঁকাচ্ছিল ময়লা বাতাস ধোঁয়ায় তাতে,
মোদের মত একটুখানি জুড়াক আহা ।
শ্রান্ত আকাশ সেও ছুটি পাক মোদের সাথে,
গাড়ের বুকে একটু থামুক নৌক বাহা ।

আহরণী

বাজাও বাঁশী, মাং করে দাও চাঁদের গানে,
খাটুনী কেলেশ তুড়ির চোড়ে বাক্গে উড়ে ।
সূর্যটাকে অস্তে নামাও প্রাণের টানে,
গলাও তারে মন-মাতানো প্রাণের সুরে ।

নেহাং ছোট গরীব মোরা, নেহাং হেয়,
সাধ মিটিয়ে নাচতে তবু হাসতে পারি ।
কেউবা পিতা, কেউবা ভ্রাতা, প্রেমিক কেহ,
প্রাণভরে-ত মোরাও ভালবাসতে পারি ।
বাজাও বাঁশী মাতাও ভালবাসার গানে
সে গান যেন জাগায় প্রাণে নতুন আশা,
সে গান যেন চোখে জলের পাথার আনে,
জাগায় গলায় দরদ-রাঙা প্রাণের ভাষা ।

আশমানে ঐ নাম-না-জানা তারার নালা,
তাদের মতই তবু বহু শক্তি ধরি,
অমরা দেশের ভাঁড়ার-ঘরের চাবি তালা
সমাজ-দেহে কুসকুসেরি কাজটি করি ।
বাজাও বাঁশী রাত্রি আসে দিনের পরে,
বিধির এমন কড়া আইন বারো-মাসই,
খাটুনি শেষে খেলার মাতন মোদের তরে,
কাজের শেষে পেলাম ছুটি, বাজাও বাঁশী ।

পাড়ার মেয়ে

যতগুলি আমি কিশোরীরে জানি তার মত কেবা সুন্দরী ?
মোদেরি পাড়ায় বাস করে সেবে আমারি পরাণ মন হরি ।
ধনীর বাড়ীতে এত যে রূপসী তার মত বল কোন্ জনা ?
মনবাগিচায় সেবে শুধু গায় ভোমরার মত গুঞ্জরি' ।

চৌকীদারের কাজ করে' বাপ পালে গুটি পাঁচ সন্তানে,
মুড়ি চিঁড়ে ভেজে' বেচে তার মাতা, পাড়ার লোকের ধান ভানে,
তারা হেন মেয়ে কোথা হতে পেল ছুনিয়ারে করি বঞ্চনা ?
অই রূপসীকে কত ভালবাসি শুধু তাএ মোর প্রাণ জানে ।

ভুলে যাই কাজ, পথ দিয়ে যবে চলে যায় মোর প্রাণমণি,
কত্না অমনি গাল দিয়ে বলে 'দূর হয়ে যা'রে এক্ষণি ।'
দেয় দেবে মেরে দূর করে' আর করুক যতই লাঞ্ছনা,
প্রিয়ার সঙ্গে ভেথ নিয়ে ভিথ মাগিব বাজারে থঞ্জনী ।

মনিব আমারে পাঠালে বাজারে তারি পাশে যাই টুক করি',
ভিনগাঁয়ে মোরে পাঠাতে চাইলে ব্যারামের মত মুখ করি,
তামাক টানতে টানতে যদি বা হন কভু তিনি আনমনা,
প্রিয়ার কুটীর-জানালায় গিয়ে হেরি তারে আমি বুক ভরি ।

ধুতির বদলে শাড়ী নিব চেয়ে ভেবেছি, এবার আশ্বিনে,
যাহা কিছু পাই সকলি জমাই দিব তারে আমি ছল কিনে ।
হাজার টাকাও পেলেও কোথাও তার কাছ ছাড়া রাখব না,
মঙ্গলাদাতা অনেক আছেন, কাহারো কথায় ভুলছিনে ।

আহরণী

দিনগুলো যেন লম্বা বেজায় রাতগুলো আরো, কই চলে ?
এই ফাগুনের পরের ফা-গু-ন ? বুগ বে আমার এক পলে ।
পাড়ার লোকেরা চোখ-ঠাঠাঠারি ক'রে দেয় মোরে গজনা,
তারা ত জানে না তারে সাথে পেলে যেতে পারি বন জঙ্গলে ।

বিজ্ঞানের অভিযান

বিজ্ঞানের স্থূল হস্ত অবলেপ লভি,
মিলাইছে একে একে বিশ্ব হ'তে মাধুরীর ছবি ।
গগনে আছিল রামধনু,
জানিতাম কত স্বর্গ-সুখমায় গড়া তার তনু ।
আজি সে যে রাজে
অবজ্ঞাত প্রাকৃতিক বিচারের তালিকার মাঝে ।
তব্বের ধারালো কাঁচিখানি
ছেঁটে দিবে পক্ষগুলি স্বর্গদূতগণে ধ'রে আনি' ।
বিজ্ঞানের বিধান নির্দেশ
সকল রহস্য-স্বপ্নে করিছে নিঃশেষ,
ধরণীর কোবাংগার খুলি,
রত্নবেদী শূন্য করি মগ্নিমুক্তা করি চূর্ণ ধূলি,
নিখিল জীবনময় পবনেরে শূন্য ক'রে তুলি,
বিল্লেষিছে হায়
আখণ্ডল-ধনুখানি খণ্ড খণ্ড তুচ্ছ ক্ষুদ্রতায় ।

সনেট

পরিণতি

বসন্তে অশোককুঞ্জে মিলন তরুণ,
জীবনে হোলীর দিন, সকলি অরুণ
গ্রীষ্ম এলো । ঝঙ্কাহত ব্রহ্ম বেশবাস,
ঢেকে দিল মোরে তব স্রস্তু কেশপাশ ।
বাসনার বহিতাপে স্নিগ্ধ দেহমন,
আলসে লুলিত থিন্ন ও কুঞ্জ-ভবন ।
সহসা প্রেমের উদ্ভা হলো বাষ্পঘন,
মঞ্জীর-শিঞ্জন হলো কঙ্কণের ঝঞ্জন ।
জীবন-প্রাবৃটে সখি কতছল ভাণ,
অকারণ বরিষণ কত অভিমান ।
সে সব গিয়াছে দূরে আজি তোমা, সখি
ভবন-জ্যোৎস্নার রূপে শরতে নিরখি ।
তুলসী-মাধবী-কুঞ্জ অলিন্দ অঙ্গনে
আলোকিত ক'রে আছি, অয়ি স্থিতাননে ।

আহরণী

সনাতনী

অন্নপূর্ণা তব করে ভিক্ষা লভিবারে,
সাধ করে' হইয়াছি শাস্ত্রত ভিথারী ।
বাচিয়া লয়েছি কণ্ঠে অনন্ত তুষারে,
লভিবারে তব প্রেম-ঝরণার বারি ।
তোমার অঞ্চল-স্নেহ লভিতে, নয়ন
হ'য়ে আছে যুগে যুগে অশ্রুর নিলয় ।
ব্যাধিরে করেছি সাধি এ দেহে বরণ,
তব কর-কিসলয়ে হ'তে নিরাময় ।
মধুবানী শুনিবারে করি অভিমান,
মমতা লভিতে করি বিরহ-স্মজন,
শয়নে নয়নে শুধু করি নিদ্রা-ভাগ,
জাগিয়া উঠিতে তব লভিয়া চুম্বন ।
ঝরাইতে অশ্রুবারি তোমার নয়নে,
জনমে জনমে আমি বরি যে মরণে ।

প্রাক্তনী

কতবার স্বয়ংবর-সভা উপেক্ষিয়া,
এ কাঙ্ক্ষাল কণ্ঠে তব দেছ বরমালা ।
যুরিয়াছ বনে বনে আমার লাগিয়া,
কতবার সাজায়েছ বরণের ডালা ।
কতবার রাখিয়াছ সতীতেজোগুণে,
শমনের দণ্ড হ'তে আমার জীবন ।

কতবার সাজিয়েছ তরবার-তুণে,
 রথ-রশ্মি শতবার করেছ ধারণ ।
 নতুবা সহজ সবি হইল কেমনে ?
 কিছুই তোমার যেন নহেক নূতন ।
 কোথা পেলো ? কই ? কিছু শেখনি জীবনে ।
 সবি চিরপরিচিত প্রবুদ্ধ প্রাক্তন ।
 কোন আদিকাল হতে আছ মোর সাথে,
 জন্ম হতে জন্মান্তরে মানস-সন্তাতে ।

রূপময়ী

তুমি মোর আঁখিতারা, তুমি মোর আলো,
 তুমি মোর ঋষ্টক্রান্তদৃষ্টি-সঞ্জীবন ।
 এই বিশ্বখানি মোর লাগে বড় ভালো
 তোমার স্বচ্ছতা ভেদি নেহারি যখন ।
 আপনারে দেখাইলে মহাবিঘ্না-সাজে,
 বিশ্বময় বত স্বপ্ন মূর্তি ধরি নাচে,
 সব মায়া ভাব রস, রূপ হয়ে রাজে,
 সব মন্তগুলি যেন ঘুরে কাছে কাছে ।
 চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা-দীপ-খণ্ডোতিকা,
 মাণিক্য-ওষধি-রশ্মি গড়েছে তোমায় ।
 শত জনমের মোর স্বপ্ন-নীহারিকা,
 কেন্দ্রীভূত পুঞ্জীভূত তব প্রতিমায় ।
 মুদগরের মোহ তুমি বেদান্তের মায়া,
 মোর নেত্রে একমাত্র সত্যময়ী কায়া ।

রসমহা

আনন্দ-মদিরা তুমি নিত্য রসায়ন,
তোমাতে পিইয়া মোরা চিত্ত ঢুলু ঢুলু ।
রসের নির্ঝর, লভি তোমার জীবন
আমার জীবন-নদী বহে কুলু কুলু ।
তব প্রেমমধুগন্ধা এলো কি ধরায়
রসরাজ-পাদপদ্মে জনম লভিয়া ?
সুধাক্লিসমুখিত মন্দারের গায়
তোমার অঙ্গুলিগুলি ফুটিল কি প্রিয়া ?
সম্মিলিত সপ্তবর্ণ পরিণত রসে,
সজ্জিল তোমার শুভ্র গোরস-হৃদয় ।
রক্তিম আনন্দ হাশ্বে অধর বরষে,
চন্দ্রবিম্বে যেন স্ফুট রক্তাশ্রু চয় ।
ইহেরে করেছ প্রিয়ে স্পৃহণীয়তম,
জীবনে করেছ ঘন চুষনের সম ।

দেহাহিত

বলেছেন ভর্তৃহর নারীর যৌবন
অস্তি মাংস নহ্জামেদ ক্রোদের নিলন ।
এ সবে অস্তুরালে কিছু নাই হয় !
মিথ্যা কথা ! অস্তুরাত্মা নাহি দেয় সায ।
দেবতা জাগ্রত যদি না রহে দেউলে,
কে জাগিবে নিশিদিন সোপানের মূলে ?

দেহাতীত

সুন্দরে মিলেনা বলি 'বুকে বুক দিয়া
লাথ লাথ যুগ ধরি, জুড়ায় না হিয়া ।'
অরূপে মিলেনা বলি 'নাই তিরপতি
জনম অবধি রূপ নেহারিয়া নিতি ।'
বাশরী বাজায়ে কাহ্ন কোথায় লুকায়,
আমরা চুঁড়িয়া ফিরি ঝোপে ঝাড়ে তায় ।
মানিনা কণ্টক ক্রন্দ অমেধা পবন,
শ্রামের সন্ধান সবি করেছে নিশ্চল ।

দেহাতীত

বাশরী শুনেছি, তায় দেখিনিক চোকে,
তুমি প্রিয়া তার সাথে মিলনের দূতী,
এ লোক হইতে নিয়ে যাও অন্তলোকে
ওগো স্বাহা, জীবনের সকল আত্মতা ।
তোমাতে সকলি সঁপি নিরুদ্বেগ আমি,
জনমিল পূর্বরাগ তোমারি রূপায়,
গম নিবেদিত অর্ঘ্য তুমি দিবা-বামী,
বহিছ গোপন পথে সে প্রভুর পায় ।
তুমি যদি মোর প্রেম না কর' বহন,
একেবারে তাঁর কাছে দাড়াব কেমনে ?
লজ্জায় কুণ্ঠায় প্রেম হইবে স্বপন,
অভিসার-পন্থা যদি না দেখাও বনে ।
তোমাতে বিরাগী কবি বলে ঘৃণ্য ? হায় !
দেব-দেউলের সিঁড়ি ভাঙিবারে চায় ?

আর্য্যাবর্ত

‘নিম্নে’ অই মহাসিন্ধু সর্ব্বরত্ন-খনি,
বরুণের কোষাগার লক্ষ্মীর নিবাস,
ঐহিক তৃষ্ণার পরিতৃপ্তির আশ্বাস,
অনন্তের শীর্ষে যথা জলে কোটি মণি ।
‘উর্দ্ধে’ অই ভারতের দৃষ্টি সনাতনী ।
হিমাদ্রির শৃঙ্গরূপে বিদরে আকাশ,
নামে তাহে পুণ্য ব্রহ্মধারা বার মাস,
অই মন্দাকিনী শুভ ধ্রুবের জননী,
মহাযোগ-ধারা, এই ভস্ম-সঞ্জীবনী
স্বর্গে মর্ত্তে, অনিত্যে ও নিত্যসত্তা সনে,
শ্রেয়ে প্রেয়ে, গৌরী-হরে, লক্ষ্মী-নারায়ণে,
শক্তি-কর্মে, ভক্তি-জ্ঞানে যোগ-সম্মিলনী ।
ইহ-পরত্রের মহা মিলন-নিগয়
এই আর্য্যাবর্ত্তে সর্ব্ব দ্বন্দ্ব-সমময় !

